সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী—৪৭

তীর্থ-মঙ্গল



৺বিজয়রাম সেন বিশারদ প্রণীত

———— ০ ————

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

সম্পাদিত।

কলিকাতা

২৪৩।১ নং অপার-সার্কুলার-রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩২২

মূল্য— সাধারণ পক্ষে— ॥৵০

শা[illegible]ভার সদস্যপক্ষে— ॥০

পরিষদের সদস্যপক্ষে— ।৵০

Priented by—R. C. Mitra, at the Visvakosha I
9, Visvakosha Lane, Baghbazer,
CALCUTTA.

To

His Excellency

The Right Hon'ble Thomas David Gibson

BARON CARMICHAEL OF

Skirling, G. C. I. E., K. C. M. G., M. A.

The Tirtha-Mangal

Written by an illustrious

Bengali of the 18th Century

IS

most respectfully dedicated

by the Editor

as a token of his loyal devotion

and admiration

for His Excellency's great interest in the

cause of the

Bengali Literature.

বিষয়-সূচী

পৃষ্ঠা

ভূমিকা

এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত জন-সাধারণের বিশ্বাস যে, ইংরাজী ভ্রমণ-কাহিনী (Travels) পাঠ করিয়া তাহারই আদর্শে বাঙ্গালায় ভ্রমণ-কাহিনী লিখিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বুঝিয়াছি যে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস অমূলক। অবশ্য এখনকার মত রেলে চড়িয়া ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত ভারত ঘুরিয়া আসিয়া লম্বাচোড়া "ভারত-ভ্রমণ" লেখা তখনকার লোকের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল,—এখনকার মত তখনকার লোকে কেবল স্বাস্থ্য-রক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্যে দেশ-ভ্রমণে বাহির হইতেন না, কিছুকাল পূর্ব্বেও এদেশে হাওয়া-খাওয়ার কথা উঠে নাই। তখনকার লোকে সাধারণতঃ ধর্ম্মভীরু বা ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে কাজে ধর্ম্ম আছে—সেই কাজে শরীর ও মনের উন্নতি বা স্বাস্থ্যরক্ষা হইবে। ধর্ম্মোদ্দেশেই তাঁহারা দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। পুণ্যলাভ হইবে ভাবিয়াই তাঁহারা বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া বহু দূর তীর্থস্থানে যাইতেন ও তীর্থবাস করিয়া শারীরিক ও মানসিক উভয় উন্নতি লাভ করিয়া ফিরিতেন। সুদূর অতীত কাল হইতে ভারতে এই সনাতন প্রথা চলিয়া আসিতেছে—রামায়ণ ও মহাভারতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নানা গ্রন্থে তীর্থ-ভ্রমণের পুণ্যকথা লিপিবদ্ধ দেখিতেছি। সংস্কৃত প্রাকৃত প্রাচীন গ্রন্থের কথা ছাড়িয়া দিন। আমাদের মাতৃভাষা বঙ্গভাষায় লিখিত মহাপ্রভু চৈতন্যদেব এবং তাঁহার মতানুবর্ত্তী মহাপুরুষ-

গণের জীবনী পাঠ করুন—দেশভ্রমণ বা তীর্থ-ভ্রমণের অনেক কথা দেখিবেন। তাঁহারা কোথায় কি করিয়াছেন, কোথায় কি পাইয়াছেন, কি ভাবে দেখিয়াছেন? তাহার অনেক কথাই পাইবেন। আমাদের আলোচ্য তীর্থ-মঙ্গলও সেইরূপ উদ্দেশেই লিখিত হইয়াছে। কবি বিজয়রাম বিশারদ সৌভাগ্যক্রমে মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের শুভদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন।

"দীন যথা যায় রাজেন্দ্র-সঙ্গমে দূর তীর্থবাসে।"

আমাদের তীর্থ-মঙ্গলের কবিও সেই ভাবেই রাজেন্দ্রসদৃশ প্রতিপত্তিশালী কৃষ্ণচন্দ্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। সাধারণে যে উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া থাকেন, আমাদের কবি কেবল সেই উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রী হন নাই, তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য তাঁহার তীর্থযাত্রার একমাত্র সহায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গুণকীর্ত্তন-প্রসঙ্গে তীর্থ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং পথে যাত্রাকালে যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় প্রকাশ। সুতরাং গ্রন্থখানিকে কেবল তীর্থ-পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না, একখানি সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী (Travels) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যে সময় সোণার বাঙ্গালা সবে মাত্র ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নামমাত্র শাসনাধীন হইয়াছিল—যে সময়ে মুসলমান-শাসন এককালে তিরোহিত হয় নাই, পলাসীযুদ্ধের অধিনায়কগণ তখনও স্ব স্ব প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছিলেন, মুসলমান ও ইংরাজ-শাসনের সেই সন্ধিক্ষণে আমাদের কবি বিজয়রাম ও তাঁহার আশ্রয়দাতা মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আবির্ভূত হন।

কবির আত্ম-পরিচয়।

আমরা তীর্থ-মঙ্গল হইতে কবির এইরূপ পরিচয় পাই—

১। "আর সঙ্গে জান জত, বিশেষে কহিব কত,
কহিতে বাহুল্য হয় পুথি।
শীঘ্রগতি নৌকা চলে, বাহ বাহ সদা বলে,
পুঁটিমারী আইলা শীঘ্রগতি॥
দিঘা গ্রামে গদাধর, তাঁর এক সহোদর,
দ্বিজ ইন্দ্রনারায়ণ নাম।
কাশীনাথ মনে করি, ত্বরায় চড়িলা তরি,
মনেতে ভাবিয়া নিজ কাম॥
হেনকালে বিজয়রাম, আসি কৈলা প্রণাম,
বিশারদ নামেতে খেয়াতি।
তাঁরে হৈল অনুমতি নৌকা চড় শীঘ্রগতি,
আনন্দে নৌকাতে চড়ে তথি॥
বৈদ্য দেখি মহাশয়, হইলা আনন্দময়,
সবাকারে বলেন বচন।
হইল অনেক কাজ আনিলাম কবিরাজ
ব্যাধি হৈতে হইবা তারণ॥
চিকিৎসা বিষয়ে সাজে বিজয়রাম কবিরাজে,
তাঁরে কর্ত্তা সদয় হইলা।
জত জত লোক বুঝে ভাগ্য হইল কবিরাজে
কালী বুঝি প্রতুল করিলা॥" ১৪৭-১৫১ শ্লোঃ

২। "ধরি কৃষ্ণচন্দ্র পায় ভনে বিশারদ রায়,
নোনাগঞ্জ ইছামতীর তটে।
ভাজনঘাট-গ্রামবাসী সঙ্গীত অভিলাষী
স্থান দেহ চরণ নিকটে॥" ৭

৩। "কৃষ্ণচন্দ্র অধিকার ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে পুথি রচে বিজয়রাম॥" ১৯৮।

৪। "রামকিশোর গুণবর তদনুজ ... ..
তাঁর ভাই বিজয় কবিরাজ।
তাঁহার কনিষ্ঠ বর নীলকণ্ঠ যশোধর
সদা রহে রাজার সমাজ॥
কৃষ্ণচন্দ্র পদ সেবি, সেন বিশারদ কবি,
রচে পুথি হরিষ হইয়া।
ঘোষালের সঙ্গে যত, কবিরাজ অনুগত,
সদা রহে ঘোষাল ভাবিয়া॥" ৮৯১-৮৯২।

কবির নিজের কথা হইতেই প্রকাশ—ইছামতী নদী-তীরস্থ প্রসিদ্ধ নোনাগঞ্জের নিকটস্থ ভাজনঘাটে কবির বাড়ী, তিনি জাতিতে বৈদ্য, আসল নাম বিজয়রাম সেন, উপাধি বিশারদ। তিনি যেমন জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ নীলকণ্ঠ ও যশোধরও কোন রাজার বৈদ্য ছিলেন। সে সময় ভাজনঘাট মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীভুক্ত ছিল। তাঁহার নৌকা পুটিমারীতে উপস্থিত হইলে দিঘাগ্রামের গদাধর ও ইন্দ্রনারায়ণ নামে দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া কাশী যাইবার উদ্দেশে নৌকায় উঠিলেন, এই সময় কবিরাজ বিজয়রাম আসিয়া ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী হইলেন। ঘোষাল মহাশয় বহু লোক

লইয়া চলিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে চিকিৎসক ছিল না, এখানে একজন চিকিৎসক পাইয়া তাঁহাকে পরম সমাদরে আপনার সঙ্গে রাখিলেন। এই পুটিমারী হইতে কবিরাজ বিজয়রাম বরাবর কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গী রহিলেন। এখান হইতে কবি স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তবে কৃষ্ণচন্দ্রের বাটী খিদিরপুর হইতে পুটিমারী পর্য্যন্ত প্রথমতঃ তিনি ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গে না থাকিলেও ঐ অংশ ঘোষাল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াই রচনা করিয়া থাকেন। কবির রচনার মধ্যেও পাই যে, তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশেই এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থপাঠে মনে হয় যে, কবি ঘোষাল মহাশয়ের সুনজরে পড়িয়াছিলেন, তিনি কবিকে যথেষ্ট আদর করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার অপরাপর কর্ম্মচারীরা মধ্যে মধ্যে একটু ঈর্ষা প্রকাশ করিত। কবি তাহাও ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছেন—

"অহঙ্কার ক'রে মুন্সী পায়্যা দুই শাল।
কবিরাজে দেখাইয়া সদা করে গাল ॥ ৮২১
সমস্ত যাত্রীকে মুন্সী আমি দিলাম বড়ী।
কর্ত্তার পুণ্যের হেতু না লইলাম কড়ী ॥ ৮২২
কবিরাজ বলে মুন্সী কিবা করো ভুর।
খিদিরপুর গিয়া তোমার দর্প করিব চুর ॥ ৮২৩
অবশ্য হইবে মোর তথা পুরস্কার।
দুই শাল কোন বস্তু দেওয়ানজীর দরবার ॥ ৮২৪
কটাক্ষে দেওয়ান যদি হন অনুকূল।
অবশ্য হইবে তবে মোর সুপ্রতুল ॥ ৮২৫

পরিচয় দেহ যদি বাবুজীর সঙ্গে।
অনুকূল হয়্যা মোরে রাখিবেন সঙ্গে ॥ ৮২৬
দেওয়ানজীর বড় ভাই সহায় আমার।
হইবে আমার সুখ শুন সারোদ্ধার ॥ ৮২৭
এতেক শুনিয়া মুন্সী নিঃশব্দ হইয়া।
বুঝিব বুঝিব বলি গেলেন চলিয়া ॥" ৮২৮

এই তীর্থ-মঙ্গল হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের কবি বিজয়রাম মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত থাকিয়া যখন যে যাত্রীর পীড়া হইত তাঁহার চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু তিনি ঘোষাল-মহাশয়ের আদেশে কাহারও নিকট কিছুই লইতে পারিতেন না। কাশী হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমনকালে ঘোষাল মহাশয়ের সঙ্গি-গণের অনেকের বসন্তরোগ দেখা দেয়, এসময়ে কবিরাজ বিশারদ মহাশয়ের চিকিৎসার গুণে অনেকেই আরোগ্যলাভ করেন। কবি এ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

"সবাকার হৈতে লাগিল মসূরিকা-রোগ।
দেখি কর্ত্তা দেশে জাইতে করিলা উদ্যোগ ॥৭৮৯
সুস্থ হয়্যা বিশারদে কহিলা ডাকিয়া।
তোমারে করিব তুষ্ট খিদিরপুর গিয়া ॥৭৯০
মোর খরচ যত টাকা ততো তোমার বড়ী।
যাত্রীস্থানে কবিরাজ না লইবা কড়ি ॥৭৯১
শুন শুন বিশারদ না ভাবিহ মনে।
বাবুজিরে সমর্পিয়া করিব পালনে ॥৭৯২
এত শুনি হর্ষ হয়্যা কবিরাজ হাসে।
আনন্দে পুলকিত তনু গদগদ ভাষে ॥৭৯৩

কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে পুথি বিশারদে গায়।
ত্রয়স্থলী করি কর্ত্তা দেশে চলি যায়" ॥৭৯৪

কবি গ্রন্থমধ্যে বরাবরই এইরূপ নিজ আশ্রয়দাতার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু ঘোষাল মহাশয় খিদিরপুরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে কিরূপ সম্মানিত করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় এই পুস্তকে নাই।

সেকালের অধিকাংশ পদ্যগ্রন্থই গীত হইত। এই তীর্থমঙ্গলও সেই উদ্দেশেই রচিত হয়। কবি স্বয়ং এই তীর্থ-মঙ্গল গান করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থশেষে লিখিয়াছেন—

"সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥
শুন শুন মহাশয় বলি গো তোমারে।
মহাশয়ে আজ্ঞা দিলাম বিদায় কর মোরে॥"

গ্রন্থকারের উক্তি হইতেই পাইতেছি যে, ১১৭৭ সন ভাদ্র মাসে অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৩২২ সন হইতে ১৪৫ বর্ষ পূর্ব্বে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ভ্রমণ-কাহিনী তৎপূর্ব্ব ঘটনা।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পূর্ব্ব-পরিচয় তৎপুত্র মহারাজ জয়নারায়ণ-ঘোষাল রচিত "করুণানিধান-বিলাস" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, * সুতরাং

* ৩—৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা কন্দর্প ঘোষাল হইতেই এই বংশের সৌভাগ্যোদয়। তিনিই রাজ-কার্য্যোপলক্ষে প্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাড়ী করেন। তৎপরে এখানে ইংরাজের ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা নির্ম্মাণ-কালে তাঁহাকে প্রথমে গড়্যা-বেহালা ও শেষে খিদিরপুরে উঠিয়া আসিতে হয়। তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন ও বহু সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাদের আলোচ্য গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ও প্রথমে পিতার ন্যায় রাজকার্য্য করিয়া বহু অর্থসঞ্চয় করেন। কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠ গোকুলচন্দ্র পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইতেও খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিলাত যাত্রা করিলে তাঁহার স্থানে হারি ভেরেলষ্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন, গোকুলচন্দ্র তাঁহার দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী হইলেন। ভেরেলষ্ট ৩ বর্ষের জন্য গবর্ণর হন, এই তিন বর্ষ গোকুলচন্দ্রই বাঙ্গালার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। আমাদের কবি বিজয়রাম এই গোকুলচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

১। "ভ্রয়স্থলীর খরচপত্র পথ খরচ আর।
বুঝিয়া দিলেন দেওয়ান বুদ্ধের অপার ॥৬৫
আর আর খরচপত্র দিলেন বরাতে।
স্থানে স্থানে হইতে খরচ লবা এই মতে ॥৬৬
দেওয়ানজির গুণকথা কি কহিব বাণী।
গরিব সদয় বড় সর্ব্বত্র বাখানী ॥৬৭
ভগবতীর কৃপা তারে সর্ব্বলোকে বলে।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি রাখিলা ভূতলে ॥"৬৮

"দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালাকা খাসেদ।
উস্কো ভাই কেবলচাঁদ নাহি ভেদাভেদ॥"৬১১
"গোকুলচন্দ্রে কালীমাতা তুমি বর দিবা।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি সদাই রাখিবা॥১১১৩
দেওয়ানজীর সমো-দাতা নাহি এই দেশে।
তাঁহার গুণের কথা দেশে দেশে ঘোষে॥১১১৪
আঠারো শত দীনে করেন নিত্য চালু দান।
এজন্যেতে দেওয়ানজীর সদাই খোস নাম॥১১১৫
চাকর্যা লোকের দুঃখ নাহি তাঁর কাছে।
এই হেতু সর্ব্বজন ঘুরে পাছে পাছে॥১১১৬
বৈশাখে সলিল দিয়া দেশ করেন মরু।
কবিরাজে তুষ্ট কৈলে হবেন কল্পতরু॥"১১১৭

উদ্ধৃত কয়টী কবিতা হইতেই দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের প্রভাব, প্রতিপত্তি, বদান্যতা, সহৃদয়তা ও পরোপকারশীলতাব কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতেছি। কবি লিখিয়াছেন গোকুলচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণচন্দ্রের ত্রিস্থলী করিবার সমস্ত খরচপত্র ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

"ত্রয়স্থলীর খরচ হৈল একলক্ষ টাকা।
তার ইচ্ছা বুঝিয়া করিয়া লহো লেখা॥"১১২১

তীর্থযাত্রার কারণ

কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রার কারণসম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

"খিদীরপুরেতে ধাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নাম
তাঁরে সদয় হৈলা কাশীনাথ।

এক দিন নিশিশেষে বসিয়া ঘোষাল-পাশে
সপনেতে কহিলেন বাত ॥৮
তুমি মোর ভক্তজন কর মোর প্রপূজন
তবে হবে সকল কল্যাণ।
সপনে কহিয়া বাণী অন্তর্ধ্যান শূলপাণি
মনে কৈলা করিব পয়ান ॥৯
গোকুলচন্দ্র সহোদরে ডাকিয়া আনিয়া তাঁরে
কহিলেন সপনের বাণী।
এত শুনি মহাশয় হইলা আনন্দময়
অনুমতি হইল তখনী ॥১০
বুঝিয়া কর্ত্তার মতি আনাইয়া বিপ্রজাতি
আনন্দেতে কহিলেন ভাষ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ দিন কৈলা শুভক্ষণ
শুনি কর্ত্তার হইল উল্লাস ॥১১
জ্যেষ্ঠেরে কহেন পুনঃ আমার বচন শুন
জাও তুমি বারাণসীপুর।
একে কাজে তিন কাজ করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর ॥১২
জত যাত্রী জায় সঙ্গে, লয়্যা জাবা নানা রঙ্গে
সভাকারে করি দিবা গয়া।
জত জায় তত নিবা পথের খরচ দিবা
সভারে করিতে হবে দয়া ॥"১৩

যদিও কবির বর্ণনায় স্বপ্নদর্শনই ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রার কারণ বলিয়া প্রথমে প্রদর্শিত হইয়াছে—কিন্তু "একে কাজে তিন

কাজ” ইত্যাদি দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের উক্তি হইতে এই তীর্থযাত্রার অপর কারণও জানা যাইতেছে। কবি সেই অন্য কারণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের তখনকার রাজনৈতিক প্রভাব হইতে মনে হয় যে, কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা তাঁহার ধর্ম্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও তখনকার দিনে কষ্টসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল দূর প্রবাসে যাইবার অপর উদ্দেশ্যও ছিল। সে সময়ের ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালা-বেহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন ও পলাশী-বিজেতা লর্ড ক্লাইব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ঐ কয় প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন। এই সময়ে সুদূর আলাহাবাদ পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে ইংরাজ-আধিপত্য প্রসারিত হইতেছিল। এ সময়ে হিন্দুস্থানের আভ্যন্তরীণ গতিবিধি ও দেশের অবস্থা লক্ষ্য রাখা ইংরাজ-রাজপুরুষগণের প্রয়োজন হইয়াছিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, দেওয়ান গোকুলচন্দ্র তৎকালে ইংরাজ সরকারের দক্ষিণ-হস্ত ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। বঙ্গ-বেহার-উৎকলাধিপ লাট সাহেব তাঁহার নিকট হইতেই দেশের ভিতরকার খবর লইতেন। সুতরাং সমস্ত হিন্দুস্থানে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মনের ভাব ও গতিবিধি পরিদর্শন করিবার জন্য দেওয়ানজী ঘোষাল মহাশয় আপনার জ্যেষ্ঠ সহোদরকে পাঠাইবেন তাহা কিছু অসম্ভব নহে। যেমন ইংরাজ গবমেণ্টের প্রথম আমলে বোগ্‌ল টার্ণার প্রভৃতির বৈদেশিক দৌত্যকার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রা তদপেক্ষাও একটা সমারোহ ব্যাপার বলিতে হইবে। ইংরাজরাজ-দূতগণ কএকজন নির্দ্দিষ্ট লোক লইয়া স্বকার্য্য উদ্ধারে ভোটাদি স্থানে যাত্রা করেন, কিন্তু ঘোষাল মহাশয়ের তীর্থযাত্রাকালে তেমন কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা

ছিল না, যিনি তাঁহার সহিত যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহাকেই সঙ্গে লইয়াছেন, ছোট-বড় বাচবিচার করেন নাই। তাই এই তীর্থ-মঙ্গল পাঠে মনে হয়—তাঁহার তীর্থযাত্রা যেন রাজারাজড়ার শোভা-যাত্রা। ঘোষাল মহাশয় কেবল আপনার স্বগ্রামবাসী বা নিজ আত্মীয়-স্বজন বা অনুচরবর্গকে লইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাঙ্গালার মধ্যে তাঁহার যেখানে নৌকা লাগিয়াছে, সেই সেই স্থান হইতেই যেন দুই এক জন লোক আসিয়া তাঁহার তীর্থযাত্রার অনুষঙ্গী হইয়াছিলেন। এই লোকসংগ্রহের দুইটী হেতু ছিল, প্রথমতঃ তাঁহাদের তীর্থকৃত্য দ্বারা তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহারও পুণ্যসঞ্চয় এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের নিকট হইতে সেই সেই স্থানের ভিতরকার অবস্থা সংগ্রহ। কেবল যে তিনি ঐরূপ লোকমুখে শুনিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাহা নহে। যে সকল প্রসিদ্ধ বা জনাকীর্ণ স্থানে তাঁহার নৌকা লাগিয়াছে, সেই স্থানে উঠিয়া বড় বড় লোকের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া ও তাঁহাদের সহিত মিশিয়া দেশের ও দশের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাঙ্গালা, বেহার ও কাশী প্রদেশের সমৃদ্ধিশালী জনপদসমূহে তাঁহার সময়ে যে সকল খ্যাত-নামা বড় বড় লোক ছিলেন, তাহারও সন্ধান পাইতেছি। নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লেখ করিতেছি—

যাত্রাকালে কলিকাতায় বনমালী সরকারের ঘাটে রঘুনাথ মিত্র ও রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর, হুগলীতে দেওয়ান রাজকিশোর রায়, রাজমহলের ফৌজদার, সূর্য্যগড়ায় শঙ্কর মজুমদার, বাড়ে রামানন্দ সরকার, পাটনার ভায়া বিষ্ণুসিংহ রায়, রাজা সেতাব রায় ও দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, টিকারীতে (দক্ষিণদেশবাসী) দেওয়ান মাধবরাম, প্রয়াগে দুলাল চাটুর্য্যা, কাশীর আড়পারে রামনগরে

কাশীর রাজা বলবন্তসিংহ এবং প্রত্যাগমনকালে গোটপাড়ায় কালুরায়ের সহিত তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয়।

মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্রের তৎকালে কিরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল, "রামনগর রাজদর্শন" প্রসঙ্গে তাহার প্রকৃত পরিচয় পাই। যখন ঘোষাল মহাশয় রামনগরের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া কাশীরাজের নিকট নিজ আগমন সংবাদ জানাইয়াছিলেন, তখন রাজ বলবন্ত সিংহ—

"অপটু কারণ রাজা আসিতে না পারে।
মহাশয়ে খবর দিলা আসিবার তরে॥ ৮০৬
এত শুনি মহাশয় সসজ্জ হইলা।
সেফাই খনক আদি পালকীতে উঠিলা॥ ৮০৭
সভাসদ চলিলেন বিপ্র চারিজন।
শীঘ্রগতি উতরিলা যথা বলবন॥ ৮০৮
প্রস্তর-নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর।
কতেক বৈঠকখানা অতি মনোহর॥ ৮০৯
অপূর্ব্ব আসনে রাজা রয়্যাছে বসিয়া।
মহাশয়ে স্তব রাজা করেন উঠিয়া॥ ৮১০
আইস আইস মহারাজা ধরম চরিত্র।
তোমার দর্শনে মোর শরীর পবিত্র॥ ৮১১
দিন শুভক্ষণ মোর সার্থক জীবনে।
ব্যাধি হৈতে মুক্ত মুক্তি হইনু এতদিনে॥ ৮১২
এইরূপে কত স্তুতি করেন রাজনে।
একত্র হইয়া সবে বসিলা আসনে॥ ৮১৩"

তখনও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র জীবিত ছিলেন। ঘোষাল মহাশয়ের নৌকা পলাশীতে উপস্থিত হইলে কবি লিখিয়াছেন—

"মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অধিকার।
ইহার সম পরগণা তাঁর নাহি আর॥"

তৎপরে অগ্রদ্বীপ দর্শন করিয়া কবি বলিয়াছেন—

"অগ্রদ্বীপে আসি নৌকা হৈল উপস্থিত॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের ঘর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর॥১০১৩
রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে হাত॥"১০১৪

পরে নবদ্বীপে আসিয়া তথনকার সমাজ লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"শতেরো শত ব্রাহ্মণ আছে নদ্যার ভিতরে।
আর কত কত লোক কে বলিতে পারে॥১০১৮
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ আর বৈদিক ব্রাহ্মণ।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য না জায় গণন॥১০১৯
সভাসদ ভট্টাচার্য্য যেন সূর্য্য-আভা।
যেখানে আছেন তাঁরা আলো করে সভা॥১০৩০
আশিজন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে বিশারদ।
রাজার সভায় তাঁরা থাকেন সর্ব্বদা॥১০৩১
পঞ্জিকা করিতে গণক আছেন বিদ্যানিধি।
অব্যর্থ গণনা তাঁর যথাশাস্ত্র-বিধি॥১০৩২ * *

* * * * * *

লোচন কবিরাজ আর শ্যাম কবিরাজ।
বড়ই উত্তম দুঁহে স্থিতি নদ্যা-মাঝ॥১০৩৩

সর্ব্বদা থাকেন তাঁরা রাজার নিকটে।
আর কত কত সৈন্য স্থিতি খড়্যার ঘাটে ॥১০৩৫
বিস্তর লোকের বাস নদীয়া-সমাজ।
রচিতে না পার‍্যা ক্ষমা দিলা কবিরাজ॥” ১০৩৬

ঘোষাল মহাশয় যখন যে তীর্থে গিয়াছেন—শাস্ত্রানুসারে সেই তীর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিয়াছেন এবং শাস্ত্রবিধি-অনুসারে তীর্থকৃত্য সমাধান করিয়া আসিয়াছেন, এই সকল কার্য্যে তিনি রাজরাজড়ার ন্যায় মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এই তীর্থ-মঙ্গল হইতে জানিতে পারি যে, তিনি কাশীধামে নিজ পিতা কন্দর্প ঘোষালের নামানুসারে “কন্দর্পেশ্বর” লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি সেই লিঙ্গ কাশীধামে ভূকৈলাসরাজের প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ বলিয়া পূজিত হইতেছেন। তিনি যে কেবল তীর্থ-দর্শন করিয়া নয়ন-মনের বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন তাহা নহে, তিনি খিদিরপুর হইতে যাত্রাকালে ও গৃহে ফিরিবার সময় গঙ্গার দুই ধারে যে সকল দ্রষ্টব্য স্থান ও দর্শনীয় বস্তু আছে সমস্তই দেখিয়া আসিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি ইতিহাস ও লোক-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি বিশেষ করিয়া দেখিবার অবসর করিয়া-ছিলেন। যেখানে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফকিরের বিশ্বাসঘাতকতায় বন্দী হন, যেখানে নবাব মীরকাশিমের দক্ষিণহস্ত গুর্‌গণ খাঁ ইংরাজ-বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ইত্যাদি তখনকার লোকপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি আমাদের কবি তাঁহার এই তীর্থ-মঙ্গলে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাহুল্যভয়ে অপরাপর পরিচয় দিতে ক্ষান্ত হইলাম। এই গ্রন্থ মধ্যে সেই সেই স্থান ও

পাত্র-পরিচয় প্রসঙ্গে পাদটীকায় তাহাদের কতক কতক পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই,—কেবল তীর্থের কথা নহে, ইহাতে সে সময়কার বাঙ্গালীর সমাজচিত্র, দেশের অবস্থা, লোকের মনের অবস্থা এবং ইংরাজাধিকারের সর্ব্বপ্রথম অবস্থার চিত্র সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য এই তীর্থ-মঙ্গল কেবল তীর্থযাত্রীর পক্ষে নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাসের একটী উপাদেয় অধ্যায় বলিয়া সর্ব্বজন-সমাদৃত হইবে।

তীর্থ-যাত্রা ও তীর্থমঙ্গল-রচনা-কাল

তীর্থমঙ্গলের উপসংহারে কবি বিজয়রাম লিখিয়াছেন—

"শুন শুন সর্ব্বজন যে আছো আসরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কাশীনাথের বরে॥
সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
বিশারদ কহে পুথি কৃষ্ণাচন্দ্রাদেশে॥
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণাচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥
শুন শুন মহাশয় বলিগো তোমারে।
মহাশয়ে আন্যা দিলাম বিদায় করো মোরে॥"

উদ্ধৃত সমাপ্তি-বাক্য হইতে জানা যাইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গৃহে প্রত্যাগমন উপলক্ষে সমারোহ হইয়াছিল এবং সেই সময় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের আদেশে ১১৭৭ বাঙ্গালা সনে তীর্থ-মঙ্গল ঘোষাল মহাশয়ের আসরে সর্ব্বজন সমক্ষে পঠিত বা গীত হয়।

যে আদর্শ পুথি অবলম্বন করিয়া তীর্থ-মঙ্গল প্রকাশিত হইল, সেই পুথিখানি এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সম্পত্তি। সেই পুথির শেষেও লিখিত আছে—

"ইতি ২১ মাঘ রোজ শনিবার-ত্রয়োদশ্যাং শকাব্দা ১৬১২ শ্রীবিজয়রাম বিশারদেন ইদং পুস্তকং লিখিতং"।

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক হইতে পাইতেছি, ১১৭৭ সনে ভাদ্র মাসে ঘোষাল মহাশয় গৃহে প্রত্যাগমন করেন, ঐ সময়ে তীর্থ-মঙ্গল রচিত হইলেও আমাদের আদর্শ পুথিখানি তাহারই ৪ মাস পরে গ্রন্থকার স্বহস্তে লিখিয়া যান।

১১৭৭ সন বা ১৬৯২ শক (=১৭৭০ খৃষ্টাব্দ) গ্রন্থরচনা বা ঘোষাল মহাশয়ের গৃহ-প্রত্যাগমন-কাল হইলেও ঘোষাল মহাশয় ঠিক কোন্ সময়ে তীর্থযাত্রা করেন, তাহা তীর্থ-মঙ্গলে স্পষ্ট উল্লিখিত নাই, তবে এই তীর্থ-মঙ্গলের কতকগুলি বচন হইতে আমরা স্থির করিতে পারি যে—মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ সময়ে প্রবাসে তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ঘোষাল মহাশয়ের গয়াশ্রাদ্ধ-প্রসঙ্গে কবিরাজ বিজয়রাম লিখিয়াছেন—

"দশদিনে জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা নামে তিথি।
গয়াশ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল শাস্ত্রবিধি॥"

(তীর্থ-মঙ্গল ৪১৬)

জ্যোতিষ-শাস্ত্রানুসারে পুরাতন পঞ্জিকা আলোচনা করিলে দেখা যায়—১৬৯১ শকে ১০ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় আমরা পাইতেছি যে ১৬৯১ শকের প্রথমেই (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) ঘোষাল মহাশয় তীর্থযাত্রায় বাহির হন। বাঙ্গালায় ইংরাজ-শাসনের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা যায়—

হারি বেরেলষ্ট ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২৭এ জানুয়ারী হইতে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৬এ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর পক্ষে বাঙ্গালার গবর্ণর (শাসনকর্ত্তা) ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কনিষ্ঠ সহোদর গোকুলচন্দ্র ঘোষাল তাঁহারই দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহারই দেওয়ানীর সময় মহাশয় কৃষ্ণচন্দ্র বাহির হইয়াছিলেন।

উপরোক্ত তিথি-বার ব্যতীত তীর্থ-মঙ্গল হইতেই তীর্থ-যাত্রার প্রকৃত কাল অবধারিত করিবার যথেষ্ট উপায় আছে—

১। "পাটনার সুভাদার রাজা সেতাব রায়।
ঘড়ি আদি সগাত কর্ত্তা পাঠাইলা তায়॥ ৩৫৩

২। "কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ ধনুর্দ্ধর।
আড়পার তাঁর বাটী শ্রীরামনগর॥ ৮০১
সংবাদ জানাতে কর্ত্তা পাঠাইলা তাঁরে।
শুনি বলবন্ত রাজা হরিষ অন্তরে॥ ৮০৫
অপটু কারণ রাজা আসিতে না পারে।
মহাশয়ে খবর দিলা আসিবার তরে॥ ৮০৬" ইত্যাদি।

কাশীপতি বলবন্ত সিংহ ১৭৭০খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন, এদিকে ১৭৭১খৃষ্টাব্দে সেতাব রায় বন্দী হন। তৎপূর্ব্বে সমস্ত বেহার প্রদেশে রাজা সেতাব রায়ের অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল, ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমাংশে যে "ছেয়াত্তরে মন্বন্তর" হয়, সে সময়ে সেতাব রায়ের দানশীলতা স্মরণীয় হইয়াছিল। এ অবস্থায় রাজা বলবন্ত সিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে এবং ছেয়াত্তরে মন্বন্তরের প্রবল প্রকোপ বিস্তৃত হইবার অগ্রেই তীর্থ-মঙ্গলের কবি বিজয়রাম মহাশয় কৃষ্ণ-

চন্দ্রের সহযাত্রী হইয়াছিলেন। এ অবস্থায় তীর্থমঙ্গল-বর্ণিত ঘটনা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দেই পড়িতেছে।

পুথির পরিচয়

কএক বর্ষ হইল—তীর্থ-মঙ্গলের আদর্শ পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সংগ্রহ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই পুথিখানি সাহিত্য-পরিষদেরই সম্পত্তি। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি আদর্শ পুথিখানি স্বয়ং গ্রন্থকারের লেখা। এ কারণ আদর্শ পুথিখানি যেভাবে লিখিত হইয়াছে, আমরা তাহারই অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। পুথির বিশেষত্ব এই—যেখানে যেখানে খাঁটি বাঙ্গালা বা দেশী শব্দের প্রয়োগ—তথায় সর্ব্বত্রই 'য' স্থানে 'জ' ব্যবহৃত হইয়াছে। পুথির মধ্যে মধ্যে অনেক স্থান কীটদষ্ট হওয়ায় সর্ব্বত্র পাঠোদ্ধার করা হয় নাই, যেখানে কীটদষ্ট বা অস্পষ্ট সেই স্থানে ফাঁক রাখা হইয়াছে।

ভ্রম-সংশোধন

মুদ্রাকর-দোষে কএক জায়গা ভুল ছাপা হইয়াছে,তাহার একটী শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল—

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	Verelost	Verelst
২৩	দিনেক	দিলেক
৩২	কানু রায়	কালু রায়
৩৪	তারন	তারণ
৩৭	গরিব	করিব
৩৮	রাণী ভবাণী	রাণী ভবানী
৩৯	তার	তরি
৬৯	অন্তসরাই	আটসরাই
১২৫	গঙ্গাষ্যামুন	গঙ্গাযামুন
১৮৪	মকুস্সুদাবাজ	মক্সুদাবাজ
১৯৭	কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী	কৃষ্ণা-একাদশী
১৯৮	১১৭০ সাল	১১৭৫ সাল
১৯৯	১১৭২ সাল	১১৭৭ সাল
,,	১১৭৩ সাল	১১৭৮ নাল
২১৮	"বর্ত্তমান ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কিছু দক্ষিণে নিমাই-তীর্থের ঘাটের চিহ্ন বিদ্যমান"	"পূর্ব্বপার নবাবগঞ্জ, তাহার অপর পার পাণ্ডার ঘাট, পরে ১ ক্রোশ বৈদ্যবাটী। এই স্থানে নিমাই-তীর্থের ঘাট, ইহার পার্শ্বে দীঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ।"

তীর্থ-মঙ্গল



সূচনা

বন্দো দেব নারায়ণ যাঁর স্থষ্টি ত্রিভুবন
ভকত বৎসল মহাশয়।
বন্দিলাম গণপতি যাঁর মাতা ভগবতী
সেই দেব হরের তনয়॥ ১
চতুর্মুখ প্রজাপতি তাঁহাকে করিয়া স্তুতি
যাঁহা হইতে সংসার স্থজন।
লক্ষ্মী সরস্বতী গৌরী তাঁহার চরণ ধরি
বন্দিলাম দেব ত্রিলোচন॥ ২
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ বন্দিলাম অনুক্ষণ
বন্দিলাম জত দেবগণ।
কাশীর প্রধান শিব তাঁহে পূজি ওরে জীব
দৃঢ় করি তাঁহার চরণ॥ ৩
গোকুলের চন্দ্র বন্দি গুণের নাহিক সন্ধি
লক্ষ নতি তাঁহার চরণে।

কি কহিব তাঁর কথা বড়ই উদ্যম দাতা
দীন দুঃখ করেন খণ্ডনে ॥ ৪
তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রণমামি নিরন্তর
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র[১] তাঁর নাম।
গদাধর গয়েশ্বরী সদা বাস গয়াপুরী
তাঁর পদে সর্ব্বদা প্রণাম ॥ ৫
তীর্থমঙ্গল গানে মনোযোগে যেই শুনে
তাঁহাকে সদয় হন শিব।

১। কনোজাগত পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্যতম বাৎস্যগোত্রজ সুধানিধির পুত্র ছান্দড়ের ১০ম পুরুষ অধস্তন শিরো ঘোষাল, ইনি বল্লালী কুলীন। এই শিরো ঘোষালের আবার ১০ম পুরুষ অধস্তন কংসারি ঘোষাল সর্ব্বানন্দী মেলভুক্ত এবং কংসারির পৌত্র যদুনাথ পাঠক স্বকৃতভঙ্গ হন। এখন যেখানে কলিকাতার গড়ের মাঠ ও কেল্লা, এই স্থান পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে খ্যাত ছিল। যদুনাথের ৭ম পুরুষ অধস্তন কংসারি ধনবান্ হইয়া এই গোবিন্দপুরে বাস করেন এবং পৈতৃক 'পাঠক' উপাধি ত্যাগ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ;—জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র, মধ্যম গোকুলচন্দ্র ও কনিষ্ঠ রামচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র বিষয়ী, বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গোকুলচন্দ্র গবর্ণর ভেরেলষ্ট (Verelost) সাহেবের দেওয়ান্ ও তখনকার বোর্ডের সেরেস্তাদার, এই উভয় উচ্চপদে থাকিয়া প্রভূত ধনসঞ্চয় ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনিই আলোচ্য তীর্থমঙ্গলে "দেওয়ানজী মহাশয়" ও "বাঙ্গালার কর্ত্তা" বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ

বেদের লিখন এই ভক্তিভাবে শুনে জেই
তার পুত্র হয় চিরজীব ॥ ৬

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের উৎসাহেই কবি বিজয়রাম এই তীর্থমঙ্গল রচনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রই স্বনামধন্য ভূকৈলাসের প্রথম মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর। মহারাজ জয়নারায়ণ তাঁহার স্বরচিত 'করুণানিধানবিলাস' নামক গ্রন্থে আপনার এইরূপ বংশ-পরিচয় দিয়াছেন,—

"অতঃপর মম জন্মকুল-বিবরণ
সংক্ষেপে লিখিতে তাহা করিয়া মনন ॥ ১
পুরাণ ঘটক গ্রন্থ করি অন্বেষণ।
লব্ধ যাহা ক্রমে তাহা করিল গণন ॥ ২
ব্রহ্মকুলোদ্ভব বাৎস্য মুনিবরাখ্যান।
ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ সদা বেদে শুদ্ধ জ্ঞান ॥ ৩
তপের প্রতাপে কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ।
গোত্রকারী তেঁহো ভবে দেখ বিদ্যমান ॥ ৪
তাঁর পূর্ব্ব বংশাবলী বিশেষ কঠিন।
কৃষ্ণভক্ত অগ্রগণ্য এই জানে দীন ॥ ৫
এই বংশে পয়োধিজ আছে নানা নিধি।
তার মধ্যে এক প্রিয় হন সুধানিধি ॥ ৬
গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ তেঁহো লোকেতে ঘোষয়।
কান্যকুব্জদেশে বাস আছিল নিশ্চয় ॥ ৭
বংশোদ্ভব তাঁর অতি শ্রেষ্ঠ সুছান্দড়।
আদিশূর রাজযজ্ঞে আইলেন রায় ॥ ৮

ধরি কৃষ্ণচন্দ্র পায় ভনে বিশারদ রায়
নোনাগঞ্জ ইছামতীর তটে।

আত্মপ্রয়োজন জন্য ক্রমে তাঁর সুত।
পর্য্যায়মত গণনীয় বুঝিবে পণ্ডিত॥ ৯
শ্রীধর সুরভি আর সাগর তমোপহ।
বিশ্বামিত্র জিতামিত্র শরণি জানহ॥ ১০
পিঙ্গলাখ্যা পরে শির বল্লাল-পূজিত।
বঙ্গেতে বসতি হেতু গ্রাম নামে খ্যাত॥ ১১
লক্ষ্মণ নামেতে পুত্র ছিল বল্লালের।
সেই সর্ব্বানন্দী মেল* দিলেন তাঁহার॥ ১২
ঘোষাল সংজ্ঞক উধ কোচ অভি পশ।
উদয় বাগেশ্বর বিশ্বনাথ যশ॥ ১৩
কংসারি শ্রীধর পরে যদুনাথ নাম।
পাঠক মর্য্যাদায় ত্যজে বল্লালীয় কাম॥ ১৪
গোপীকান্ত রামকৃষ্ণ রাজেন্দ্র পাঠক।
বাকসাড়া গ্রাম বাসে হইল দক্ষক॥ ১৫
তাঁর দুই সুত বিষ্ণুদেব কৃষ্ণদেব।
কনিষ্ঠের বংশ নাহি দিল দিবদেব॥ ১৬
বিষ্ণুদেব সুতদ্বয় রামদুলাল জ্যেষ্ঠ।
তাঁর পুত্র রামনিধি সর্ব্বমতে শ্রেষ্ঠ॥ ১৭
এক পুত্র তাঁর নাম রামলোচন ধীর।
বংশলোপ হইল তাঁর নিয়মে বিধির॥ ১৮

---

* এ উক্তি ঠিক নহে। লক্ষ্মণসেনের বহু পরে দেবীবরের যত্নে মেলের সৃষ্টি।

ভাজনঘাট২-গ্রামবাসী সঙ্গীত অভিলাষা
স্থান দেহ চরণ নিকটে ॥ ৭

বিষ্ণুর কনীয় সুত কন্দর্প ঘোষাল।
কৈশোরে কিশোর প্রেমে হইল রসাল ॥ ১৯
ঐ গুণে লালা অতি হইয়া সদয়া।
দেশাধিপ-রাজকার্য্যে তাঁরে নিয়োজিয়া ॥ ২০
গোবিন্দপুরেতে বাস দিলেন তাঁহার।
গড্যা-বেহালা খিদিরপুরে নিরন্তর ॥ ২১
তস্য তিন সুত কৃষ্ণচন্দ্র প্রথম
গোকুলচন্দ্র রামচন্দ্র অতীব উত্তম ॥ ২২
রামচন্দ্র কৈশোরেতে হইল নিধন।
গোকুলচন্দ্র দয়াময়রূপে গণ্য হন ॥ ২৩
তাঁর পাঁচ পুত্র নাম ক্রমে বলি শুন।
বৃন্দাবনচন্দ্র পরে রামনারায়ণ ॥ ২৪
হরিনারায়ণ লক্ষ্মীনারায়ণ চতুর্থ।
পঞ্চ গঙ্গানারায়ণ হয় হে যথার্থ ॥ ২৫
বিধ্যধীনে পাঁচ জনের বংশ হৈল হীন।
কৃষ্ণচন্দ্রের এক পুত্র আমি মাত্র দীন ॥ ২৬
নর বপু ধরি আমি যত কার্য্য করি।
নিজ বংশ হিত জন্য কহিব বিস্তারি ॥" ২৭

২। ভাজনঘাট—নদীয়া জেলাস্থ প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, ইছামতী নদীতীরে এবং ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেট্ রেলওয়ের শিবনিবাস ষ্টেসন হইতে ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহারই নিকট নোনাগ

খিদীরপুরেতে৩ ধাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নাম
তাঁরে সদয় হৈলা কাশীনাথ।
এক দিন নিশিশেষে বসিয়া ঘোষাল পাশে
সপনেতে কহিলেন বাত ॥ ৮
তুমি মোর ভক্তজন কর মোর প্রপূজন
তবে হবে সকল কল্যাণ।
সপনে কহিয়া বাণী অন্তর্ধ্যান শূলপাণি
মনে কৈলা করিব পয়ান ॥ ৯
গোকুলচন্দ্র সহোদরে ডাকিয়া আনিয়া তাঁরে
কহিলেন সপনের বাণী।

ভাজনঘাটে বহুকাল হইতে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যবংশের বাস। কবি বিজয়রাম বিশারদের কিছুকাল পরে এই ভাজনঘাটেই সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন।

৩। খিদিরপুর—২৪ পরগণার অন্তর্গত, কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গার উপর অবস্থিত একটী প্রসিদ্ধ স্থান। জেনেরল কিড (Kyd) বাঙ্গালার সুবেদারের নিকট এই স্থান প্রাপ্ত হন। এখানে তিনি বহু ওষধি ও ফল-ফুলযুক্ত একটী সুন্দর বাগান করিয়া বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে 'কিদের পুর' হইতে খিদিরপুর হইয়াছে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থান তিনি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। এই বাগানে রক্সবরা প্রভৃতি ভৈষজ্যতত্ত্ববিদ্‌গণ থাকিয়া ভৈষজ্য গাছগাছড়ার পরীক্ষা করিতেন। জেনেরল কিডের মৃত্যুর পর বাগানের প্রবেশ-দ্বারে তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

এত শুনি মহাশয় হইলা আনন্দময়
অনুমতি হইল তখনী ॥ ১০
বুঝিয়া কর্ত্তার মতি আনাইয়া বিপ্রজাতি
আনন্দেতে কহিলেন ভাষ।
শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ দিন কৈলা শুভক্ষণ
শুনি কর্ত্তার হইল উল্লাস ॥ ১১
জ্যেষ্ঠরে কহেন পুনঃ আমার বচন শুন
জাও তুমি বারাণসীপুর।
একে কাজে তিন কাজ করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর ॥ ১২
জত যাত্রী জায় সঙ্গে লয়্যা জাবা নানারঙ্গে
সভাকারে করি দিবা গয়া।
জত জায় তত নিবা পথের খরচ দিবা
সভারে করিতে হবে দয়া ॥ ১৩
দেওয়ানজীর বাক্য শুনি তথা করি জয়ধ্বনি
চলি গেলা আপন বাসায়।
সুহৃদ আনিয়া তথা কহেন মধুর কথা
তীর্থযাত্রা করহ ত্বরায় ॥ ১৪
নিজের সরকারে যত কাছে আনি কন কত
সবাকারে বলেন বচন।
হয়্যাছে কাশীর কথা রহিতে না পারি এথা
কর শীঘ্র নৌকার সাজন ॥ ১৫

আনিয়া গোকুল ঘোষ বলেন হইয়া তোষ
তুমি মোর চাকর প্রধান।
বিদেশে চলিয়া জাই সকল তোমার ঠাঞি
ইথে চিত্ত না করিবা আন ॥ ১৬
শ্রীগোপীথাঁকে আনি কহেন মধুর বাণী
শুন শুন অহে মন দিয়া।
দেশে হইতে জাই আমি সকল বিষয় তুমি
কর্ম্ম-কার্য্য করিবা বুঝিয়া ॥ ১৭
এত শুনি গোপীনাথ মুক্তারামে কহে বাত
সাজ শীঘ্র জত আছে তরী।
আজ্ঞামাত্র নৌকা সাজে ভনে পুথি কবিরাজে
উচ্চস্বরে সবে বল হরি ॥ ১৮



যাত্রার সজ্জা ও অনুষঙ্গীর পরিচয়

পাঁচালী

অহে শিবের দয়া হৈল হে—
অহে দেব অবশ্য ০ ॥ ধুয়া ॥
সাজ সাজ সাজ নৌকা পড়্যা গেল ধ্বনি।
সর্ব্বত্র রটিয়া গেল কাশী জাবার বাণী ॥ ১৯
বজরা[৪] ময়ূরপঙ্খী[৫] তোষাখান[৬] আর।
একবিংশতি নৌকা সাজে আর পলোআর[৭] ॥ ২০

৪। বজরা—বৃহদাকার নৌকা। ইহার মধ্যস্থলে ঘর থাকে।

৫। ময়ূরপঙ্খী—বড় নৌকা, ইহার সূচ্যগ্র সম্মুখভাগে ময়ূরের ন্যায় মুখ অঙ্কিত থাকে।

৬। মূলে তোষাখান—সম্ভবতঃ কোষাখান হইবে। মুসলমান আমলে এই কোষা নৌকাই নৌযুদ্ধে বেশী ব্যবহৃত হইত। অথবা যে নৌকায় ঘোষাল মহাশয়ের তোষাখানা বা পরিচ্ছদাগার ছিল, সেই নৌকাও হইতে পারে।

৭। পলোআর—পাল দেওয়া সরু নৌকা, যে নৌকা অল্প জলে চালান যাইতে পারে। মুসলমান ইতিহাসে এই নৌকা 'পালওয়ারা' নামে পরিচিত। Fathiyyah-i-ibriyyah, translated by Blochmann in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1872, Part I, p. 66.

জত জত নৌকা সাজে প্রধান বজরা।
ভালো ভালো নৌকা সাজে কেহ নহে জরা ॥ ২১
বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়্যা ইষ্টদেব স্মরি।
মহাসজ্জা করি ঘোষাল চড়িলেন তরি ॥ ২২
বজরাতে মহাশয় চড়িলা আপনে।
কোতোল[৮] চলিল নৌকা পালকী একখানে ॥ ২৩
কালীঘাটের অধিকারী সাতু হালদার।
সগোষ্ঠী সমেত নৌকায় হইলা সোয়ার ॥ ২৪
হরিপাল[৯]বাটী সর্ব্বেশ্বর নামে জন।
চৌধুরী খেতাব তাঁর সুজন ব্রাহ্মণ ॥ ২৫

৮। কোতোল (হিন্দী) আরোহিবিহীন যান।

৯। হরিপাল—হুগলী জেলাস্থ একটী অতি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে এখন তারকেশ্বর রেলপথের ষ্টেসন হইয়াছে। দিগ্বিজয়-প্রকাশে লিখিত আছে,—

"সতীদেব্যা বরেণৈব ভীমভুজবলপুত্রকঃ ॥ ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালোঽহিপালকৌ ॥ ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুর পশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপীসমন্বিতঃ ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠীষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাঙ্গাপি সংজ্ঞকেষু চ ॥" ৬৮০

অনুরাগ করি কর্ত্তা লইলা বজরাতে।
মনের আনন্দে তিনি চলিলা সঙ্গেতে ॥ ২৬
ময়ূরপঙ্ক্ষীতে মুন্সী দ্বিজ বিশ্বনাথ।
কাজের মালীক হন সদা থাকেন সাথ ॥ ২৭
পার্সিতে বাঙ্গলাতে তিনী বড় গুণবান।
যারে দেন সেই খায় তীর্থের দেওয়ান ॥ ২৮
খোট্টার সঙ্গেতে যখন বাতচিত্ হয়।
জবাব সবার করেন মুন্সী মহাশয় ॥ ২৯
খড়দ'র মুকুটী হন দেখিতে সুন্দরে।
জবাবেতে সক্ত জানী লইলা তাহারে ॥ ৩০
শিশুরাম মজুমদার সঙ্গেতে মুহুরী।
অকপট হন তিনী নাহিক চাতুরী ॥ ৩১
দ্বারী হয়্যা থাকিলেক রামকান্তরায়।
জমাদার সভাকার অনুরাগ কয় ॥৩২

সতীদেবীর বরে মহাবলবান্ দেশপালক কুলপাল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র—হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজ নামে হট্ট-বাপীযুক্ত একটী মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তন্তুবায়-গোষ্ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মমঙ্গলসমূহে এই হরিপালের প্রভাবের পরিচয় আছে। ইনি একজন দেবীভক্ত ছিলেন, ইঁহার কন্যা কানড়ার সহিত ধর্ম্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের বিবাহ হয়।

বিষয় বুঝিয়া কর্ত্তা রাখিলা সঙ্গেতে।
তুষ্ট হয়্যা কান্তরায় থাকে বাম ভিতে ॥ ৩৩
রামদুলাল ধনীরাম প্রধান ভাণ্ডারী।
বলরাম থাকিলেক হয়্যা ছত্রধারী ॥ ৩৪
নয়ান চলিল সঙ্গে বড় বলবন্ত।
সকল ভাড়ারী হৈতে বড়ই দুরন্ত ॥ ৩৫
পলোয়ারে চড়িলেক কুঞ্জ সরকার।
বরকন্দাজ[১০] সেফায়ি[১১] কর্ত্তা বক্‌সী[১২] নাম তার ॥ ৩৬
অন্নত্যাগী হরিহর নামে ব্রহ্মচারী।
চড়িলেন তরি পর লয়্যা বেরাদারী[১৩] ॥ ৩৭
রামমোহন ব্রহ্মচারী অপূর্ব্ব চরিত।
মহাভয়ে সাবধানে রৈলা এক ভিত ॥ ৩৮
ন্যায়ালঙ্কার সার্ব্বভৌম বড়ই পণ্ডিত।
সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হন অপূর্ব্ব চরিত ॥ ৩৯

১০। বরকন্দাজ—(উর্দ্দু) আসাসোটা লইয়া যে পাইক অগ্রে যায়।

১১। সেফায়ি—(উর্দ্দু) সিপাহী; পদাতিক সৈন্য (Sepoy)।

১২। বক্‌সী—(উর্দ্দু) রাজারাজড়া বা সম্ভ্রান্ত ধনী লোকের নিজের হিসাবরক্ষক, যিনি প্রভুর হুকুমমত খরচ করেন।

১৩। বেরাদারী—(উর্দ্দু বেরাদার) বন্ধু।

শিবশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ শান্তিপুরধাম।
সকল কার্য্যের কর্ত্তা মুখে দুর্গানাম ॥ ৪০
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র [১৪] তাঁহার জ্ঞেয়াতি।
কালীচন্দ্র রায় চলে সদা হৃষ্টমতি ॥ ৪১
কান্ত চৌধুরী চলে কুটুম্ব কর্ত্তার।
চড়িলেন তরি' পর হইয়া সোয়ার ॥ ৪২
চলিলা লছমন খাঁ কুটুম্ব অনেক।
চলিলা কর্ত্তার মাসী সঙ্গেতে কতেক ॥ ৪৩
তোষাখানায়[১৫] চলিলেক রামসিংহ রায়।
চিটী না পাইয়া সিধা ততক্ষণে দেয় ॥ ৪৪
ডেরা[১৬] তাঁবু কানাত[১৭] চলে নৌকাতে পুরিয়া।
বহুমূল্য দ্রব্যজাত লইলা তুলিয়া ॥ ৪৫

১৪। কবির সমসাময়িক নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

১৫। তোষাখানা—(উর্দ্দু) বড়লোকের বেশবিন্যাসগৃহ, যেখানে বড়লোকের পরিধেয়-বস্ত্রাদি থাকে।

১৬। ডেরা—(উর্দ্দু) দূরদেশে যাত্রাকালে বড় লোকের ব্যবহার্য্য অস্থায়ী কাপড়ের ঘর।

১৭। কানাত—(উর্দ্দু) বাহিরের লোক পুরমহিলাগণকে দেখিতে না পায়, সেই উদ্দেশ্য পথে-ঘাটে দুই পার্শ্বে যে কাপড় বা পরদা ব্যবহার করা হয়।

নানাবর্ণে বস্ত্র জায় তোষাখানাপুরী।
তেলেঙ্গা[১৮] চলিল নৌকায় হইয়া সোয়ারী[১৯] ॥ ৪৬
হরকরা[২০] কতো চলে আর ছত্তিস জাতি।
খোরাকী পাইবে যাত্রী হৈল অনুমতি ॥ ৪৭
মুখর্য্যা চাটুয্যা চলে বাঁড়রী[২১] কুলীন।
শ্রোত্রিয় চলিল কত হয়্যা তঙ্কাহীন ॥ ৪৮
রূপরাম রায় আর প্রসাদ ঘোষাল।
বিনোদ চক্রবর্ত্তী চলে করি ঠাকুরাল ॥ ৪৯

১৮। তেলেঙ্গা—তৈলঙ্গের অধিবাসী। তৎকালে এদেশীয় রাজন্যবর্গ ও বড় বড় জমিদারগণ স্ব স্ব গৃহ ও শরীররক্ষকস্বরূপ তেলেঙ্গা সৈন্য এবং পাল্‌কী বহিবার জন্য তেলেঙ্গা বেহারা রাখিতেন।

১৯। সোয়ারী—হিন্দীতে সোয়ারী অর্থে যান এবং 'সোয়ার' অর্থে যানারোহী, কিন্তু আলোচ্যগ্রন্থে সোয়ারী ও সোয়ার, যানারোহী ও যান উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২০। হরকরা—(উর্দ্দু) পত্রবাহক (Postman)।

২১। বাঁড়রী—রাঢ়ীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য-গোত্রের একটী গাঞি। সাধুকথায় বন্দ্য। কবি 'বাঁড়রী'কে কুলীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কবির সময়ে এবং এখনও পর্য্যন্ত যাঁহার বহুকাল কুল গিয়াছে, তিনিই 'বাঁড়রী' এবং যাঁহার কুল আছে বা অল্পদিন কুল গিয়াছে, তিনি 'বন্দ্য' বা 'বন্দ্যোপাধ্যায়' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত চলে আর কত জন।
মসালচী[২২] চলিল সঙ্গে নাই নারায়ণ ॥ ৫০
চলিল বৈষ্ণবী দুই শ্যামপ্রিয়া নাম।
সর্ব্বিদা গায়ন করে মুখে কৃষ্ণনাম ॥ ৫১
আর আর যাত্রীগণ দেবে অনুরতা।
শ্যামপ্রিয়া বৈষ্ণবীর সদা কেলী-কথা ॥ ৫২
সর্ব্বদা থাকেন তিনী অতি রতিরসে।
বৈরাগী বৈষ্ণব লয়্যা সদা হাসে ভাসে ॥ ৫৩
বাহাদুরসিংহ ভাতুসিংহ আর সিংহরাম।
বরকন্দাজ কত চলে নাহি জানি নাম ॥ ৫৪
গোপালসিংহ চলে সঙ্গে দেউড়ীর[২৩] সরদার।
ক্ষৌরকর্ম্মে বলরাম সঙ্গেতে কর্ত্তার ॥ ৫৫
রামকিশোর বন্দ্যোপাধ্যা কর্ম্মেতে প্রবীণ।
উত্তম বংশেতে জন্ম বড়ই কুলীন ॥ ৫৬
তথাকারে আসি বন্দ্য হৈলা উপস্থিত।
একত্র হইলা আসি কর্ত্তার সহিত ॥ ৫৭
ছুঁচা কুঁজা টেঙ্গুর ভেঙ্গুর খোড়া কুড়্যা চলে।
আর না আসিব দেশে ডাক দিয়া বলে ॥ ৫৮
বাণেশ্বরে লৈল কর্ত্তা অনুরাগ করি।
বড়ই গরিব হয় পোষাকী ভাণ্ডারী ॥৫৯

২২। মসালচী—(উর্দ্দু) মসাল বা আলোকধারী।
২৩। দেউড়ী—(হিন্দী) রাজদ্বার (Gate)।

ভণ্ড-তপস্বী কত চলিল জাপক।
কত মূর্ত্তি হয়্যা চলে কতেক ভাবক ॥ ৬০
একত্র হইল যাত্রী গঙ্গাদ্বারে আসি।
কাশীনাথ জপ করে অহোরাত্র বসি ॥ ৬১
কালীঘাটের কালী পূজা প্রণাম করিয়া।
গঙ্গাদ্বারে[২৪] উপস্থিত হইলা আসিয়া ॥ ৬২
হেনকালে দেওয়ানজিউ আইলা সত্বর।
পশ্চাতে আইলা বাবু[২৫] বুদ্ধের সাগর ॥ ৬৩
সেই স্থানে মন্ত্রী লয়্যা তিন মহাশয়।
যথোচিত পরামর্শ করিলা তথায় ॥ ৬৪
ত্রয়স্থলীর[২৬] খরচপত্র পথখরচ আর।
বুঝিয়া দিলেন দেওয়ান বুদ্ধের অপার ॥ ৬৫

২৪। গঙ্গাদ্বার—পুরাণে হরিদ্বারই গঙ্গাদ্বার নামে পরিচিত। স্কন্দপুরাণীয় কেদারখণ্ডে 'গঙ্গাদ্বার-মাহাত্ম্য' বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভূকৈলাসে ঘোষাল-মহাশয়ের বাটীর নিম্নে যেখানে পতিত-পাবনীর খাল ঘুরিয়া আসিয়া আদিগঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, কবি সেই স্থানকেই 'গঙ্গাদ্বার' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২৫। বাবু—এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয়পুত্র (পরে মহারাজ) জয়নারায়ণ ঘোষাল। তখন তিনি যুবাপুরুষ।

২৬। ত্রয়স্থলী—ত্রিস্থলী; কাশী, গয়া ও প্রয়াগ এই তিন প্রধান তীর্থস্থান। নারায়ণভট্ট খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে কাশী, গয়া ও প্রয়াগ এই তিন স্থানের তীর্থ-বিবরণ, তীর্থ-মাহাত্ম্য ও তীর্থ-কৃত্য

আর আর খরচপত্র দিলেন বরাতে।
স্থানে স্থানে হইতে খরচ লবা এই মতে ॥ ৬৬
দেওয়ানজির গুণকথা কি কহিব বাণী।
গরিব সদয় বড় সর্ব্বত্র বাখানী ॥ ৬৭
ভগবতীর কৃপা তাঁরে সর্ব্বলোকে বলে।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি রাখিলা ভূতলে ॥ ৬৮
অল্প বয়সে বাবু কত বুদ্ধি ধরে।
পথে সাবধান হবা বলেন পিতারে ॥ ৬৯
পথেতে লোকের পর না করিবা জোর।
পর্ব্বতের উপর আছে পাহাড়িয়া চোর ॥ ৭০
সাবধান সদা হবেন করি নিবেদন।
সে দেশের লোকে প্রত্যয় না হয় কখন ॥ ৭১
বাবুজীর কথা শুন্যা মহাশয় বলে।
মনঃকথা না ভাবিবা হইবে মঙ্গলে ॥ ৭২
এইরূপে তিন জনে কথোপকথনে।
বিদায় হৈলা বড়-ঘোষাল দেওয়ানজীর স্থানে ॥ ৭৩

বা তীর্থ-কার্য্যানুষ্ঠান-পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার এই গ্রন্থ "ত্রিস্থলী-সেতু" নামে প্রসিদ্ধ।

যাত্রারম্ভ

পার হৈয়া শীঘ্রগতি গেলা শিবপুর[২৭] ।
শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া যথায় ঠাকুর ॥ ৭৪
গলবস্ত্র হয়্যা ইষ্টদেবে প্রণমিলা ।
যথোচিত নিবেদিয়া বিদায় হইলা ॥ ৭৫
আশীর্ব্বাদ করি দেব করিলা বিদায় ।
বাশাবাটীর ঘাটে নৌকা উপস্থিত হয় ॥ ৭৬
তথা হৈতে বাটী গেলা কর্ত্তা মহাশয় ।
বড় বড় লোক আসী মিলিল তথায় ॥ ৭৭
গোকুল মজুমদার আইলা দেওয়ানের দেওয়ান ।
কর্ম্মেতে মজবুত বড় সদা সাবধান ॥ ৭৮
কারকুন[২৮] আইলেন বস্থু আত্মারাম ।
বড় বড় লোক আইলা সর্ব্ব গুণধাম ॥ ৭৯
প্রতাপনারায়ণ মুন্সি আদি জত ছিলা ।
সবাকার স্থানে কর্ত্তা বিদায় হইলা ॥ ৮০

২৭। শিবপুর—বর্ত্তমান হাওড়ার উপকণ্ঠ। এখানে বহু দিন হইতে ব্রাহ্মণের বাস। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে রচিত 'দ্বিগ্বিজয়-প্রকাশে' লিখিত আছে—শিবপুর হইতে বালী পর্য্যন্ত প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের বাস।

"শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ।" (৬৮৯)

২৮। কারকুন্—(পারসী) কর্ম্মচারী।

তথা হৈতে দেওয়ানজি করিলা বিদায়।
চাঁদপালের ঘাট[২৯] আসি চড়িলেন নায় ॥ ৮১
বনমালী সরকারের ঘাটে[৩০] সে দিন চাপান।
রঘুনাথ মিত্রের[৩১] বাটী করিলা পয়ান ॥ ৮২

২৯। চাঁদপালের ঘাট—বর্ত্তমান বেঙ্গল-বেঙ্ক ছাড়াইয়া হাই-কোর্টের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথীর প্রসিদ্ধ ঘাট।

৩০। বনমালী সরকার—ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বনমালী সরকার কলিকাতার সহর কোতোয়াল ছিলেন। সেকালে কলিকাতার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে তাঁহারই অট্টালিকা সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল। "গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি। বনমালী সরকারের বাড়ী ॥" এই প্রবাদ এখনও প্রচলিত আছে। কুমারটুলীতে এই বনমালী সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'শ্যামসুন্দর' ও শিবঠাকুরের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বহির্ভাগ তেমন মনোরম নহে বটে, কিন্তু মন্দির-গাত্রে ইষ্টক কাটিয়া যে সকল নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে, তাহাতে কারুকার্য্যের সুন্দর পরিচয় আছে। মন্দিরের অভ্যন্তর বহু সুন্দর মূর্ত্তিতে সুশোভিত। এই মন্দিরটী গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের নিকট বিশেষ প্রথিত। পূর্ব্বে এখানে মহোৎসব হইত এবং তদুপলক্ষে বহু স্থান হইতে বৈষ্ণব-সমাগম হইত। বনমালী সরকারের বংশলোপের সহিত ও তাঁহার দৌহিত্রবংশের মনোযোগের অভাবে ইহার আর পূর্ব্বেকার মত জাঁকজমক নাই। নবদ্বীপের পঞ্জিকায় এই শ্যামসুন্দর-মন্দিরের উৎসবই 'গৌর-গোপীনাথকুণ্ডের মহোৎসব' নামে অভিহিত।

৩১। রঘুনাথ মিত্র—কলিকাতার কুমারটুলীর মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথম

তার সঙ্গে সাক্ষাত্ করিয়া মহাশয়।
রাজা নবকৃষ্ণের[৩২] কাছে উপস্থিত হয়॥ ৮৩
তাঁহার সঙ্গেতে হৈল আলাপ কথন।
সাক্ষাত্ করিতে আইলা যত মহাজন॥ ৮৪
জত জত লোকের সনে হইল জুকতি।
একে একে রচিলে বাড়িয়া জায় পুথি॥ ৮৫
সভাকার সঙ্গে কর্ত্তা আলাপন করি।
বাগবাজারের ঘাটে শীঘ্র উত্তরিল তরি॥ ৮৬
সেই দিন সেই স্থানে মোকাম[৩৩] করিয়া।
প্রভাতে বাহয়ে নৌকা জয় জয় দিয়া॥ ৮৬

ভাগে গোবিন্দরাম মিত্র প্রথমে গোবিন্দপুরে আসিয়া, জব-চার্ণকের প্রধান সহকারী হইয়া বহু অর্থসঞ্চয় করিয়া কুমারটুলিতে আসিয়া বৃহৎ প্রাসাদ ও নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। পলাসীর যুদ্ধের অত্যল্প পরে ইনি ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'নাএব ফৌজদার' নিযুক্ত হন। হলওয়েল সাহেব তাঁহার গ্রন্থে ইঁহাকে 'Black Deputy', 'Naib Zamindar' বা 'Mayor of Calcutta' নামে পরিচিত করিয়াছেন। প্রায় ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দরামের মৃত্যু হয় ও রঘুনাথ তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। প্রায় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইনি কবির সমসাময়িক।

৩২। রাজা নবকৃষ্ণ—কলিকাতা শোভাবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৩৩। মোকাম—(পারসী মুকাম) বিশ্রাম-স্থান।

জখন থাকেন কর্ত্তা ময়ুরপঙ্ক্ষীতে।
চামর ঢুলায় কেহ থাকি এক ভীতে ॥ ৮৭
মহাশয়ের অন্তরঙ্গ জেখানে জে ছিলা।
কাশী জাবার শব্দ শুনি আসিয়া মিলিলা ॥ ৮৮
জয়ধ্বনি করি কর্ত্তা করিলা গমন।
শ্রীমন্ত চলিলা জেন সিংহল পাটন ॥ ৮৯
চিতপুর[৩৪] বরানগর[৩৫] ডাহিন ভাগে করি।
বালীর ঘাটে[৩৬] শীঘ্রগতি উত্তরিল তরি ॥ ৯০
সেই দিন সেই স্থানে করিয়া মোকাম।
প্রভাতে বাহয়ে নৌকা বলি রাম রাম ॥ ৯১

৩৪। চিতপুর—কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত। এই স্থান প্রাচীন কুলগ্রন্থে 'চিত্রপুর' নামে পরিচিত। চিত্রেশ্বরী দেবীর মন্দিরের জন্য এই স্থান বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ।

৩৫। বরানগর—বরাহনগর নামে প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত ও মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী-নাম্নী ভাগবতানুবাদ-রচয়িতা ভাগবতাচার্য্যের পাটের জন্য এই স্থান বৈষ্ণবসমাজে বিখ্যাত। এখানে ওলন্দাজেরা আসিয়া প্রথম কুঠী করেন।

৩৬। বালী—বরাহনগর হইতে ভাগীরথীর অপর পারে কিঞ্চিদুত্তরে বালী। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের একটী প্রাচীন সমাজ-স্থান।

শুকচরে[৩৭] মহাশয় স্নান পূজা করি।
ভোজন করিয়া আসী চড়িলেন তরি ॥ ৯২
সেই স্থানে হরেকৃষ্ণ বৈদ্য একজনে।
বেতড় বিনাকসেন[৩৮] কুলের প্রধানে ॥ ৯৩
মিলিয়া কর্ত্তার সঙ্গে উঠিলা নৌকাতে।
ভাণ্ডারী হইয়া লক্ষ্মণ চলিলা সঙ্গেতে ॥ ৯৪
ফরাসডাঙ্গা[৩৯] আসিয়া হইলা উপস্থিত।
সে রাত্রি থাকিয়া তথা চলিলা ত্বরিত ॥ ৯৫
চলাচল আইল নৌকা হুগলী[৪০] সহরে।
সে রাত্রি বঞ্চিলা কর্ত্তা নৌকার ভিতরে ॥ ৯৬

৩৭। শুকচর—কলিকাতা হইতে প্রায় ৮ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পূর্ব্বকুলে অবস্থিত, এই স্থানও অতি প্রাচীন। সম্প্রতি এখানকার ভূগর্ভ হইতে ৭।৮ শত বর্ষের প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে।

৩৮। বেতড় বিনাকসেন—রাঢ়ীয় বৈদ্য-সমাজের এক প্রধান কুলীনবংশ। রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থে 'বেতড় বিনায়কসেন' নামে পরিচিত। ৺ভরতমল্লিকের 'চন্দ্রপ্রভা' নাম্নী বৈদ্যকুল-পঞ্জিকায় এই বংশের পরিচয় লিখিত আছে।

৩৯। ফরাসডাঙ্গা—ইহার প্রকৃত নাম চন্দননগর। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগর অধিকার করেন, তৎপরে এই স্থান ফরাসডাঙ্গা (ফরাসী-ডাঙ্গা) নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহা এখনও ফরাসী অধিকারভুক্ত।

৪০। হুগলী—ফরাসডাঙ্গার উত্তরপার্শ্বে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ার

হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর রায়[৪১]।
বজরাতে আসিয়া তাঁহে প্রণমিল পায়॥ ৯৭
বৈদ্যের প্রধান তিনী বড় কুলবান।
এ দেশে নাহিক লোক তাঁহার সমান॥ ৯৮
ক্ষণেক কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ কথনে।
নৌকা হৈতে উঠি গেলা সহর ভুবনে॥ ৯৯
স্নান পূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
রায়ে আশীর্ব্বাদ করি পুন আইলা নায়॥ ১০০
আড়পার কুমারহট্ট[৪২] আর কাঁচড়াপাড়া।
বলাগড়ি আসিয়া দামায়[৪৩] দিল সাড়া॥ ১০১
সেই দিন বলাগড়ি মোকাম করিয়া।
সোমড়া বামেতে রাখি দিনেক বাহিয়া॥ ১০২

পার্শ্বে হুগলী। সপ্তগ্রাম-ধ্বংসের পর এই হুগলীই দক্ষিণ-বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত হয়।

৪১। এই রাজকিশোর রায় অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। সম্ভবতঃ ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই সাধক কবি রামপ্রসাদ সেন তাঁহার কালীকীর্ত্তনের এক স্থলে লিখিয়াছেন—

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

৪২। কুমারহট্ট—বর্ত্তমান হালিসহর। রাঢ়ীয় শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণের একটী প্রাচীন সমাজস্থান। এখানে সাধককবি রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন।

৪৩। দামা—দামামা।

পাত্থাগ্রাম বামে রাখি করিলা গমন।
গুপ্তিপাড়ায়[৪৪] আসী নৌকা দিল দরসন ॥ ১০৩
তথা হৈতে শীঘ্র তরি বাহিল ত্বরিত।
গোকুলগঞ্জেতে নৌকা আইলা আচম্বিত ॥ ১০৪
গোকুল ঘোষালের কৃত গোকুলগঞ্জ[৪৫] নাম।
তীরেতে উঠিয়া সবে বলে রাম রাম ॥ ১০৫
দশমহাবিদ্যা আর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা।
রামশঙ্কর রায় কৈলা অপূর্ব্ব নির্ম্মিতা ॥ ১০৬
বৃন্দাবনচন্দ্র আছেন দেবের নির্ম্মাণ।
তথাকারে মহাশয় করিলা প্রস্থান ॥ ১০৭
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বদেবে প্রণাম করিয়া।
পূজার খরচ দিয়া আইলা চলিয়া ॥ ১০৮

৪৪। গুপ্তিপাড়া—হুগলী জেলায় গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। রাঢ়ীয় বৈদ্যকুলগ্রন্থে এই স্থান গুপ্তপাড়া বা গুপ্তপল্লী নামে পরিচিত ও ৫।৬ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের একটী সমাজস্থান বলিয়া গণ্য ছিল। পূর্ব্বে এখানে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাস এবং সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য বিস্তর টোল ছিল। কবি তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এখন গুপ্তিপাড়ার সে পূর্ব্বসমৃদ্ধি নাই।

৪৫। গোকুলগঞ্জ—এখন সেই সমৃদ্ধিশালী গোকুলগঞ্জ নাই। গুপ্তিপাড়ার পার্শ্বে সাতগাছিয়া ও অপর পারে সূত্রগড়ের নীচে 'গোকুলগঞ্জের' ঘাট এখনও গোকুলচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

তথা হৈতে রঘুনাথে প্রণমিয়া ত্বরা।
মহাশয় শীঘ্রগতি আইলা বজরা ॥১০৯
গোকুলগঞ্জতে আছেন মুক্তকেশী মাতা।
তাঁহে পূজা কৈলা দিয়া পুষ্প বিল্বপাতা ॥১১০
ষোড়শোপচারে পূজা হইল তাঁহার।
অপূর্ব্ব স্থানেতে দেবী দক্ষিণে বাজার ॥ ১১১
গুপ্তিপাড়ার ব্রাহ্মণের কি কহিব নীত।
মহাতেজ ধরে তারা বিচারে পণ্ডিত ॥১১২
মহাশয়ের আগমন সকলে শুনিয়া।
আশীর্ব্বাদ করিলেন বেদ উচ্চারিয়া॥১১৩
মহা আনন্দিত হয়্যা ঘোষাল-তনয়।
কিছু কিছু দিয়া বিপ্রে করিলা বিদায় ॥১১৪
নিজ কার্য্যে মহাশয় তথাকারে থাকি।
কি হইল না হইল করেন উষুল বাকী ॥১১৫
চাল ডালি তৈল লবণ ঘৃত কাষ্ঠ পাত।
বস্ত্র আদি ছোলা তেঁতুল লইলেন সাত ॥১১৬
দুলাল মাজী একজন ছিল সেই স্থানে।
নগদ ভাড়া দিয়া লৈলা তার নৌকা খানে ॥১১৭
চল্লিশ টাকা ভাড়া হৈল সেই নৌকাখানী।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বজন আইলা তরণী ॥১১৮
শোভাকর ভট্টাচার্য্য রামকুমার নাম।
তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরধাম॥১১৯

কৃষ্ণচন্দ্র রামকান্ত আর রামজয়।
ফুল্লার মুকুটী তাঁরা কুলবন্ত হয় ॥১২০
পূর্ব্বদেশী চক্রবর্ত্তী নাম দয়ারাম।
চড়ন্দার থাকিলেক চাসাধোবা রাম ॥১২১
গোকুল-চট্ট সাগরবাবু এই সাত জন।
নৌকার উপর গিয়া কৈলা আরোহণ ॥১২২
পঞ্চদিন তথাকারে থাকি মহাশয়।
দামামা বাজায়্যা বাহে জত নৌকাচয় ॥১২৩
বামভাগে থাকিলেক অম্বিকাসহর[৪৬]।
হরিনদী[৪৭] ডাহিনে রাখি চলিল সত্বর ॥১২৪

৪৬। অম্বিকাসহর—বর্দ্ধমান জেলাস্থ প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে এই অম্বিকা ও পার্শ্ববর্ত্তী কাল্‌নায় বহু লোকের বাস ছিল। পাশাপাশি দুইটী স্থান অম্বিকা-কাল্‌না নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান "আমুয়া" নামে খ্যাত ছিল।

৪৭। হরিনদী—এই গ্রাম নদীয়া জেলায় শান্তিপুর হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এক সময়ে ইহা অতি সমৃদ্ধিসম্পন্ন স্থান ছিল। এক্ষণে প্রাচীন হরিনদীর সমস্ত গঙ্গাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে, কেবল উহার 'ভাতশালা' নামক পল্লী প্রাচীন হরিনদীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। এখন এই স্থান আর গঙ্গাতীরে নাই, চড়া পড়ায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছে। এক সময়ে এই স্থানে বহু রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যের বাস ছিল।

কাল্‌না[৪৮] আসিয়া সবে স্নান পূজা করি।
ভোজন করিয়া কর্ত্তা চড়িলেন তরি ॥১২৫
ছয় দণ্ড বেলা জখন আছয়ে গগনে।
নবদ্বীপ আসি নৌকা দিল দরশনে ॥১২৬
চলাচল চলে নৌকা নছা বাম ভিতে।
তেমুয়ণী[৪৯] দিয়া নৌকা পড়িল খড়্যাতে[৫০] ॥১২৭

৪৮। কাল্‌না—একটী বাণিজ্য-প্রধান প্রসিদ্ধ সহর ও বর্দ্ধমান জেলার একটী মহকুমা। পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল, ম্যালেরিয়ার তাড়নায় বহু লোক কমিয়া গিয়াছে, তথাপি এখনও এখানে প্রায় দশ হাজার লোকের বাস। মুসলমানদিগের সময়ে এখানে একটী দুর্গ ছিল। ভাগীরথীতীরে এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে বর্দ্ধমান-রাজের গঙ্গাবাস-ভবন আছে। সেই রাজবাটীতে ১০৮টী শিবমন্দির ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির, অতিথিশালা ও সমাধিস্থান আছে। সমাধিস্থানে পূর্ব্বতন বর্দ্ধমান-রাজগণের অস্থিপঞ্জর রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই সহরে সহস্রাধিক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ রহিয়াছে।

৪৯। তেমুয়ণী—তেমোহানা, যেখানে তিনটী স্রোত আসিয়া মিলিয়াছে।

৫০। খড়্যা—(খড়িয়া বা জলঙ্গী নদী) নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ নদী। পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া নবদ্বীপের নিকট ভাগীরথীতে পড়িয়াছে। কৃষ্ণনগর এই নদীর উপর অবস্থিত।

গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড় পুণ্যস্থান।
ইহ দেশে নবদ্বীপ[৫১] কাশীর সমান ॥১২৮

৫১। নবদ্বীপ—বঙ্গের বিখ্যাত নগরী, শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের গঙ্গাবাসস্থলী। ইহা সাধারণতঃ "নদীয়া" নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত ছিল, নদীর গতি পরিবর্ত্তন হওয়ায় এক্ষণে পশ্চিমকূলে অবস্থিত। এই নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ নদীয়া বা নবদ্বীপ, আবার কেহ নূতন দ্বীপ বা নয়টী দ্বীপ হইতে নবদ্বীপ নামের উৎপত্তি কল্পনা করেন। বৈষ্ণব কবি নরহরি দাস "নবদ্বীপ-পরিক্রমায়" লিখিয়াছেন—

"নদীয়া পৃথক্ গ্রাম নয়।
নব দ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত এ হয়॥"

এই নয়টী গ্রাম বা দ্বীপের নাম—১ অন্তর্দ্বীপ (আতোপুর), ২ সীমন্তদ্বীপ (সিমলা), ৩ গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা), ৪ মধ্যদ্বীপ (মাজদা), ৫ কোলদ্বীপ (কুলিয়া), ৬ ঋতুদ্বীপ (রাতুপুর), ৭ মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছী), ৮ জহ্নুদ্বীপ (জান্নগর), ৯ রুদ্রদ্বীপ (রাহুপুর)।

তিন চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে নবদ্বীপের যেরূপ সমৃদ্ধি ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই নবদ্বীপ বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান বিদ্যাকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। দূর দেশান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে আসিয়া টোলে ও চতুষ্পাঠীতে বিদ্যালাভ করিত। রাজকীয় ঐশ্বর্য্যে, বিদ্যায়

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জত স্তবস্তুতি করি।
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিলা নিজ পুরি ॥১২৯
শুন শুন সর্ব্বজন বলি বারেবার।
আসর ছাড়হ যদি দুহাই কর্ত্তার ॥১৩০
এই জে পুস্তকের মধ্যে আছে কতো দোষ
ক্ষমা করি শুন সবে হইয়া সন্তোষ॥১৩১
ভাবিয়া শিবের পদ রচে শীঘ্র পুথি।
কবিরাজে মহাশয় না হবা বিস্মৃতি ॥১৩২

এবং অকৈতব প্রেমে যে নবদ্বীপ এক দিন ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দেখিলে পাষাণও বিগলিত হয়। যে সময়ে কবি নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন, তৎকালে তথায় ৺চৈতন্যদেবের বিগ্রহ প্রভৃতি ছিল না, থাকিলে কবি অবশ্যই উল্লেখ করিতেন।

নবদ্বীপ হইতে হাঁড়্রা

আমারে শঙ্কর দয়া করহে আমারে ২ ॥ ধুয়া ।

নবদ্বীপে বুড়াশিব আর নিত্যানন্দে ।
উদ্দিশে প্রণাম করি চলিলা আনন্দে ॥১৩৩
ডাহিনে বামে কত গ্রাম না জানি নির্ণিত ।
গোয়াড়ীর[৫২] ঘাটে নৌকা আইল ত্বরিত ॥১৩৪
সেই দিন সেই স্থানে করিয়া মোকাম ।
আনন্দিত হয়্যা যাত্রী বলে রাম রাম ॥১৩৫
কর্ত্তার গুণের কথা না জায় কথন ।
যাত্রীগণ আনি কহেন মধুর বচন ॥১৩৬
শুন শুন যাত্রী সব হয়্যা এক মন ।
পঞ্চ পঞ্চ দিনের খরচ লহো সর্ব্বজন ॥১৩৭
এইরূপে খরচ পত্র দিলেম সভারে ।
সে দিন বঞ্চিলা সবে আনন্দ সাগরে ॥১৩৮
সেই দিন দর্পনারায়ণ ব্রহ্মচারী ।
বড় বড় নখ দাড়ী সবচুল্লাধারী[৫৩] ॥১৩৯

৫২। গোয়াড়ী—কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্ত্তী গণ্ডগ্রাম। ইহা খড়িয়া নদীর উপরে অবস্থিত। এই স্থানের কুম্ভকারেরা প্রতিমা-নির্ম্মাণ করিতে এবং মাটীর খেলনা প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত।

৫৩। সবচুল্লাধারী—দীর্ঘকেশধারী, যিনি মস্তকের কেশ ছেদন না করিয়া সমগ্র কেশ দীর্ঘ রাখিয়া দেন।

সর্ব্ববিদ্যাহীন তিনা ঘর মাটিয়ারী[৫৪]।
কর্ত্তাকে কহিয়া নৌকায় হইয়া সোয়ারী ॥১৪০
প্রাতে উঠি মহাশয় প্রাতঃক্রিয়া করি।
সবাকারে বলেন বাহিয়া দেহো তরি ॥১৪১
সঙ্গেতে আছেন যত মহত মহত জন।
বজরায় বসিয়া করেন আলাপ কথন ॥১৪২
এইরূপে তথা হৈতে করেন গমন।
হাঁড়রার[৫৫] ঘাটে নৌকা দিল দরসন ॥১৪৩
সেই দিন মোকাম হইল সেই স্থানে।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কবি বিজয়রাম ভনে ॥১৪৪



৫৪। মাটিয়ারী—বর্দ্ধমান জেলার দাঁইহাটের সন্নিকটবর্ত্তী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

৫৫। হাঁড্রা—(হাঁট্রা-আনুলিয়া) নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের উত্তরে খড়িয়ার তীরে অবস্থিত গ্রাম।

হাঁড়্‌রা হইতে ঝিনুকঘাটা

লাচাড়ী

পরদিন প্রাতঃকালে বাহ বাহ সদা বলে
আগেতে চলিলা মহাশয়।
পশ্চাদে চলিয়া জায় কানুরায় মহাশয়
সর্ব্বদা বলেন জয় জয় ॥১৪৫
তাঁহার দক্ষিণে দড় সম্ভ্রম মর্য্যাদা বড়
রামকান্ত চৌধুরী নাম।
বিশিষ্ট শ্রোত্রিয়[৫৬] জানি দেওয়ান মনেতে গণি
সম্বন্ধ করিলা অনুপাম ॥১৪৬

৫৬। বিশিষ্ট শ্রোত্রিয়—সিদ্ধ-শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয় শব্দের আভিধানিক অর্থ শ্রুতিবিদ্ বা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ। কিন্তু গৌড়াধিপ বল্লাল সেনের কুলমর্য্যাদা-ব্যবস্থার পর গৌড়বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 'শ্রোত্রিয়' শব্দ পারিভাষিক হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা বল্লাল বা তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের সভায় নবগুণ-সম্পন্ন কুলাচারী বলিয়া সম্মানিত হইলেন, তাঁহারা 'কুলীন' বলিয়া পরিচিত, তদ্ব্যতীত যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান কুল-মর্য্যাদা পান নাই, তাঁহারা হইলেন শ্রোত্রিয়। মহারাজ দনৌজা-মাধবের সময়ে শ্রোত্রিয়গণ আবার চারিভাগে বিভক্ত হইলেন,—সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়। শ্রোত্রিয়সমাজে

আর সঙ্গে জান জত বিশেষে কহিব কত
কহিতে বাহুল্য হয় পুথি।
শীঘ্রগতি নৌকা চলে বাহ বাহ সদা বলে
পুঁটিমারী[৫৭] আইলা শীঘ্রগতি ॥১৪৭
দিঘা গ্রামে গদাধর তাঁর এক সহোদর
দ্বিজ ইন্দ্রনারায়ণ নাম।
কাশীনাথ মনে করি ত্বরায় চড়িলা তরি
মনেতে ভাবিয়া নিজ কাম ॥১৪৮
হেনকালে বিজয়রাম আসি কৈলা প্রণাম
বিশারদ নামেতে খেয়াতি।
তাঁরে হৈল অনুমতি নৌকা চড় শীঘ্রগতি
আনন্দে নৌকাতে চড়ে তথি ॥১৪৯
বৈদ্য দেখি মহাশয় হইলা আনন্দময়
সবাকারে বলেন বচন।

সিদ্ধগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কুলীনগণ সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধ—এই তিন প্রকার শ্রোত্রিয়ের ঘরেই বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু অরি বা কষ্ট-শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলচ্যুতি ঘটিত। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ, ২৬৫ হইতে ২৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

৫৭। পুঁটিমারী—খড়িয়ার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত নদীয়া জেলার একটী গণ্ডগ্রাম।

হইল অনেক কাজ আনিলাম কবিরাজ
ব্যাধি হৈতে হইবা তারন ॥১৫০
চিকিৎসা বিষয়ে সাজে বিজয়রাম কবিরাজে
তাঁরে কর্ত্তা সদয় হইলা।
জত জত লোক বুঝে ভাগ্য হৈল কবিরাজে
কালী বুঝি প্রতুল করিলা ॥১৫১
তথা হৈতে চলে সবে হরি হরি কলরবে
ঝিনুকঘাটা উত্তরিল তরি।
সে দিন বঞ্চিয়া তথি প্রাতঃকালে শীঘ্রগতি
চলে নৌকা বাদ্যভাণ্ড করি ॥১৫২
দাঁড়ী মাঝি বলে হরি টুঙ্গিবালী গেল তরি
নানাবিধি দ্রব্য স্থানে স্থানে।
ভণে পুথি বিজয়রাম কৃষ্ণচন্দ্র জাঁর নাম
পড়িয়াছি তাঁহার চরণে ॥১৫৩

টুঙ্গিবালী হইতে জলঙ্গী

লাচাড়ী

টুঙ্গিবালী[৫৮] দেখি সবে করেন বাখান।
হাটবাজার সদা হয় চতুর্দ্দিগে গান ॥১৫৪
সেদিন থাকিলা কর্ত্তা নানা কুতূহলে।
প্রভাতে উঠিয়া সবে বাহ বাহ বলে ॥১৫৫
সে দিন রহিল গিয়া মধুপুরের ঘাটে।
সে রাত্রি বাঙ্গাল বুড়ি মৈল খড়্যার তটে ॥১৫৬
কর্ত্তার গুণের কথা কহিতে না পারি।
সৎকার করিয়া তারে বাহিলেন তরি ॥১৫৭
যাত্রীগণের গুণ কথা কত কত কব।
হাতে নাই কড়া-বট[৫৯] তমু বলে জাব ॥১৫৮
মধুপুর হৈতে নৌকা শীঘ্রগতি জায়।
কুম্বাবাড়্যা[৬০] আসি নৌকা উপনীত হয় ॥১৫৯

৫৮। টুঙ্গিবালী—(বালীটুঙ্গী) খড়িয়ার পশ্চিমকূলে অবস্থিত প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

৫৯। কড়া-বট—এক কড়া কড়ি। বট—কপর্দ্দক, কড়ি।

৬০। কুম্বাবাড়্যা—(কুশবাড়্যা) খড়িয়ার পশ্চিমকূলের একটী গণ্ডগ্রাম। অগ্রদ্বীপ হইতে জলঙ্গী নগর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে যে পথ ছিল, তাহার উপরে অবস্থিত।

সে দিন থাকিয়া তথা চলিলা ত্বরিত।
খড়্যার মুয়ানা আসি হৈলা উপস্থিত ॥১৬০
তথাকারে পদ্মাদেবীর[৬১] প্রভা অতি বড়।
নৌকার উপর সবে হিয়া কৈলা দড় ॥১৬১
হুড় হুড় দুড় দুড় করে জত জলের ঢেউ।
ভয়ে কাঁপে যাত্রী সব করে মেউ মেউ ॥১৬২
ঘুর্য্যা ঘুর্য্যা জল গুলান নানা দিগে ধায়।
নৌকা শব্দে জলজন্তু পলাইয়া যায় ॥১৬৩
সামাল সামাল নৌকা মহাশয় বলে।
তাহার পুণ্যের হেতু নৌকা নাহি টলে ॥১৬৪
তথা হৈতে জলঙ্গীতে[৬২] বায়্যা আইল তরী।
হাতে তালি দিয়া সবে বলে হরি হরি ॥১৬৫
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কবি বিজয়রামে গায়।
কবিরাজে মহাশয় রাখিবে রাঙ্গাপায় ॥১৬৬

৬১। পদ্মাদেবী—পদ্মানদী। পদ্মার এই অংশ হইতে খড়িয়া বা খড়্যা বহির্গত হইয়াছে বলিয়া, এই মোহানায় পদ্মা ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে।

৬২। জলঙ্গী—যে স্থানে পদ্মা হইতে খড়িয়া বা জলঙ্গী নদী বাহির হইতেছে, সেই মোহানার পার্শ্বে অবস্থিত প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই নগরে নবাবী কাছারী, বাজার প্রভৃতি ছিল, এক্ষণে পদ্মার গর্ভে বিলীন।

মহাশয়ের আগমন নবাব শুনিয়া।
হাওলদার[৬৩] চারি সেফাই দিলা পাঠাইয়া॥ ১৬৭
হামরা[৬৪] হইয়া তারা সঙ্গেতে থাকিল।
পৃথক্ এক দিলা নৌকা উঠিয়া বসিল ॥ ১৬৮
সেই দিন মহাশয় তথায় বঞ্চিলা।
প্রধান প্রধান লোক আসিয়া মিলিলা॥ ১৬৯
প্রণাম করয়ে আসি জত হিন্দু জন।
সবে ছেলামত[৬৫] গরিব নেয়াজ[৬৬] বলয়ে জবন॥ ১৭০
এইরূপে দুই দিন থাকিলা মহাশয়।
ভিখারি পাইয়া ভিক্ষা প্রশংসা করয়ে॥ ১৭১
বাহ বাহ বলি নৌকা ডাকে মহাশয়।
কোদালিমারি আসি নৌকা উপস্থিত হয়॥ ১৭২

৬৩। হাওলদার—(পারসী হাবিলদার) পদাতিক সৈন্তাধ্যক্ষ।

৬৪। হামরা—(পারসী হামরাহী) একসাথী, সঙ্গী।

৬৫। ছেলামত—(পারসী সেলামৎ) পরস্পর অভিবাদন করিবার সময় পারসী ভাষায় 'সেলামৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়। নমস্কার-জ্ঞাপন।

৬৬। নেয়াজ—(আরবী-নমাজ) ঈশ্বর-স্তুতি, প্রণতি। এখানে সাধারণ প্রণাম।

সে দিন থাকিয়া তথা চলিলা সত্বর।
বামে থাকিল তারাগণ্যা[৬৭] প্রধান নগর॥ ১৭৩
রাণী ভবাণীর[৬৮] দেশ সেই খানী গ্রাম।
কাহারো শকতি নারে তাতে ধূমধাম॥ ১৭৪

৬৭। তারাগণ্যা—নাটোর-রাজ-মহিষী রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত প্রসিদ্ধ নগর, খড়িয়ার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। কুশবাড়্যা হইতে জলঙ্গী যাইতে হইলে পথিমধ্যে তারাগণ্যা পড়ে, কিন্তু ভ্রমবশতঃ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, জলঙ্গী ছাড়িয়া যাত্রিগণ তারাগণ্যা গিয়াছিলেন।

৬৮। রাণী ভবানী—নাটোর-রাজকুল-লক্ষ্মী, রাজা রামকান্তের মহিষী। ইনি রাজশাহী জেলার ছাতিমগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। স্বামীর লোকান্তরপ্রাপ্তির পর রাণী ভবানী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র কন্যা তারাদেবী নিঃসন্তান অবস্থায় অল্পবয়সে বিধবা হইলে, রাণী ভবানীর হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগে, সংসার কিছুই নহে, পরদুঃখমোচনই সার ধর্ম্ম ভাবিয়া তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী দীন-দুঃখী-জননী হইলেন। বঙ্গদেশ হইতে সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত তাঁহার অপূর্ব্ব পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ তাঁহারই অক্ষয় মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মুর্শিদাবাদের সমীপবর্ত্তী বড়নগরে আজিও তাঁহার দেবভক্তির নিদর্শন-সূচক প্রসিদ্ধ দেবমন্দির দণ্ডায়মান আছে। ভাগীরথীতীরে এই বড়নগরেই তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয়। কাশীধামে রাণী-ভবানীর স্থাপিত ভবানীশ্বর-মন্দিরগাত্রের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

ভগবান্‌গোলা[৬৯] হাটে শীঘ্র আইল তার
মহাকলরবে সভে বলে হরি হরি ॥ ১৭৫
গোলহাট[৭০] দেখি তুষ্ট হৈলা সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া দেখেন সহর ভুবন ॥ ১৭৬
চারি ক্রোশ গোলাহাট দেখিতে সুন্দর।
সাঁখারি কাঁসারি তাঁতি আছয়ে বিস্তর ॥ ১৭৭
সড়কে সড়কে মুদী বহুত দোকান।
হাটবাজার দেখি সবে করয়ে বাখান ॥ ১৭৮

"বাণব্যাহৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে।
নিবাসনগরে শ্রীমদ্বিশ্বনাথস্য সন্নিধৌ ॥
ধরামরেন্দ্র-বারেন্দ্র-গৌড়ভূমীন্দ্রভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরম্ ॥"

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ১৬৭৫ শকে কাশীর ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

৬৯। ভগবান্‌গোলা—মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্য-স্থান। নবাবী আমলে ইহাই মুর্শিদাবাদের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। কবি-লিখিত এই স্থানের বাজার-হাটের বর্ণনা হইতে ইহার পূর্ব্ব-সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গালায় বিদ্রোহ-দমনার্থ বাদশাহী সৈন্য যখন বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হয়, তখন বিদ্রোহি-দলনেতা রহিম শাহ ভগবান্‌গোলার নিকটে জবরদস্ত খাঁ-চালিত বাদশাহী সৈন্যের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিল।

৭০। গোলহাট—গোলাহাট, হাটবাজার ও ধানচালের গোলা প্রভৃতি।

ধান চালুর গোলা কতো না জায় গণন।
দুই দিন থাকি তথা করিলা গমন ॥ ১৭৯
বাহিয়া বাহিয়া নৌকা চলিল ত্বরিত।
কালিগঞ্জ সন্নিধানে আইল আচম্বিত ॥ ১৮০
সেই স্থানে মহানন্দা উত্তরবাহিনী।
স্নান করিল সবে দিয়া জয়ধ্বনি ॥ ১৮১
বৈকালযোগেতে সভে করিয়া ভোজন।
বন্দর দর্শন হেতু করিলা গমন ॥ ১৮২
কাঁসারির দোকান দেখিয়া কতো কতো।
তৈজস কিনিয়া মুন্‌সি আইলা নৌকাতে ॥ ১৮৩
প্রভাতে বাহিয়া তরি করিল পয়ান।
শীঘ্রগতি জায় নৌকা করি হান হান ॥ ১৮৪
ধুলাউড়ি তক্তিপুর বামভাগে থাকে।
পদ্মার সীমানা তথা বলে সর্ব্বলোকে ॥ ১৮৫
কার্য্যক্রমে দুই খান নৌকা পিছে ছিল।
এই হেতু শিবগঞ্জে[৭১] সবাই থাকিল ॥ ১৮৬
শিবনারায়ণের[৭২] দেশ শিবগঞ্জ নাম।
তীরেতে উঠিয়া সবে বলে রাম রাম ॥ ১৮৭

৭১। শিবগঞ্জ—গঙ্গার পূর্ব্বকূলবর্ত্তী গণ্ডগ্রাম, শিবনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত।

৭২। শিবনারায়ণ—মুর্শিদাবাদের নবাবের কাননগো দর্প-

আশ্চর্য্য বন্দর সেই কি কহিব কথা।
এই হেতু ইচ্ছাময় রহিলেন তথা ॥ ১৮৮
প্রভাতে উঠিয়া কর্ত্তা বাহ বাহ বলে।
বত্রিশ দাঁড়ের কথা জেন নৌকা চলে ॥ ১৮৯
আড়াই প্রহর বেলা জখন হইল গগনে।
সাহাবাজে নৌকা বাহি আইল তখনে ॥ ১৯০
গ্রামের লোক বলে মোর শুন কথা।
প্রাণ যদি বাঁচাবা চলিয়া জাও হোতা ॥ ১৯১
এথায় পাহাড়্যা-চোর আছে মহাশয়।
রাত্রিযোগে পড়্যা লবে জাহা থাকে নায় ॥ ১৯২
তথাপি শুনিয়া কর্ত্তা জিউ দড় করি।
ভাব্যনা ভাব্যনা সবে বল হরি হরি ॥ ১৯৩
এইরূপে কলরবে সে দিন থাকিয়া।
প্রভাতে উঠিয়া মাজী দিলেক বাহিয়া ॥ ১৯৪
বাহ বাহ বলি কর্ত্তা উচ্চস্বরে কয়।
অতি শীঘ্র চলে নৌকা কোথা নাহি রয় ॥ ১৯৫

নারায়ণের পুত্র। ইঁহারা উত্তর-রাঢ়ীয় মিত্রবংশ-সম্ভূত। মুর্শিদাবাদের নবাবের কেল্লার সম্মুখে ভাগীরথীর অপর তীরবর্ত্তী ডাহাপাড়া গ্রামে ইঁহাদের বাসস্থান। বাদশাহ মহম্মদশাহের রাজত্বের ৭ম বর্ষে শিবনারায়ণ কানন্‌গোর সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

যুদ্ধ-স্থান উদানালা[৭৩] বাম ভাগে রাখি।
শীঘ্রগতি চলে নৌকা উড়ে যেন পাখি ॥১৯৬
দুই দণ্ড বেলা জখন গগনে আছয়।
রাজমহল আসী নৌকা উপস্থিত হয় ॥১৯৭
কৃষ্ণচন্দ্র অধিকার ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে পুথি রচে বিজয়রাম ॥১৯৮

৭৩। উদানালা—(উদয়নালা, উধূয়ানালা)—রাজমহলের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য-স্থান। সম্ভবতঃ উধূয়া নামক ক্ষুদ্র নদী হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে ইংরাজ-সেনাপতি মেজর আডামস্‌এর সহিত এই স্থানে মীরকাসিমের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

রাজমহলের বর্ণনা

রাজমহল[৭৪] নগরের অপূর্ব্ব কথন।
কত শত বালাখানা[৭৫] আশ্চর্য্য রচন ॥১৯৯
পাঁচ ক্রোশ সহরখান ঘন ঘন ঘর।
কতো কতো মুদীখানা দেখিতে সুন্দর ॥২০০
হাট বাজার স্থানে স্থানে রহে ঘড়ীখানা।
সর্ব্বদা নহবত বাজে তাহা নাহি মানা ॥ ২০১
ঘোষালের আগমন ফৌজদার শুনিয়া।
আশ্চর্য্য পালকীতে চড়ি মিলিল আসিয়া ॥ ২০২
একশত এক টাকা দিলেন নজর।
না লইলেন মহাশয় বুদ্ধের সাগর ॥ ২০৩
মুহূর্ত্তেকে মহাশয় বসি তাঁর সনে।
সভাসদ লৈয়া কৈল আলাপ কথনে ॥ ২০৪

৭৪। রাজমহল—সাঁওতাল পরগণার একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর। ইহা গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। বর্ত্তমান নগরের পশ্চিমে ৪ মাইল স্থান অধিকার করিয়া প্রাচীন মুসলমান-রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। অকবর শাহের সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ উড়িষ্যা-বিজয়ান্তে ১৫৯২ খৃঃ অব্দে রাজমহলকে বাঙ্গালার রাজধানী মনোনীত করিয়াছিলেন।

৭৫। বালাখানা—(পারসী) উচ্চ অট্টালিকা।

কতক্ষণে তথা হৈতে উঠিয়া ফৌজদারে।
প্রণাম করিয়া গেলা সহর ভিতরে ॥ ॥ ২০৫
জত যাত্রীগণের মোকাম যথা হয়।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া তত্ত্ব করেন মহাশয় ॥ ২০৬
কে খাইল না খাইল সতত জিজ্ঞাসে।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কবি বিজয়রামে ভাষে ॥ ২০৭



দুই দিন থাকি তথা করেন গমন।
মেঘাকার দেখা জায় জত পর্ব্বতগণ ॥ ২০৮
পর্ব্বত উপর জত চোহাড়ের[১৬] বাড়ী।
ভূতের আকার ফিরে হাতে ধরে নড়ী ॥ ২০৯
গলাতে হাঁশলী আছে কানেতে কুণ্ডল।
এক হাতে বালা আছে আর পায় মল ॥ ২১০
চোহাড়ের মূর্ত্তি দেখি যাত্রীগণের ডর।
মুখে নাহি সরে বাণী কাঁপে থর থর ॥ ২১১
ঘোষালের আগমন শুনিয়া চোহাড়।
কি করিবে তার সাধ্য কাঁপ্যা গেল হাড় ॥ ২১২
প্রণাম করিয়া চোহাড় দিলেক কদলী।
এনাম[১৭] দিলা এক তঙ্কা প্রিয়বাক্য বলি ॥ ২১৩
এইরূপে মহাশয় করিলা গমন।
সকরীগলি[১৮] সন্নিধানে আল্যা ততক্ষণ ॥ ২১৪

১৬। চোহাড়—(হিন্দী চুহড়া) নিকৃষ্ট জাতি। মানভূম এবং সাঁওতাল-পরগণাবাসী পার্ব্বত্য ভূমিজ কোল প্রভৃতি জাতিকে চুয়াড় বলে। মানভূমের অসভ্য চুয়াড়গণ ১৮৩২ খৃঃ অব্দে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে ইংরাজরাজের বিদ্রোহী হইয়াছিল।

১৭। এনাম—(আরবী ইনাম) পুরস্কার, উপঢৌকন।

১৮। সকরীগলি—গঙ্গার তীরে অবস্থিত ভাগলপুর জেলার

এক দিগে পাহোয়াড়[৭৯] এক দিগে গঙ্গা।
মধ্য দিয়া চলে সবে তাহে নাহি শঙ্কা ॥ ২১৫
সেই দিন সকরীগলি মোকাম হইল।
প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা বাহি দিল ॥ ২১৬
গঙ্গাপ্রসাদ তেল্যাগাড়ি[৮০] বামেতে থাকিল।
বায়ুবেগে নৌকাগণ চলিতে লাগিল ॥ ২১৭
যথা হৈতে নবাবেরে ধর‍্যা লয়্যা ছিল।
সেই ফকিরের[৮১] বাটী বামেতে থাকিল ॥ ২১৮

একটী নগর। বর্ত্তমান কালে লুপ-লাইনের একটী ষ্টেশন। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে সাবুই ঘাস উৎপন্ন হয় এবং কাগজ ও দড়ী প্রস্তুত করিবার জন্য নানাস্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে।

৭৯। পাহোয়াড়—পাহাড়, পর্ব্বত।

৮০। তেল্যাগাড়ি—(তেলিয়া-গলি) সকরীগলি হইতে ১২ মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিম পারে অবস্থিত গ্রাম।

৮১। ফকির—দানশা ফকীর। পলাশীযুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিরাজুদ্দৌলা নৌকাযোগে পলায়ন করিবার সময়ে রাজমহলের অপর পারে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে দানশা ফকীরের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। পূর্ব্বে সিরাজ এই ফকীরের যথেষ্ট অপমান করিয়াছিলেন। প্রতিশোধ লইবার উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া দানশা সিরাজের শত্রুপক্ষের নিকট তাঁহার আগমন-সংবাদ প্রেরণ করে। মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদ এবং মীরকাসিমের অধীনস্থ লোক-কর্ত্তৃক সিরাজ সপরিবারে এই স্থানে বন্দী হন।

সন্ধ্যার সময় আইলা জাহ্নবীর তীরে।
সে দিন বঞ্চিয়া তথা চলিলা সত্বরে॥ ২১৯
লক্ষ্মীপুর শ্রামপুর থাকিল বামেতে।
স্নান করি চলে নৌকা বাহিতে বাহিতে॥ ২২০
সম্মুখে আছেন এক বটেশ্বর[৮২] পর্ব্বত।
দেখিয়া চালায় নৌকা চলে যেন রথ॥ ২২১
তাহার উপর আছেন দেবতা বিস্তর।
সবে বলে তাঁর নাম মহাবটেশ্বর॥ ২২২
তাহার নিকট আছেন দেবতা বিস্তর।
যাত্রী লয়্যা মহাশয় চলিলা সত্বর॥ ২২৩

৮২। বটেশ্বর—ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁর পার্শ্ববর্ত্তী এক অতি প্রাচীন স্থান। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব বটেশ্বর মিত্র গৌড়াধিপ বল্লালসেনকে নিজ কন্যা দান করেন, তাহাতে তাঁহার পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, কিন্তু মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার শ্বশুরকে নবজিত মগধরাজ্যের অধিপতি করিয়া সম্মানিত করেন।
"বল্লালপূজিতো ভূত্বা বটোঽভূন্মগধেশ্বরঃ।" (উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা)
মগধে আধিপত্য লাভ করিয়া কহলগাঁর নিকটে আসিয়া বটেশ্বর মিত্র আপনার রাজধানী এবং নিজ নামানুসারে "বটেশ্বরনাথ" নামে শিবলিঙ্গ ও তাঁহার সুবৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও তাঁহার বহু কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ ইহার চারিদিকে পড়িয়া আছে।

ভৈরবনাথ ব্রহ্মা বিষ্ণু কতো লবো নাম।
তথা গিয়া মহাশয় করিলা প্রণাম ॥ ২২৪
কিঞ্চিত খরচ দিলা পূজার কারণ।
মুনির কুঠর হইতে করিলা গমন ॥ ২২৫
কুঠরের মধ্যে দেব করিলা প্রণাম।
বিস্তর পাথর হেতু পাথরঘাটা[৮৩] নাম ॥ ২২৬
তথা হৈতে মোকাম হইল আড়পারে।
সে দিন বঞ্চিলা কর্ত্তা আনন্দসাগরে ॥ ২২৭
প্রভাতে বাহিয়া নৌকা করিল গমন।
মন্দ মন্দ বাতাসেতে চলে নৌকাগণ ॥ ২২৮
পাহাড়্যা রাজার বাটী কাহলগ্রামেতে[৮৪]।
মন্দ মন্দ চলে নৌকা রাখি বাম ভিতে ॥ ২২৯
বাহিতে বাহিতে চলে করি জয়ধ্বনি।
খাগড়ার নিকটে শীঘ্র আইল তরণী ॥ ২৩০

৮৩। পাথরঘাটা—কাহারও কাহারও বিশ্বাস এই পাথরঘাটার নিকটেই বটেশ্বরনাথ-প্রতিষ্ঠাতার রাজভবন ছিল; তিনি এখানে পাথর দিয়া ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান পাথরঘাটা নামে পরিচিত হয়।

৮৪। কাহলগ্রাম—ভাগলপুর জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী অতি প্রাচীন নগর। এখানেও চারিদিকে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া আছে।

সে দিন মোকাম কর্ত্তা কৈলা তথাকারে।
প্রভাতে বাহিয়া নৌকা চলিলা সত্বরে ॥ ২৩১
চপকালী ডহরগড় ধীরনগর।
ডাহিনে রাখিয়া নৌকা চলে বরাবর ॥ ২৩২
ভাগলপুর সুজাগঞ্জ বাম ভাগে করি।
আর শিবগঞ্জে শীঘ্র উত্তরিল তরি ॥ ২৩৩
স্নান পূজা জলপান করিয়া তথায়।
হরি বলি দাঁড়ী মাজী বাহি দিল নায় ॥ ২৩৪
সেই স্থানে জাহ্নবীর প্রভা অতি বড়।
চালাইল নৌকা মাজী হিয়া করি দড় ॥ ২৩৫
গোপালপুরের ভাটো আইল তরণী।
সেদিন মোকাম তথা ভাবিয়া ভবানী ॥ ২৩৬
প্রভাতে বাহিয়া সবে চলিল ত্বরিত।
মুহূর্ত্তেকে জাঙ্গিরায়[৮৫] হৈল উপস্থিত ॥ ২৩৭
বামভাগে পর্ব্বত এক দেখিতে সুন্দর।
খোয়াজ বচকরণী পির তাহার উপর ॥ ২৩৮
পাশে আছে বড় বড় পাথর কতো খান।
ডাহিন ভাগে জলমধ্যে পর্ব্বত প্রধান ॥ ২৩৯

৮৫। জাঙ্গিরা—(জাহাঙ্গীরা) ভাগলপুর জেলার একটী পরগণা ও তাহার প্রধান নগর। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

পাথরের গায় খোদা রাক্ষস বানর।
উপরে আছেন দেব গৌরীশঙ্কর ॥ ২৪০
বিচিত্র বিচিত্র স্থান বিচিত্র অট্টালিকা।
অনেকে দর্শনে গেলা লয়্যা সিকা সিকা ॥ ২৪১
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জত আর পুরোহিত।
পলোয়ারে চড়ি কর্ত্তা চলিলা ত্বরিত ॥ ২৪২
নানাবিধি সামগ্রী লইয়া মহাশয়।
পর্ব্বত উপর গিয়া উপস্থিত হয় ॥ ২৪৩
হরগৌরী পূজা করি ষোড়শোপচারেতে।
ততক্ষণে মহাশয় আইলা বজরাতে ॥ ২৪৪
ঐ স্থানের জল দিয়া পূজে বৈদ্যনাথে।
উত্তরবাহিনী গঙ্গা হইলা তথাতে ॥ ২৪৫
সেই স্থানে মহাশয় করি জলপান।
বাহ বল্যা তথা হৈতে করিলা পয়ান ॥ ২৪৬
বামেতে রহিল জাঙ্গিরা আর ঘোড়ঘাট।
ডাহিন ভাগেতে থাকে কাশীপাড়ার হাট ॥ ২৪৭
এইরূপে জলে নৌকা বাহিতে বাহিতে।
মুঙ্গেরের পাহাড় দেখিলা তথা হৈতে ॥ ২৪৮
কোদালিঘাটার নিকটেতে তরি বাহি আইল।
সেই দিন সেই স্থানে মোকাম হইল ॥ ২৪৯
প্রভাতে বাহিল নৌকা বলি রাম রাম।
বামে রাখি সাহোঁধন পিরের মোকাম ॥ ২৫০

পর্ব্বত উপর পির জবনের উঠানি।
গুরগুণী সাহেব[৮৬] যথা করিল ছায়না ॥ ২৫১
তাহার পশ্চিমভাগে স্থান সীতাকুণ্ড[৮৭]।
জলে হৈতে অগ্নি উঠে তথা দেয় পিণ্ড ॥ ২৫২
সেই স্থানে অনেকের বসতী আছয়।
তাহা বামে করি তবে চলে নৌকাচয় ॥ ২৫৩
শারী গায়্যা মাজীগণ নৌকা বাহি জায়।
মুঙ্গেরের পশ্চিমভাগে উপস্থিত হয় ॥ ২৫৪
মনোহর মুখর্য্যা তথা ছিল একজন।
মহাশয়ের আগমনে আইলা ততক্ষণ ॥ ২৫৫
আদর করিয়া লৈলা আপন বাসায়।
যাত্রীগণে জলপান দিলেন তথায় ॥ ২৫৬
সিধার সামগ্রী দিলা জত যাত্রীগণে।
সে রাত্রি থাকিলা তথা করিয়া ভোজনে ॥ ২৫৭

৮৬। গুরগুণী সাহেব—(গুর্গিন খাঁ) ইঁহার প্রকৃত নাম গ্রেগরী, কলিকাতার প্রসিদ্ধ খোজা পিক্রুর ভ্রাতা। ইনি নিজেও খোজা ছিলেন। ইঁহারা ইস্পাহান দেশবাসী। নিজের শৌর্য্যে ও বীর্য্যে ইনি সামান্য সৈনিকের পদ হইতে নবাব মীরকাসিমের সেনাপতির পদ লাভ করিয়াছিলেন।

৮৭। সীতাকুণ্ড—মুঙ্গেরের নিকটবর্ত্তী একটী উষ্ণ-প্রস্রবণ। হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ।

পরদিন স্নান পূজা করিয়া ভোজন।
কিল্লা দেখিবারে যাত্রী করিলা গমন ॥ ২৫৮
মুগেরের[৮৮] কিল্লার কথা কহনে না জায়।
বাঙ্গালাতে এছা[৮৯] কিল্লা কখনো না হয় ॥ ২৫৯

৮৮। মুগের—(মুঙ্গের) গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ নগর। এই নামের উৎপত্তি-সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকের বিশ্বাস, মুদ্গল ঋষির নাম হইতে এই নামের উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে 'মন্' বা 'মুণ্ড' নামক অনার্য্য জাতি এখানে বাস করিত, তাহা হইতে এই স্থানের নাম মুঙ্গের হইয়াছে। মুঙ্গের দুর্গের মধ্যে বিচারালয়, ডাকঘর প্রভৃতি যাবতীয় সরকারী কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কথিত আছে, কর্ণরাজ ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী স্বীয় রাজধানী 'করণগড়' (কর্ণগড়) হইতে প্রত্যহই এই দুর্গ-মধ্যে আসিয়া চণ্ডিকাদেবীর পূজা করিতেন এবং স্বর্ণাদি বিতরণ করিতেন। কবিও এই স্থলে সেই প্রবাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

মুসলমান-রাজত্বকালে মুঙ্গের প্রধান নগর বলিয়া পরিগণিত হয়; তৎপূর্ব্বে পালরাজগণ খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই মুদ্গগিরিতে রাজধানী রাখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার শেষ নবাব কাসিম আলি খাঁ এই মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া ইংরাজরাজ্য উচ্ছেদের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

৮৯। এছা—(হিন্দী—এসা) এই রূপ, এই প্রকার।

দুই ক্রোশ কিল্লা খান অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
কতো কতো মসীদ[৯০] তথা ঘেরা স্থানে স্থান॥ ২৬০
পাথরের কিল্লা খান দেখিতে সুন্দর।
অপূর্ব্ব বাঙ্গালা ঘর কোঠার উপর॥ ২৬১
এক শত জমাদ্দার[৯১] কিল্লার ভিতরে।
শত শত সেফাই আছে এক জনের তরে॥ ২৬২
কিল্লার মধ্যেতে আছে কর্ণরাজার[৯২] স্থান।
সওয়া মোণ স্বর্ণ নিত্য করিতেন দান॥ ২৬৩
ত্রিশ মোণ ঘৃত করি কড়াতে পূরণ।
আপন শরীর করিত ঘৃতেতে ভর্জ্জন॥ ২৬৪
ঘৃতেতে ভর্জ্জন যদি হৈল সমাধানে।
মাংস খাইবারে কালী আইলা সেই স্থানে॥ ২৬৫
সে মাংস রাখি কালী করিলা ভোজনে।
মাংস লৈয়া জীবসঞ্চার করিলা তখনে॥ ২৬৬

৯০। মসীদ—(পারসী—মসজিদ) মসজিদ, মুসলমানদিগের উপাসনার স্থান।

৯১। জমাদ্দার—(পারসী—জমাদার) সিপাহীদিগের অধ্যক্ষ, নেতা।

৯২। কর্ণরাজ—অঙ্গাধিপ দাতাকর্ণ সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা এই স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না।

জীবন পাইয়া কর্ণ গলবস্ত্র হয়্যা।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে প্রণাম করিয়া ॥ ২৬৭
তুষ্ট হয়্যা সওয়া মোণ কর্ণ দিলা দাসে।
বর দিয়া মহাকালী গেলা স্বর্গবাসে ॥ ২৬৮
সেই স্বর্ণ ব্রাহ্মণেরে করি বিতরণ।
আনন্দেতে মহারাজা করেন ভোজন ॥ ২৬৯
এইরূপে স্বর্ণ কর্ণ বিতরণ করে।
শুনি বিক্রমাদিত্য রাজা চিন্তিত অন্তরে ॥ ২৭০
সভাসদ লৈয়া রাজা করি অনুমান।
কোথা হইতে স্বর্ণ কর্ণ নিত্য করে দান ॥ ২৭১
একদিন বিক্রম রাজা শূদ্ররূপ ধরি।
শীঘ্রগতি চলি গেলা কর্ণরাজপুরী ॥ ২৭২
তাহার মূরতি দেখি কর্ণরাজা কয়।
কার পুত্র কি নাম তোমার কহত নিশ্চয় ॥ ২৭৩
এ কথা শুনিয়া বলে মুঞি শূদ্রজাতি।
নিকটে নফর করি রাখ মহামতি ॥ ২৭৪
এ কথা শুনিয়া তবে কর্ণ নৃপবরে।
বড়ই সন্তুষ্ট হয়্যা রাখিলে তাহারে ॥ ২৭৫
এক শত এক তঙ্কা মাহিনা হইল।
স্বকার্য্যেতে মহারাজার এই হাল হৈল ॥ ২৭৬
বিক্রমাদিত্য রাজা বুদ্ধের সাগর।
ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল অন্তর ॥ ২৭৭

এক দিন কর্ণরাজা নিদ্রাতে কাতর।
সেই হেতু আইলে রাজা বেদীর উপর ॥ ২৭৮
স্নান করি মহামায়ে করিয়া পূজন।
কড়াতে চড়িয়া দিলা ঘৃত ত্রিশ মণ ॥ ২৭৯
অগ্নির আকার ঘৃত হইল জখন।
ঘৃতেতে পড়িয়া শরীর করিলা ভর্জ্জন ॥ ২৮০
দিব্যজ্ঞানে মহাকালী জানিলা তখন।
সেই ক্ষণে আসি মাংস করিলা ভক্ষণ ॥ ২৮১
শেষ মাংস থাকীতে জীব করিলা সঞ্চার।
কালী বলি উঠে রাজা সূর্য্যের আকার ॥ ২৮২
গলবস্ত্র হয়্যা রাজা প্রণাম করিলা।
তুষ্ট হয়্যা মহাকালী তারে স্বর্ণ দিলা ॥ ২৮৩
আর এক কথা কালী কহিলেন তবে।
আমি না আসিব এথা বসি স্বর্ণ পাবে ॥ ২৮৪
স্বর্ণ দিয়া মহাকালী স্বর্গবাসে গেল।
এই কালে কর্ণরাজার নিদ্রাভঙ্গ হৈল ॥ ২৮৫
উঠিয়া চলিল রাজা সেই যজ্ঞস্থানে।
পূজার সামগ্রী নাহি হোতা কড়া খানে ॥ ২৮৬
তাহা দেখি মহারাজা ভাবিলা অন্তরে।
আজি হৈতে মহাকালী ছাড়িলা আমারে ॥ ২৮৭
সওয়া মণ স্বর্ণ নিত্য বিপ্রে করি দান।
স্বর্ণ নাহি দিয়া মোর নাহি জলপান ॥ ২৮৮

এ কথা শুনিয়া বলে বিক্রমাদিত্য রাজা।
চিন্তা নাহি মহারাজ কর স্নান পূজা ॥ ২৮৯
জত স্বর্ণ লাগে তোমার আমি দিব সোণা।
আনন্দে বিলাও স্বর্ণ নাহিক ভাবনা ॥ ২৯০
এ কথা শুনিয়া রাজার চিত্তে হৈল হাস।
তুঞি স্বর্ণ পাবি কোথা কর পরিহাস ॥ ২৯১
শুনিয়া রাজার কথা কহে পরিমাণ।
শোনা জদি নাহি দেই মারিবা গরদান[৯৩] ॥ ২৯২
শুনিয়া তাহার কথা কর্ণরাজা চলে।
স্নান পূজা কৈলা গিয়া জাহ্নবীর জলে ॥ ২৯৩
স্নান করি আইলা রাজা নিজ পূজার স্থানে।
বিক্রমরাজা দিলা শোনা করিয়া সম্মানে ॥ ২৯৪
পুনর্ব্বার নৃপে বলে নাহিক ভাবনা।
কালী নাহি আসিবেন বস্তা পাবে শোনা ॥ ২৯৫
শুনি কর্ণ মহারাজা বলে পুনর্ব্বার।
তুমি তো মনুষ্য নহো কহো সারোদ্ধার ॥ ২৯৬
বিস্তর কাকুতি শুনি দিলা পরিচয়।
আমি বিক্রমাদিত্য কহিনু নিশ্চয় ॥ ২৯৭
পরিচয় পাইয়া রাজা ধরে দুই পাদ।
মর্য্যাদা করিবা অজ্ঞানে অপরাধ ॥ ২৯৮

৯৩। গরদান—(পারসী) কণ্ঠদেশ, গলা।

মেলামেলি কোলাকোলী হইল দুইজনে।
বিদায় হয়্যা রাজা গেলা আপন ভুবনে ॥ ২৯৯
এইরূপে কর্ণরাজা স্বর্ণদান করি।
আনন্দ সাগরে রহিলা আপনার পুরি ॥ ৩০০
জেখানে কর্ণের বাটী সেই তীর্থস্থান।
আনন্দে মুগের যাত্রী দেখিয়া বেড়ান ॥ ৩০১
কত কত হাটবাজার কত কত গলি।
দেখিয়া দেখিয়া সবে ফিরে চলাচলি ॥ ৩০২

মুঙ্গের হইতে বাড়

সে দিন মোকাম করি প্রভাতে উঠিয়া।
সফরাবাজ বামে রাখি দিনেক বাহিয়া ॥ ৩০৩
সিংহনালা চৌকীঘাটা আর সূর্য্যনালা।
বামেতে রাখিয়া নৌকা করিলেক মেলা ॥ ৩০৪
সূর্য্যগড়া[৯৪] আসি নৌকা উপস্থিত হয়।
এই কালে কাশীনাথ হইলা সদয় ॥ ৩০৫
কাশীনাথ দেওয়ানজীর বুঝিতে ভকতী।
পবনেরে পাঠাইয়া দিলা শীঘ্রগতি ॥ ৩০৬
জাওরে পবন তুমি যথা মোর ভক্ত।
ভয় দেখাইবা তারে বায়ু করি সক্ত ॥ ৩০৭
আজ্ঞামাত্র পবন দেব গিয়া ত্বরাত্বরি।
বাতাস করিলা গিয়া হুড় হুড় করি ॥ ৩০৮
বায়ুবেগে নৌকাগুলা ঘুরিয়া বেড়ায়।
প্রলয় দেখিয়া যাত্রী করে হায় হায় ॥ ৩০৯
উঠে ডুবে ক্ষণে নৌকা ক্ষণে চল্যা জায়।
বাঁচাও বাঁচাও মাজী প্রাণ উড়্যা জায় ॥ ৩১০

৯৪। সূর্য্যগড়া—(সুরজগড়) মুঙ্গের জেলার একটী পরগণা ও তাহার প্রধান সহর। ইহা গঙ্গার তীরে অবস্থিত। নবাবী আমলে এই স্থানে কাছারী, বৃহৎ বাজার প্রভৃতি ছিল।

কি করিলাম কি হইল যাত্রীগণ বলে।
কৃপা কর কাশীনাথ জত যাত্রীর দলে॥ ৩১১
কেহ বলে দুর্গা দুর্গা কেহ বলে শিব।
কৃপা কর কাশীনাথ মরে সব জীব॥ ৩১২
কাতর হইয়া কেহ বলে বাপ বাপ।
মুখে নাহি সরে বাণী নাহি বীর দাপ॥ ৩১৩
মগরার আকার দেখিয়া মহাশয়।
ধ্যানে বসিয়া সদা কাশীনাথ কয়॥ ৩১৪
সহস্র সহস্র বার জপ যদি হইল।
কাশীনাথের ললাটের টঙ্কার লাগিল॥ ৩১৫
দিব্যজ্ঞানে কাশানাথ জানিলা তখন।
মোর ভক্ত কৃষ্ণচন্দ্র কর‍্যাছে স্মরণ॥ ৩১৬
ভক্তি জানি বিশ্বেশ্বরের দয়া হইল মনে।
পবনেরে নিরস্ত করিল ততক্ষণে॥ ৩১৭
নিরস্ত হইলা যদি দেবতা পবন।
হরি হরি বলি যাত্রী উঠিলা তখন॥ ৩১৮
নৌকা হৈতে মহাশয় তখনী উঠিলা।
শঙ্কর মজুমদারের বাসে সে দিন থাকিলা॥ ৩১৯
প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা বায়্যা যায়।
দরিয়াপুরের উজানেতে উপস্থিত হয়॥ ৩২০
সে দিন মোকাম হইল সেই বালি চরে।
প্রভাতে বাহিয়া নৌকা চলিল সত্বরে॥ ৩২১

বাড়েতে[৯৫] আসিয়া নৌকা উপস্থিত হয়।
সক্ত এক চৌকিঘাটা আছয়ে তথায়॥ ৩২২
ভোলা বরকন্দাজ একজন ছিল।
সেফাইর সঙ্গে তার বিরোধ হইল॥ ৩২৩
পশ্চাদ আইল কর্ত্তা চড়িয়া বজরাতে।
দেখিয়া সেফাই সব লাগিল কাঁপিতে॥ ৩২৪
চৌকীঘাটার একজন আছিল প্রধানে।
বিস্তর করিল স্তুতি কর্ত্তা সন্নিধানে॥ ৩২৫
স্তবেতে হইলা তুষ্ট কর্ত্তা গুণবরে।
ক্ষমা করি তথা হৈতে চলিলা সত্বরে॥ ৩২৬
বাড়ের পশ্চিম সে দিন মোকাম হইল।
রামানন্দ সরকার শীঘ্র তথাকারে আইল॥ ৩২৭
বিরোধের কথা শুনি রামানন্দ বলে।
সমোচিত ইহার হইবে এককালে॥ ৩২৮
এতেক বলিয়া সরকার হইলা বিদায়।
প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা বাহি জায়॥ ৩২৯
দেবীপুরে সেই দিন হইল মোকাম।
কর্ত্তার আদেশে পুথি রচে বিজয়রাম॥ ৩৩০

৯৫। বাড়—পাটনা জেলার একটী মহকুমা ও তাহার প্রধান নগর, গঙ্গার তীরে অবস্থিত। একটী প্রধান বাণিজ্য-স্থান।

প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা বাহি দিল।
বৈকুণ্ঠপুরের[৯৬]সন্নিধানে শীঘ্র উত্তরিল ॥ ৩৩১
সেই স্থানে গৌরীশঙ্কর আছেন দেবতা।
সর্ব্বত্র তাঁহার নাম কি কহিব কথা ॥ ৩৩২
যাত্রী লৈয়া মহাশয় গেলা সেই স্থানে।
ষোড়শোপচারে পূজা করিল বিধানে ॥ ৩৩৩
তথাকার ব্রাহ্মণেরে কিছু কিছু দিয়া।
ত্বরায় আইলা কর্ত্তা বজরায় চলিয়া ॥ ৩৩৪
জলপান করিয়া শীঘ্র চলিলা ত্বরিত।
ফতুয়াসহরে[৯৭]আসি হইল উপস্থিত ॥ ৩৩৫

৯৬। বৈকুণ্ঠপুর—পাটনা জেলার একটী প্রসিদ্ধ নগর। ফতোয়া সহর হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে গঙ্গার কূলে অবস্থিত। আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহের মাতা এই স্থানে পরলোক গমন করেন। যে স্থানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই স্থানে একটী "বারাদোয়ারী" অর্থাৎ বারটী দ্বারবিশিষ্ট বৃহৎ ভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং এই উপলক্ষে অনেকগুলি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই নগরে বহুতর তাঁতি ও জোলার বাস ছিল।

৯৭। ফতুয়াসহর—(ফতোয়া) পাটনা জেলার প্রসিদ্ধ নগর, পুনপুন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই সঙ্গমস্থল হিন্দুর

পুনঃপুনা নদী তথা বড় তীর্থস্থান।
যাত্রা-শ্রাদ্ধ করি সবে গয়া চলি জান॥ ৩৩৬
নানাদিগে গলি বাজার ফতুয়াসহরে।
নানাবর্ণে বস্ত্র বিকায় বাজারে বাজারে॥ ৩৩৭
সে দিন মোকাম হৈল সেইত সহরে।
প্রভাতে বাহিয়া নৌকা দিলেক সত্বরে॥ ৩৩৮
রাজা রামনারায়ণ[৯৮] আর জাফর খাঁ[৯৯] পাঠান।
বামেতে রাখিয়া জায় দুঁহার বাগান॥ ৩৩৯

প্রাচীন তীর্থ, এই স্থানে শ্রাদ্ধাদিকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। প্রতি বর্ষে ৩।৪টী মেলা উপলক্ষে সহস্র সহস্র লোক এই সঙ্গমে স্নান করিয়া থাকে।

৯৮। রাজা রামনারায়ণ—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সর্ব্বপ্রকারে হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত বন্ধু। রাজা জানকীরামের মৃত্যুর পর ইনি পাটনায় নায়েব-নাজিমের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে নবাবী সৈন্যের অধিনায়ক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মীরজাফরের সময়েও ইনি পাটনার নায়েব-নবাব ছিলেন। পরে নবাব মীরকাসিমের সময়ে নিকাশীদায়ে পাটনায় বন্দী এবং তাঁহারই আদেশে নিহত হন।

৯৯। জাফর খাঁ—বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁ। ইনি দাক্ষিণাত্যবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। পারস্যদেশীয় জনৈক মুসলমান বণিক ইঁহাকে ক্রয় করিয়া ইস্পাহান নগরে লইয়া যায় এবং তথায় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মহম্মদ হাদি

লোনগোলা বামে রৈল কতেক বাজার।
কূলে কূলে জায় নৌকা তথাচ পাঁথার ॥ ৩৪০
রেকাবগঞ্জ মারুগঞ্জ বামেতে রাখিয়া।
আদামোট রাখি বামে দিলেক বাহিয়া ॥ ৩৪১
ফরাসের কুটীঘাটে উত্তরিল তরি।
মহা আনন্দিত হয়্যা সবে বলে হরি ॥ ৩৪২
পাটনা[১০০] আসিয়া যাত্রী হৈলা উপনীত।
উচ্চস্বরে জয় গঙ্গা বল্যা গায় গীত ॥ ৩৪৩

নামে অভিহিত করে। ইনি অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক ১৭০২ খৃঃ অব্দে "মুর্শিদকুলী খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বাঙ্গালার দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে ইঁহাকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান ও ডেপুটী-নাজিমপদে নিযুক্ত করিয়া "মূতি মুল উল্ মুল্‌ক আলা আন্সওয়ালে জাফর খাঁ নাসিরী নাসির-জঙ্গ" উপাধি প্রদান করেন। মুর্শিদকুলী খাঁ মুক্‌সুদাবাদকে নিজের নামানুসারে "মুর্শিদাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। ১৭২৫ খৃঃ অব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পাটনার নিকটে গঙ্গাতীরবর্ত্তী জাফর খাঁর রমণীয় বাগান তৎকালে এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত রেণেল (Rennell) সাহেবকৃত দক্ষিণ-বেহারের মান-চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০০। পাটনা—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিখ্যাত সহর। নগরের নামানুসারে জেলার নামও পাটনা। গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থান। ইঁহার

কুঞ্জকে পাঠায়্যা দিলা সিংহের নিকট।
হরিষ হইয়া সিংহ পাঠাইলা ভেট ॥ ৩৪৪
নানান সামগ্রী আর নানা জলপান।
সে দিন নৌকাতে স্থিতি জার জেই স্থান ॥৩৪৫
বিষ্ণুসিংহের বাটী বাসা হইল নিশ্চয়।
যাত্রী লৈয়া মহাশয় আইলা তথায় ॥ ৩৪৬
অপূর্ব্ব-নির্ম্মাণ কোঠা মিলান সুন্দর।
বড় বড় বালাখানা অতি মনোহর ॥ ৩৪৭
জাহার জে যোগ্যস্থানে থাকিল সভাই।
চারিশত যাত্রী তথা হইল সামাই[১০১] ॥ ৩৪৮
কত কত যাত্রী রৈলা আর স্থানে স্থানে।
সবে খরচ দিলা কর্ত্তা করিয়া সন্ধানে ॥ ৩৪৯
বড়ই আশ্চর্য্য সহর চারি ক্রোশ নিয়া।
কত কত হাট-বাজার সহর জুড়িয়া ॥ ৩৫০
কত কত বাড়ী জাহ্নবীর ধারে।
নিশান উড়িছে কত কোঠার উপরে ॥ ৩৫১

অপর নাম আজিমাবাদ। সহরের মধ্যে মারুফগঞ্জ, মনসুরগঞ্জ, কিলা, মিরবাইগঞ্জ, মহারাজগঞ্জ,সাদকপুব, আলাবক্সপুর, গুলজারবাগ ও কর্ণেলগঞ্জ এই কয়েকটী স্থান ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র। পাটনা সহর বেহারের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-স্থান।

১০১। সামাই—সঙ্কুলান, বাসের সম্পোষ্য।

পাটনা সহরের নিন্দা ছোট ছোট গলি।
বিষ্ঠা-মূত্রে খিচাখিচী তাহে চলাচলী॥ ৩৫২
পাটনার স্নভাদার রাজা সেতাব রায়[১০২]।
ঘড়ি আদি সগাত[১০৩] কর্ত্তা পাঠাইলা তায়॥ ৩৫৩

১০২। সেতাবরায়—(সিতাবরায়) মুসলমান-শাসনের শেষ-ভাগে এবং ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী। ইনি জাতিতে শকসেন-বংশীয় কায়স্থ। প্রথমে সেতাবরায় বেহারের ডেপুটীদেওয়ান এবং রোটাস্ দুর্গের রক্ষাকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া পাটনায় বাস করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ শাহ-আলম্ যখন পাটনা অবরোধ করেন, সেই সময়ে সেতাবরায় ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া অসাধারণ বীরত্বের সহিত নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সৎসাহসের জন্য সেতাবরায়ের সুখ্যাতি ছিল। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে ইনি আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইনি কয়েকবার নিকাশীদায়ে পীড়িত হইয়াছিলেন। ইংরাজের অনুরোধে বিচারের জন্য ১৭৭১ খৃঃ অব্দে তাঁহাকে নজর-বন্দীরূপে কলিকাতায় পাঠান হয়। বিচারে তিনি নির্দ্দোষ প্রমাণিত হইলেও বারবার রাজহস্তে এইরূপ ভাবে নিগৃহীত হওয়ায় দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয় এবং ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে আজিমাবাদে উপনীত হইয়াই দেহত্যাগ করেন। ১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-বিহারের ভীষণ দুর্ভিক্ষ "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের" সময়ে দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজ সিতাব রায় দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগকে আহার্য্য দিবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

১০৩। সগাত—উপহার, ভেট।

সগাতের সাতে হামরা মুন্সী বিশ্বনাথ।
সেফাই হরকরা কত চলিলেক সাত ॥ ৩৫৪
সগাত দেখিয়া তুষ্ট হৈলা সুভাদার[১০৪]।
ক্রমে ক্রমে শিরোপা করিলা সবাকার ॥ ৩৫৫
পার্সিনবিস বিশ্বনাথ ছিলেন সঙ্গেতে।
জবাব সবার করেন খোট্টার সঙ্গেতে ॥ ৩৫৬
আর এক দিন কর্ত্তা সাজিয়া আপনে।
সাক্ষাত করিতে গেলা সুভাদারের সনে ॥ ৩৫৭
পালকীতে সোয়ারী হয়্যা চলিলেন ত্বরা।
চারিদিগে চলিলেক কতেক হরকরা ॥ ৩৫৮
শীঘ্রগতি উত্তরিলা সুভাদারের কাছে।
দৃষ্টিমাত্র উঠি সুভা প্রণমিলা পাছে॥ ৩৫৯
দণ্ড চারি ছয় কৈলা আলাপ কথন।
আলাপে হইলা তুষ্ট ছিলা জত জন॥ ৩৬০
কর্ত্তার মর্য্যাদা বুঝি সুভা সেতাব রায়।
ঘোড়া আদি শাল খেলাত দিলেন বিদায় ॥ ৩৬১
সিধার সামগ্রী দিলা নানা উপহারে।
বিদায় হইয়া ঘোষাল আইলা বাসারে ॥ ৩৬২

১০৪। সুভাদার (পারসী—সুবাদার) প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা।

এইরূপে কথোদিন রৈলা গুণধাম।
সর্ব্বদা করেন তত্ত্ব দেওয়ান শান্তিরাম[১০৫] ॥ ৩৬৩
দুই উট লৈলা চারিশত টাকা দিয়া।
সামগ্রী চালাইতে গাড়ী লইলা বাছিয়া ॥৩৬৪
যাত্রীগণ আস্যা ছিলা জত জত নায়।
চারিখান নৌকা রাখি করিলা বিদায় ॥ ৩৬৫
বহুমূল্য চিজ[১০৬] জত আছিল সঙ্গেতে।
বাছিয়া বাছিয়া সব রাখিলা বজরাতে ॥ ৩৬৬
নৌকার হামরা লোক দিয়া মহাশয়।
কাশীতে পাঠাইয়া দিলা চারিখান নায় ॥ ৩৬৭
সেতাব রায়কে বলি গয়া করিলা জিম্বাতে।
লালজীকে সঙ্গে লৈলা ফৌজদার করিতে॥ ৩৬৮

১০৫। দেওয়ান শান্তিরাম—ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে মিডলটন (Middleton) সাহেব এবং সর্ টমাস্ রামবোল্ড (Rambold) সাহেবের অধীনস্থ দেওয়ান। ইনি পাটনা ও মুর্শিদাবাদের কার্য্যাদি তত্ত্বাবধান করিতেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ সিংহবংশ ইঁহার নামেই আখ্যাত হইয়া থাকে। এই বংশেই প্রসিদ্ধ মহাভারতানুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০৬। চিজ্ (পারসী) দ্রব্য, জিনিস।

পাটনা হইতে বিদায় হইলা মহামতি।
সোয়ারিতে মনসারাম[১০৭] হইলেন সাতি ॥ ৩৬৯
তথা হৈতে সর্ব্বজন ক্ষৌরকর্ম্ম করি।
ফতুয়া আইলা সব অতি ত্বরা ত্বরি ॥ ৩৭০
পুনঃপুনা নদী তথা মিসাল গঙ্গাতে।
শ্রাদ্ধ করিবারে কর্ত্তা আইলা তথাতে ॥ ৩৭১
স্নান তর্পণ করি সবে পবিত্র হইয়া।
আনন্দে বসিলা সবে সারি সারি হইয়া ॥ ৩৭২
পার্ব্বণ করিয়া কর্ত্তা কৈলা পিণ্ডদানে।
ভোজ্যোৎসর্গ করে কেহ আপনার মনে ॥ ৩৭৩
দুই বর্ণ তাম্বু কানাত সঙ্গেতে আছয়।
তাহার মধ্যেতে রৈলা কর্ত্তা মহাশয় ॥ ৩৭৪
তদবধি সিদ্ধ-চালু পানগুয়া আর।
পরিত্যাগ কৈলা সভে আজ্ঞায় কর্ত্তার ॥ ৩৭৫
প্রাতঃকালে গদাধর করিয়া স্মরণ।
আনন্দিত হয়্যা যাত্রী করিলা গমন ॥ ৩৭৬
শিবশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ আদি জন চারি।
আনন্দে চলিলা সভে হইয়া সোয়ারী ॥ ৩৭৭

১০৭। মনসারাম—পাটনার প্রধান কুঠিয়াল। ইনিও নবাব মীরকাসিম কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হন এবং ইহার বহু অর্থ মীরকাসিম কর্ত্তৃক অপহৃত হয়।

শরীরের পীড়া জখন যাত্রিগণে হয়।
সোয়ারি দিয়া তাহাকে পাঠান মহাশয়॥ ৩৭৮
অগ্রেতে আসিয়া ডেরা পরস্পরা পড়িল।
সেই স্থানে সভাকার মধ্যাহ্ন হইল॥ ৩৭৯
বেলা জখন গগনেতে আছে দণ্ড চারি।
গদাধর স্মরিয়া যাত্রী চলে সারি সারি॥ ৩৮০
হিল্‌সাসহর[১০৮] এক আছে সেই স্থানে।
শীঘ্রগতি তথাকারে আইলা সর্ব্বজনে॥ ৩৮১
তাহার নিকটে আছে বাগিচা সুন্দর।
সে দিন মোকাম হইল তাহার ভিতর॥ ৩৮২
রৌদ্রের ভয়েতে ঘোষাল চলে নিশাভাগে।
শীঘ্রগতি চলি জায় কেহ পাছে আগে॥ ৩৮৩
বামেতে রাখিয়া করসা করিলা গমন।
ইছালমপুর[১০৯] সন্নিধানে আইলা ততক্ষণ॥ ৩৮৪

১০৮। হিল্‌সা—পাটনা জেলাস্থ বেহার মহকুমার একটী গণ্ডগ্রাম। পাটনা হইতে ফতোয়া হইয়া গয়া পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, এক্ষণে সামান্য গ্রাম মাত্র।

১০৯। ইছলামপুর—পাটনা জেলাস্থ বেহার মহকুমার একটী নগর। ইহার অপর নাম অভসরাই। এই স্থান তামাকের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ।

বড়ই অপূর্ব্ব-সহর সড়ক সারি সারি।
নদী নাহি সবে খায় ইন্দারার বারি॥ ৩৮৫
রৌদ্রে পীড়িত হয়্যা জত যাত্রীগণ।
ইন্দারার সন্নিধানে আইলা ততক্ষণ॥ ৩৮৬
তখনী বাঁচিল যাত্রী খায়্যা সেই জল।
সে দিন মোকাম হৈল অশ্বত্থের তল॥ ৩৮৭
সন্ধ্যার সময় সব করিয়া ভোজন।
শেষরাত্রে উঠি যাত্রী করিলা গমন॥ ৩৮৮
গয়ার[১১০] উত্তর ভাগে হইল প্রভাত।
সেই স্থানে যাত্রী সব ধোয় মুখ হাত॥ ৩৮৯

১১০। গয়া—গয়ার নামোৎপত্তি-সম্বন্ধে বায়ুপুরাণীয় গয়া-মাহাত্ম্যে এইরূপ লিখিত আছে,—মহাবলশালী গয় নামে একজন বিষ্ণুভক্ত অসুর ছিল, সে ১২৫ যোজন উচ্চ ও ৬০ যোজন স্থূল; তাহার আকৃতিটা ভয়ঙ্কর হইলেও চরিত্র মন্দ ছিল না। গয়াসুর অতিশয় ধার্ম্মিক ও নম্রস্বভাব ছিল, অকারণে কাহারও কোন অনিষ্ট চিন্তা করিত না। কিছুকাল পরে গয়াসুর কোলাহল-পর্ব্বতে গমন করিয়া বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহার কঠোর তপস্যা দর্শন করিয়া দেবগণের প্রাণ চমকিয়া উঠিল, তাঁহারা সকলে মন্ত্রণা করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন যে, গয় যদি এইরূপ ভাবে আর কিছুকাল তপস্যা করে, তাহা হইলে আমাদের সকলকেই স্বীয় স্বীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে,

কর্ত্তার আগমন শুনি যতেক গয়ালী।
আগু বাড়াইতে গেলা দিয়া ফল্গুর বালী॥ ৩৯০
হাতী ঘোড়া লোকজন চলিলা বিস্তর।
শীঘ্র গিয়া মিলিলেক কর্ত্তার গোচর॥ ৩৯১

অতএব আপনি ইহার উপায় বিধান করুন। দেবগণের এই কথা শুনিয়া বিরিঞ্চি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুসমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন যে, এই সময়ে বর দিয়া গয়কে তপস্যা হইতে বিরত করা উচিত। এই পরামর্শ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি সকলেই কোলাহল-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া গয়াসুরকে বর লইতে বলিলেন। পরোপকারী গয়াসুর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি কিছুই না চাহিয়া বলিল "যদি আপনারা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে এই বর দিন যে, আমার শরীর যেন ব্রাহ্মণ, তীর্থশিলা, দেবতা, মন্ত্র, যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, ধর্ম্মী, জ্ঞাতি প্রভৃতি সকল পবিত্র পদার্থ হইতেও পবিত্র হয়।" দেবগণ অসুরের মনোভিলাষ বুঝিতে না পারিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া যথাস্থানে চলিয়া গেলেন। গয়াসুরের দেহ পবিত্র হইল। তৎপরে তিনি নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন। তাঁহার পবিত্র শরীর দেখিয়া সকল জীব-জন্তুই চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে লাগিল। নগরী জনশূন্য হইয়া পড়িল। তৎপরে গয়াসুর যে গ্রামে বা নগরে যাইতে লাগিল, তথাকার প্রাণিগণই চতুর্ভুজ হইতে লাগিল। তখন দেবগণ অসুরের চাতুরী বুঝিতে পারিলেন এবং চিন্তা করিয়া

আশ্চর্য্য দেখিয়া যাত্রী বলে হরিবোলে।
দুই দলে মিশিয়া হইল মহারোল ॥ ৩৯২
বিচিত্র পালকীতে চড়ি কর্ত্তার গমন।
অশ্বেতে চলিল মনসারাম আদি জন ॥ ৩৯৩

কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ যমরাজের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তার কারণ হইয়া পড়িল, গয়াসুরের দেহ পবিত্র হওয়ায় মনুষ্যাদি জীবজন্তু তাঁহার আয়ত্তের বাহির হইল। যমরাজ অনন্যোপায় হইয়া দেবগণসহ লোক-পিতামহের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গয়াসুরের দেহ পবিত্র দেখিয়া সকলেই পবিত্র হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিতেছে, যমপুরী এক প্রকার জনশূন্য, আপনি ইহার প্রতিবিধান করুন।" ব্রহ্মা তখন দেবগণকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণু-সকাশে উপস্থিত হইলেন এবং কমলযোনি গোলোকপতি বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিয়া গয়াসুরের দেহ যজ্ঞের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় ব্রাহ্মণ কল্পনা করিয়া তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। সমস্ত দেবগণই সেই যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন। গয়াসুরের দেহোপরি যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়। ব্রহ্মার আদেশে যম ধর্ম্মশিলাটী আনয়ন পূর্ব্বক গয়াসুরের দেহের উপরি স্থাপিত করেন এবং তাহাকে নিশ্চল করিবার মানসে দেবগণ তদুপরি দণ্ডায়মান হন। কিন্তু তাহাতেও গয়াসুর নিশ্চল হইল না। পরে স্বয়ং গদাধর বিষ্ণু আসিয়া দেহোপরি দণ্ডায়মান হওয়ায় নিশ্চল হইল। গয়াসুর দেবগণের উদ্দেশ্য বুঝিয়া বলিল, "আপনারা অধমকে আজ্ঞা

বুনাদিগঞ্জ মানপুর আইলা শীঘ্রতর।
সক্ত চৌকী বারো পৈসা লাগে স্বতন্তর ॥ ৩৯৪
জনাজাত বারো পৈসা কার শক্তি রাখে।
যাত্রী লয়্যা জান কর্ত্তা চৌকীদার দেখে ॥ ৩৯৫

করিলেই নিশ্চল হইতাম। আপনারা আমাকে বঞ্চিত করিয়া এরূপ বিরাট আয়োজন করিলেন কেন? দেবগণ তাহার বিনয়-বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে প্রস্তুত হইলে অসুর কহিল, "যে পর্য্যন্ত চন্দ্র, সূর্য্য বা পৃথিবী থাকিবে, তত কাল পর্য্যন্ত সমস্ত দেবতা এই শিলায় অবস্থিতি করিবেন এবং আমার নামে এই স্থানে একটী পুণ্যক্ষেত্র হইবে, ইহার পাঁচ ক্রোশ গয়াক্ষেত্র এবং এক ক্রোশ গয়াশিরঃ, ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে, এইরূপ বর প্রদান করুন।" দেবগণ তাহাই স্বীকার করিলেন। গয়াসুর নিশ্চল হইল। ইহাই গয়াসুরের ইতিহাস। কিন্তু গয়া-মাহাত্ম্য-বর্ণিত গয়াসুরের উপাখ্যানটী বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতে গয়ার অন্তর্গত গয়াশিরঃ, অক্ষয়বট, মহানদী, ধর্ম্মারণ্য, ব্রহ্মসর, ধেনুক-তীর্থ, গৃধ্রবট, উদ্যন্ত পর্ব্বত, যোনিদ্বার, ফল্গু-তীর্থ, ধর্ম্মপ্রস্থ, মতঙ্গাশ্রম ও ধর্ম্মতীর্থ কেবল এই কয়টীর উল্লেখ আছে।

মহাভারতের মতে—অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজর্ষি গয় এই খানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ঐ যজ্ঞে শত সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়; শত শত দধির নদী এবং শত সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত

তথা হৈতে মুরদগঞ্জ আইলা মহাশয়।
তথায় জগাত লাগে টাকা আট নয় ॥ ৩৯৬
এইরূপে পাটনা হৈতে গয়াতে আসিতে।
ছাব্বিস স্থানে কড়ি লাগে আইসে দিতে দিতে॥ ৩৯৭
এ সব জগাতের টাকা পায় মাধবরাম।
দশ হাজার খেতি তার নাহি ধুমধাম ॥ ৩৯৮

হইয়াছিল। রাজর্ষি গয় যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্নদান করিতেন এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিসমূহ বহুবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল, অন্য কোন শব্দ কর্ণগোচর হয় নাই। তিনি যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, সেরূপ কেহ করিতে সমর্থ হন নাই এবং সমর্থ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। দেবগণ গয়রাজ-প্রদত্ত হবিঃ দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা অপর কাহারও দ্রব্য গ্রহণে অভিলাষ করিতেন না। ইনি ব্রহ্মসরোবর-সমীপে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৯৫ অঃ) বোধ হয়, রাজর্ষি গয় এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা গয়া নামে অভিহিত ও মহাপুণ্য স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও এই স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। (মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ৬৬ অঃ) কিন্তু তৎকালে এখনকার মত ৪৫টী বেদী ও অপরাপর বহু তীর্থের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কি, যে গয়া এখন একটী প্রধান বৈষ্ণব-তীর্থ বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, মহাভারতের সময় সেরূপ ছিল বলিয়া মনে হয় না। মহাভারতে গয়াতীর্থের যথেষ্ট বিবরণ থাকিলেও এই তীর্থ-প্রসঙ্গে

রাজা রামনারায়ণের বাগান আছে তথাকারে।
কত জাতি বৃক্ষ তথা কতো ফল ধরে ॥ ৩৯৯
বড় এক বালাখানা আছে সেই স্থলে।
পাল্‌কীতে চড়িয়া তথা গেলেন ঘোষালে ॥ ৪০০

বিষ্ণুর আদৌ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাও নিতান্ত বিস্ময়জনক, সন্দেহ নাই। বরং মহাভারতে লিখিত আছে—,

"উবাস স স্বয়ং তত্র ধর্ম্মরাজঃ সনাতনঃ।"
"যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ॥"

(বনপর্ব্ব ৯৫।১২১।১২২)

অর্থাৎ সেখানে ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন,—পিনাকপাণি মহাদেব যেখানে নিত্য সন্নিহিত আছেন।

বাল্মীকি-রামায়ণেও আছে,—

"শ্রূয়তে ধীমতা তাত শ্রুতির্গীতা যশস্বিনা।
গয়েন যজমানেন গয়েষ্বেব পিতৄন্ প্রতি ॥
পুন্নাম্নো নরকাদ্‌যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ পিতৄন্ যঃ পাতি সর্ব্বতঃ ॥
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা গুণবন্তো বহুশ্রুতাঃ।
তেষাং বৈ সমবেতানামপি কশ্চিৎ গয়াং ব্রজেৎ ॥"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৭।১১-১৩)

শুনা যায়, গয় নামে কোন ধীমান্ ও যশস্বী যজমান পিতৃলোকের উদ্দেশ করিয়া এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন,—'সন্তান পুং নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে ও সর্ব্বতোভাবে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়া পুত্র নামে কথিত হইয়া থাকে। লোকে এই জন্যই

পূর্ব্বেতে শুনিয়া জত গয়ালী-ব্রাহ্মণ।
মুক্ত করি রাখ্যাছিল সেই নিকেতন॥ ৪০১
তাহার উত্তরভাগে পাকা বৈঠকখানা।
মুনসী আদি তথাকারে করিলেন থানা॥ ৪০২
গয়ার বসতীর মধ্যে কত জন গেল।
জার জেই ইচ্ছা হয় সে তথা থাকিল॥ ৪০৩

বহু বিদ্বান্ ও গুণবান্ বহু পুত্র কামনা করেন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক ব্যক্তিও গয়ায় গমন করিবে।'

যাহা হউক, রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গয় নামক রাজর্ষি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া যজ্ঞ করেন বলিয়া এই স্থান গয়া নামে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বে লিখিত আছে,—'গয়রাজের যজ্ঞনিষ্ঠা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তিনি একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এরূপ যজ্ঞ আর কেহ কখন করিতে পারেন নাই। ইঁহার যজ্ঞের সুবর্ণময় বেদিটী দৈর্ঘ্যে ৩০ যোজন ও প্রস্থে ২৬ যোজন নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইঁহার যজ্ঞফলে একটী বটবৃক্ষ চিরজীবী হয়, তাহাই 'অক্ষয়বট' নামে প্রসিদ্ধ। যজ্ঞের অবসানে ব্রহ্ম নামক একটী সরোবর প্রস্তুত হইয়াছিল।'—(দ্রোণপর্ব্ব, ৬৬ অঃ) যাহা হউক, বৌদ্ধপ্রভাব-কালে এখানকার যাগযজ্ঞ বিলুপ্ত হইয়াছিল। তৎপরে ব্রাহ্মণগণ অসুররূপী বৌদ্ধসমাজকে পদদলিত করিয়া এখানে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও যাগযজ্ঞ পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, গয়া-মাহাত্ম্যে গয়াসুর ও গদাধর-প্রসঙ্গে সেই ঘটনাই রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

জেই দিবস মহাশয় গয়াতে পৌছিল।
কতেক গয়ালী সব আসিয়া মিলিল ॥ ৪০৪
পাগ পটুকা জোড়া জামা সবাই পরিয়া।
মধ্যাহ্নের সূর্য্য জেন মিলিল আসিয়া ॥ ৪০৫
গয়াসুরের মুণ্ড আছে এক ক্রোশ জুড়ী।
গয়ার বসতি স্থান পঞ্চক্রোশ বেড়ী ॥ ৪০৬

যথা—

"পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ।"
(গয়ামা° ১।২৬)

বিভব পুত্র ইচ্ছা করে কোন কোনজন।
গয়ার পিণ্ড দিয়া মোরে করিবে তারণ ॥ ৪০৭

যথা—

"ইষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যপ্যেকো গয়াং ব্রজেৎ।
গয়াপ্রাপ্তং সুতং দৃষ্ট্বা পিতৃণামুৎসবো ভবেৎ॥"
(গয়ামা°)

এক দিগে ফল্গুনদী গিরি তিন পাশে।
অতি উচ্চ পর্ব্বত জে উঠ্যাছে আকাশে ॥ ৪০৮
পাকা সহর গয়াপুরী বেষ্টিত পর্ব্বতে।
দূরস্থ পর্ব্বত যেন দেখয়ে কাছেতে ॥ ৪০৯
ত্বরা ত্বরি জায় যাত্রী এই বলি বলি।
পথের নাহিক সংখ্যা ফির্য়া আইসে চলি ॥ ৪১০

গয়ায় জতেক নারী পরমাসুন্দরী।
গজেন্দ্রগমনে চলে অতি ধীরি ধীরি ॥ ৪১১
জে দিন পৌছিলা যাত্রী লৈয়া গয়াপুরি।
সংযম করিলা শ্রাদ্ধের ক্ষৌরকর্ম্ম করি ॥ ৪১২
এক ক্রোশ মধ্যে লোক সাবধানে রবে।
পাপ কর্ম্ম কৈলে সেই রসাতল জাবে ॥ ৪১৩
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কবি বিজয়রাম কয়।
বিশারদে পালন করিবা মহাশয় ॥ ৪১৪

গয়াশ্রাদ্ধ

আরে আরে চলিল চলিল ঘোষাল শ্রাদ্ধ করিবারে। ধুয়া।

অথ স্নানমন্ত্রম্,—

"কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ ॥
ফল্গুতীর্থপুণ্যজলে করোমি স্নানমাদিতঃ।
পিতৃণাং পুণ্যলোকায় ভক্তিমুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে ॥"
তাম্বু কানাত টাঙ্গাইয়া ঘোষাল-তনয়।
তাহার মধ্যেতে গিয়া উপস্থিত হয় ॥ ৪১৫
দশঅগ্রি জ্যৈষ্ঠ শনিবার পূর্ণিমা নামে তিথি।
গয়াশ্রাদ্ধ আরম্ভ হইল শাস্ত্রবিধি ॥ ৪১৬
হৃষ্টচিত্ত মহাশয় আনন্দিত মতি।
যাত্রী লয়্যা ফল্গুতীরে[১১১] গেলা শীঘ্রগতি ॥ ৪১৭

১১১। ফল্গুতীর্থ—ফল্গু নদীই গয়া-মাহাত্ম্যে ফল্গুতীর্থ নামে পরিচিত হইয়াছে। যথা,—

"ফল্গুতীর্থং ব্রজেত্তস্মাৎ সর্ব্বতীর্থোত্তমোত্তমম্।
মুক্তির্ভবতি কর্ত্তৃণাং পিতৃণাং শ্রাদ্ধতঃ সদা ॥
ব্রহ্মণা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ ফল্গুকো হ্যভবৎ পুরা।
দক্ষিণাগ্নৌ হুতং তত্র তদ্রজঃ ফল্গুতীর্থকম্ ॥
তীর্থানি যানি সর্ব্বাণি ভুবনেষ্বখিলেষ্বপি।
তানি স্নাতুং সমায়ান্তি ফল্গুতীর্থং সুরৈঃ সহ ॥

গয়ালী পুরোহিত তথা হইল মিলিত।
স্নান করি যাত্রী শ্রাদ্ধে হৈলা নিয়োজিত ॥ ৪১৮
পার্ব্বণ করিলা সবে হয়্যা হৃষ্টমন।
জয় জয় গদাধর করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৪১৯

গঙ্গাপাদোদকং বিষ্ণোঃ ফল্গুর্হ্যাদিগদাধরঃ।
স্বয়ং হি দ্রবরূপেণ তস্মাৎ গঙ্গাধিকং বিদুঃ ॥
অশ্বমেধসহস্রাণাং সহস্রং যঃ সমাচরেৎ।
নাসৌ তৎফলমাপ্নোতি ফল্গুতীর্থে যদাপ্নুয়াৎ ॥
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
সপিণ্ডকং স্বসূত্রোক্তং নমেদথ পিতামহম্ ॥
নমঃ শিবায় দেবায় ঈশায় পুরুষায় বৈ।
অঘোরবামদেবায় সদ্যোজাতায় শম্ভবে ॥
ফল্গুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বা দেবং গদাধরম্।
আত্মানং তারয়েৎ সদ্যো দশ পূর্ব্বান্ দশাপরান্ ॥
নত্বা গদাধরং দেবং মন্ত্রেণানেন পূজয়েৎ।
ওঁ নমো বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় শ্রীধরায় চ বিষ্ণবে ॥
পঞ্চতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৄন্।
অমৃতৈঃ পঞ্চভিঃ স্নানং পুষ্পবস্ত্রাদ্যলঙ্কৃতম্।
ন কুর্য্যাদ্‌যো গদাপাণেস্তস্য শ্রাদ্ধমসার্থকম্ ॥
নাগকূটাদ্‌গৃধ্রকূটাদ্‌যূপাদুত্তরমানসাৎ।
এতদ্‌গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে ॥
(গয়ামা° ৭। ১২—২২)

মহাশয় শ্রাদ্ধ কৈলা দান ধ্যান করি।
ফল্গুশ্রাদ্ধ হৈল জল ভরিয়া গর্গরি ॥ ৪২০
চয়নরাম পাঁড়ে হৈলা যাত্রীগণের মুদী।
সামগ্রী লইবে যাত্রী অক্ষয়বটাবধি ॥ ৪২১
তৎপরে করিয়া লেখা সবে তঙ্কা।
থাকিবে তাবত যাত্রীর প্রাণে প্রাণ শঙ্কা ॥ ৪২২
চাল আটা সরকরা মধু চিনি ঘৃত।
যাবৎ কর্ম্ম সমাপন তাবত এই মত ॥ ৪২৩
ফল্গু পিণ্ডদান করি ঘোষাল-নন্দন।
ব্রাহ্মণ ফলাহার হৈল না জায় গণন ॥ ৪২৪
এক এক পয়সা পায়্যা ফকির বৈষ্ণব।
আনন্দে ফলাহার হৈল বলি হরিরব ॥ ৪২৫
পরদিন রামশিলা[১১২] আর কাকবলি।
রামপদে পিণ্ড দিতে চলে চলাচলি ॥ ৪২৬

"সাক্ষাদ্গয়াশিরস্তত্র ফল্গুতীর্থাশ্রিতং কৃতম্ ॥
নাগাজ্জনার্দ্দনাদ্‌ব্রহ্মযূপাচ্চোত্তরমানসাৎ।
এতদ্গয়াশিরঃ প্রোক্তং ফল্গুতীর্থং তদুচ্যতে ॥
পিতামহং সমাসাদ্য যাবদুত্তরমানসম্।
ফল্গুতীর্থন্তু বিজ্ঞেয়ং দেবানামপি দুর্ল্লভম্ ॥" (৭।৪১—৪৩)

১১২। রামশিলা—বায়ুপুরাণীয় গয়া-মাহাত্ম্যে এই স্থান ভরতাশ্রম, মতঙ্গপদ, রামতীর্থ ও কুণ্ডপর্ব্বত বলিয়া পরিচিত

আকাশপ্রমাণ উচ্চ সেই রামশিলা।
প্রাণপনে উঠি তাহে সবে পিণ্ড দিলা ॥ ৪২৭

হইয়াছে। যেখানে রাম সীতা দেবীর সহিত স্নান করিয়াছিলেন, সেই স্থান রামতীর্থ, রাম বনগমন করিলে ভরত আসিয়া যে স্থানে পিতৃপিণ্ডদান ও রাম-লক্ষ্মণাদির কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, সেই স্থান ভরতাশ্রম এবং মতঙ্গ যেখানে অবস্থান করিতেন, সেই স্থান মতঙ্গপদ বলিয়া পরিচিত হয়। যথা,—

"দৈত্যস্য মুণ্ডপৃষ্ঠে তু যস্মাৎ সা সংস্থিতা শিলা।
তস্মাৎ স মুণ্ডপৃষ্ঠাদ্রিঃ পিতৃণাং ব্রহ্মলোকদঃ ॥
আচ্ছাদিতঃ শিলাপাদঃ প্রভাসেনাদ্রিণা যতঃ।
ভাসিতো ভাস্করেণেতি প্রভাসঃ পরিকল্পিতঃ ॥
প্রভাসং হি বিনির্ভিদ্য শিলাঙ্গুষ্ঠো বিনির্গতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোত্থিত ঈশোঽপি প্রভাসেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
শিলাঙ্গুষ্ঠৈকদেশো যঃ সা চ প্রেতশিলা স্মৃতা।
পিণ্ডদানাদ্‌যতস্তস্যাং প্রেতত্বান্মুচ্যতে নরঃ ॥
মহানদীপ্রভাসাদ্র্যোঃ সঙ্গমে স্নানকৃন্নরঃ।
রামো দেব্যা সহ স্নাতো রামতীর্থং ততঃ স্মৃতম্ ॥
প্রার্থিতোঽত্র মহানদ্যা রাম স্নাতো ভবেতি চ।
রামতীর্থং ততো ভূত্বা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥
জন্মান্তরশতং সাগ্রং যৎ কৃতং দুষ্কৃতং ময়া।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতু রামতীর্থাভিষেচনাৎ ॥
মন্ত্রেণানেন যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্ব্বীত মানবঃ।
রামতীর্থে পিণ্ডদস্তু বিষ্ণুলোকং প্রযাত্যসৌ।

শ্রীরামের মূর্ত্তি আছে তাহার উপর।
প্রণাম করিয়া সবে নাঁবিলা সত্বর ॥ ৪২৮
রামহ্রদে পিণ্ড দিয়া কাকবলি[১১৩] জায়।
সরাকরা ভাঙ্গি তথা আসিলা বাসায় ॥ ৪২৯

তথেত্যুক্ত্বা স্থিতো রামঃ সীতয়া ভরতাগ্রজঃ ॥
রাম রাম মহাবাহো দেবানামভয়ঙ্কর।
ত্বাং নমস্তেঽত্র দেবেশং মম নশ্যতু পাতকম্ ॥
মন্ত্রেণানেন যঃ স্নাত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্।
প্রেতত্বাত্তস্য পিতরো বিমুক্তাঃ পিতৃতাং যযুঃ ॥
আপস্ত্বমসি দেবেশ জ্যোতিষাং পতিরেব চ।
পাপং নাশয় মে দেবো মনোবাক্কায়কর্ম্মজম্ ॥
নমস্কৃত্য প্রভাসেশং ভাসমানং শিবং ব্রজেৎ।
তঞ্চ শম্ভুং নমস্কৃত্য কুর্য্যাদ্‌যমবলিং ততঃ ॥
রামে বনং গতে শৈলমাগত্য ভরতঃ স্থিতঃ।
পিতৃপিণ্ডাদিকং কৃত্বা রামং সংস্থাপ্য তত্র চ ॥
রামং সীতাং লক্ষ্মণঞ্চ মুনীন্ স্থাপিতবান্ প্রভুঃ।
ভরতস্যাশ্রমে পুণ্যে নিত্যপুণ্যতমৈর্ব্বৃতম্।
মতঙ্গস্য পদং তত্র দৃশ্যতে সর্ব্বমানুষৈঃ ॥"

(গয়া-মাহাত্ম্য ৪।১২-২৫ শ্লোক)

১১৩। কাকবলি—যমরাজ, ধর্ম্মরাজ ও তাঁহাদের দুইটী কুকুরের উদ্দেশে বলি দিয়া তৎপরে কাকদিগের উদ্দেশে বলি দিবার ব্যবস্থা আছে। যথা,—

প্রভাতে উঠিয়া কর্ত্তা ফল্গু-স্নান করি।
যাত্রী লয়্যা গেলা প্রেতশিলা[১১৪] বরাবরি ॥ ৪৩০

"ততো যমবলিং দত্ত্বাৎ মন্ত্রেণানেন সংযতঃ।
যমরাজধর্ম্মরাজৌ নিশ্চলার্থং ব্যবস্থিতৌ ॥
তাভ্যাং বলিং প্রযচ্ছামি পিতৄণাং মুক্তিহেতবে।
ততঃ শ্বানবলিং দত্ত্বাৎ মন্ত্রেণানেন নারদ ॥
দ্বৌ শ্বানৌ শ্যামধবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং বলিং প্রদাস্যামি রক্ষেতাং পথি সর্ব্বদা ॥
ততঃ কাকবলিং দত্ত্বান্মন্ত্রেণানেন নারদ।
ঐন্দ্রবারুণবায়ব্য-যাম্যা বৈ নৈর্ঋতাস্তথা।
বায়সা প্রতিগৃহ্নন্তু ভূমৌ পিণ্ডং সমর্পিতম্ ॥"

(গয়া-মাহাত্ম্য ৭।৩৮-৪০)

১১৪। প্রেতশিলা,—

আদিপালেন গিরিণা সমাক্রান্তং শিলোদরম্।
তত্রাস্তে গজরূপেণ বিঘ্নেশো বিঘ্ননাশনঃ ॥
তং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে বিঘ্নৈঃ পিতৄন্ ব্রহ্মপুরং নয়েৎ।
নিতম্বে মুণ্ডপৃষ্ঠস্য দেবদারুবনস্থভূৎ ॥
মুণ্ডপৃষ্ঠারবিন্দ্যাদ্রী দৃষ্ট্বা পাপং বিনাশয়েৎ।
গয়ানাভৌ সুষুম্নায়াং পিণ্ডদঃ স্বর্গয়েৎ পিতৄন্ ॥
শিলায়া বামপাদে তু স্থাপিতঃ প্রেতপর্ব্বতঃ।
ধর্ম্মরাজেন পাপেভ্যো গিরিঃ প্রেতশিলাহ্বয়ঃ ॥

(গয়া-মা° ৪।৬৫-৬৭)

দেওয়ান মাধবরাম তাঁর সঙ্গে চলে।
হইল আশ্চর্য্য শোভা দুই জনের দলে ॥ ৪৩১
গয়া হৈতে প্রেতশিলা তিন ক্রোশ পথ।
পেড়া সঙ্গে চলে জত যাত্রী শতে শত ॥ ৪৩২
উঠিলা পর্ব্বতে কর্ত্তা যাত্রী সাতে সাতে।
উঠিতে উঠিতে উঠে আকাশ-পর্ব্বতে ॥ ৪৩৩
পর্ব্বতে উঠিয়া ঘোষাল কৈলা পিণ্ডদান।
পুরোহিত হৈল ব্রাহ্মণ প্রেত্যা প্রধান ॥ ৪৩৪
বীরেশ্বর নাম তার বলে সর্ব্ব নরে।
সাল খেলাত দিলা দান তারে ॥ ৪৩৫
এক বনাত দিলা তারে পঞ্চাশ তঙ্কা আর।
তুষ্ট হয়্যা দিলা তারে মোহর সোনার ॥৪৩৬
একো পুরোহিতের কতেক যজমান।
কবুল করিয়া তারে করায় পিণ্ডদান ॥ ৪৩৭
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কান্দে কুক দেয় ক্ষণে।
মুখে মুখ ঘসে ক্ষণে ক্ষণে দেয় কানে ॥ ৪৩৮
এইরূপে যাত্রী টাকা কবুল করিলা।
পিণ্ডদান করি সবে নীচেতে নাবিলা ॥ ৪৩৯
ব্রহ্মকুণ্ডে[১১৫] তর্পণাদি কর্য্যা পিণ্ডদান।
কর্ত্তার সামগ্রী সবে কৈলা জলপান ॥ ৪৪০

১১৫। ব্রহ্মসর বা ব্রহ্মকুণ্ড—গয়া-প্রসঙ্গারম্ভে এই ব্রহ্মসরের উৎপত্তি-কথা বর্ণিত হইয়াছে। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

জলপান করি সবে স্নিগ্ধযুক্ত হয়্যা।
রৌদ্রে দগ্ধ হয়্যা আইলা গয়ায় চলিয়া ॥ ৪৪১

"তৃতীয়ে ব্রহ্মসরসি স্নাত্বা শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকম্।
কৃত্বা সর্ব্বপ্রমাণেন মন্ত্রেণ বিধিবৎ সুত ॥
স্নানং করোমি তীর্থেঽস্মিন্ ঋণত্রয়বিমুক্তয়ে।
তৎকূপযূপয়োর্ম্মধ্যে ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥
যাগঃ কৃত্বোত্থিতো যূপো ব্রহ্মণা যূপ ইত্যসৌ।
কৃত্বা ব্রহ্মসরঃশ্রাদ্ধং সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৃন্ ॥
যূপং প্রদক্ষিণীকৃত্য বাজপেয়ফলং লভেৎ।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য ব্রহ্মলোকং নয়েৎ পিতৃন্ ॥
নমোঽস্তু ব্রহ্মণেঽজায় জগজ্জন্মাদিরূপিণে।
ভক্তানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ তারকায় নমো নমঃ ॥
গোপ্রচারসমীপস্থা আম্রা ব্রহ্মপ্রকল্পিতাঃ।
তেষাং সেচনমাত্রেণ পিতরো মোক্ষগামিনঃ ॥
আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং ব্রহ্মদেবময়ং তরুম্।
বিষ্ণুরূপং প্রসিঞ্চামি পিতৃণাং মুক্তিহেতবে ॥"

(গয়া-মা° ৭।৩০-৩৬)

অর্থাৎ যাঁহারা সম্যক্ গয়াযাত্রা করিবেন, তাঁহারা তৃতীয় দিনে ব্রহ্মসরে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করিবেন। ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপ-মধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ব্রহ্মলোকে নীত হন। ব্রহ্মযূপ প্রদক্ষিণ করিলেও বাজপেয়-ফল লাভ হয়। এখানে 'নমোঽস্তু ব্রহ্মণেঽজায়' ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মাকে নমস্কার করিলেও ব্রহ্মলোকে গতি হয়। এখানে গোপ্রচারের নিকট ব্রহ্মদ্বারা আম্রবৃক্ষ

কাতর হইয়া সবে আইলা স্থানে স্থান।
বাসে আসি দধি-পেড়া কৈলা জলপান ॥ ৪৪২
গয়ার সমান পেড়া নাহি কোন দেশে।
অপূর্ব্ব পাইয়া খায় আমোদ হরিষে ॥ ৪৪৩
পরদিন পঞ্চতীর্থে পিণ্ডদান করি।
ক্লিষ্ট হইয়া আইলা বাসা বরাবরি ॥ ৪৪৪
উত্তরমানস[১১৬] উদীচী আর কন্‌খল।

প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আম্রতরু ব্রহ্মসরোদ্ভূত, ব্রহ্মদেবময় ও বিষ্ণুস্বরূপ, 'আম্রং ব্রহ্মসরোদ্ভূতং' ইত্যাদি মন্ত্রে এই আম্রতরুমূলে জল সেচন করিলে পিতৃগণ মোক্ষলাভ করেন।

১১৬। উত্তরমানস, দক্ষিণমানস, উদীচী ও কনখল সম্বন্ধে গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"আদৌ তু পঞ্চতীর্থেষু চোত্তরে মানসে বিধিঃ।
আচম্য কুশহস্তেন শিরশ্চাভ্যুক্ষ্য বারিণা॥
উত্তরং মানসং গচ্ছেন্মন্ত্রেণ স্নানমাচরেৎ।
উত্তরে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে।
স্নানার্থং তর্পণং কৃত্বা শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ সপিণ্ডকম্ ॥
মানসং হি সরোহ্যত্র তস্মাদুত্তরমানসম্।
সূর্য্যং নত্বার্চ্চয়িত্বাথ সূর্য্যলোকং নয়েৎ পিতৄন্॥
নমো ভগবতে ভর্ত্রে সোমভৌমজ্ঞরূপিণে।
জীবভার্গবসৌরেয়রাহুকেতুস্বরূপিণে ॥

উত্তরান্মানসাম্মৌনী ব্রজেদ্দক্ষিণমানসম্।
উদীচীতীর্থমিত্যুক্তং তত্রোদীচ্যাং বিমুক্তিদম্।
অত্র স্নাতো দিবং যাতি স্বশরীরেণ মানবঃ॥
মধ্যে কনখলং তীর্থং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
স্নাতঃ কনকবদ্ভাতি নরো যাতি পবিত্রতাম্॥
তস্য দক্ষিণভাগে চ তীর্থং দক্ষিণমানসম্।
দক্ষিণে মানসে চৈব তীর্থত্রয়মুদাহৃতম্॥
স্নাত্বা তেষু বিধানেন কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং পৃথক্ পৃথক্॥
দক্ষিণে মানসে স্নানং করোম্যাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সূর্য্যলোকাদিসংসিদ্ধিসিদ্ধয়ে পিতৃমুক্তয়ে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপৌঘযাতনায়া বিমুক্তয়ে॥
দিবাকর করোমীহ স্নানং দক্ষিণমানসে।
নমামি সূর্য্যং তৃপ্ত্যর্থং পিতৄণাং তারণায় চ।
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যায়ায়ুরারোগ্যবৃদ্ধয়ে॥"

(গয়া-মা° ৭।১-১১)

অর্থাৎ গয়া-মাহাত্ম্যের মতে প্রথম দিনেই উত্তরমানসে গমন করা বিধি। তথায় মানস নামে একটী সরোবর আছে, ইহা গয়ার প্রথম তীর্থ ও মুণ্ডপৃষ্ঠ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে "উত্তরে মানসে স্নানং" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক স্নান করিয়া পরে দেব প্রভৃতির তর্পণ করিয়া পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধ করিতে হয়।

উত্তরমানসে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া মৌনী হইয়া দক্ষিণমানসে যাইতে হয়।

উত্তরমানস ও উদীচী নদীর মধ্যে কনখল নামে পিতৃমুক্তিদায়ক

দক্ষিণমানস তীর্থ আর জীবলোল[১১৭] ॥ ৪৪৫
এই পঞ্চতীর্থ নাম সর্ব্বলোকে বলে।
সে দিন বঞ্চিলা সবে অতি কুতুহলে ॥ ৪৪৬
চারিদিন মহাশয় সম্বরী হইয়া।
দাহতে ছটফট কর‍্যা বেড়াল গড়িয়া ॥ ৪৪৭

একটী তীর্থ আছে। গয়ামাহাত্ম্য ও অগ্নিপুরাণের মতে এই তীর্থে স্নান করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

বিষ্ণুপদমন্দিরের কিছু দূরে একটী সরোবর ও একটী সূর্য্য-মন্দির আছে। গয়ামাহাত্ম্যে ঐ সূর্য্যমূর্ত্তি মৌনার্ক নামে বর্ণিত। ঐ অরুণচালিত সপ্তাশ্বরথে দ্বিহস্ত সূর্য্যমূর্ত্তি বিরাজমান। সরোবরের পশ্চিমে যে স্থলে একটী নিমগাছ আছে, সেই স্থানকেই লোকে কনখল বলিয়া থাকে। ইহার দক্ষিণে দক্ষিণমানস, এখানেও তিনটী তীর্থ বিদ্যমান। এখানে 'দিবাকর করোমীহ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা স্নান ও পূজা করিয়া শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান এবং দানান্তে ঐ মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মৌনার্ককে প্রণাম করিতে হয়।

১১৭। জীবলোল—লোলজিহ্বা। গয়া-মাহাত্ম্যে 'লেলিহান তীর্থ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে,—

"বিশালায়াং লেলিহানে তীর্থে চ ভরতাশ্রমে।
পাদাঙ্কিতে মুণ্ডপৃষ্ঠে গদাধরসমীপতঃ ॥
তীর্থে চাকাশগঙ্গায়াং গিরিকর্ণমুখেষু চ।
স্নাতোঽথ পিণ্ডদো ব্রহ্মলোকং কুলশতং নয়েৎ ॥"

(গয়া-মা° ৮।২৪-২৫)

বিশারদ কবিরাজ সঙ্গেতে আছিলা।
শ্রেষ্ঠ দ্রব্য দিয়া   করিলা। ৪৪৮
১৮ আঠারত্রিঞি জ্যৈষ্ঠতে কর্ত্তা পাল্‌কীতে চড়িয়া।
ধর্ম্মারণ্যে[১১৮] চলি গেলা গদাই স্মরিয়া॥ ৪৪৯
স্ব   করিয়া তর্পণে।
মাতঙ্গবাপী[১১৯] ধর্ম্মারণ্যে কৈলা পিণ্ডদানে॥৪৫০
সেই স্থানে অতিবাদ ভিখারির ঘটা।
স   পায়্যা ছুটা ছুটা॥ ৪৫১
ঐ পথে বোধগয়ায়[১২০] করিলা প্রস্থান।
সেই স্থানে কত দেব প্রস্তরনির্ম্মাণ॥ ৪৫২

১১৮। ধর্ম্মারণ্য—এই স্থানে ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"ধর্ম্মারণ্যং তত্র ধর্ম্মো যস্মাদ্‌যজ্ঞমকারয়ৎ।
গমনাদ্‌ব্রহ্মলোকাপ্তির্ভবত্যেব হি নারদ॥"
(গয়া-মা° ৭।২৩)

১১৯। মতঙ্গবাপী—মতঙ্গবাপীতে স্নানান্তে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে মতঙ্গেশ্বরকে প্রণাম করিতে হয়,—

"মতঙ্গবাপ্যাং যঃ স্নাত্বা তর্পণং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
গত্বা নত্বা মতঙ্গেশমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ॥
প্রমাণং দেবতাঃ সন্তু লোকপালাশ্চ সাক্ষিণঃ।
ময়াগত্য মতঙ্গেঽস্মিন্ পিতৄণাং নিষ্কৃতিঃ কৃতা॥"
(গয়া-মা° ৭।২৪-২৫)

১২০। বোধগয়া—ইহাই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধক্ষেত্র। এখানে ভগবান্ শাক্যবুদ্ধ সম্যক্‌সম্বোধি লাভ করেন। সম্রাট্

তাঁহে প্রণমিয়া গোসাঞি।
কাশীরাজার ইষ্ট হন অঙ্গে শোভে ছাই ॥ ৪৫৩

অশোকের সময় হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠিত নানা বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন এখানে বিদ্যমান। এই স্থান ব্রাহ্মণদিগের হস্তগত হইলে বৌদ্ধদিগের সঙ্গে অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের নিকটও তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

মহাভারতে লিখিত আছে,—ধর্ম্মারণ্যের পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মতীর্থ। ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরতীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়। ব্রহ্মা এই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়াছিলেন, ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল হয়। গয়ামাহাত্ম্য-মতে,—

"পূর্ব্বং হি ব্রহ্মতীর্থে চ কূপে শ্রাদ্ধাদি কারয়েৎ।
তৎকূপযূপয়োর্ম্মধ্যে সর্ব্বাংস্তারয়তে পিতৃন্।
ধর্ম্মং ধর্ম্মেশ্বরং নত্বা মহাবোধিতরুং নমেৎ ॥
নমস্তেঽশ্বত্থরাজায় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মনে।
বোধিদ্রুমায় কর্ত্তৃণাং পিতৃণাং তারণায় চ ॥
যেঽস্মৎকুলে মাতৃবংশে বান্ধবা দুর্গতিং গতাঃ।
ত্বদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চ স্বর্গতিং যান্তু শাশ্বতীম্ ॥
ঋণত্রয়ং ময়া দত্তং গয়ামাগত্য বৃক্ষরাট্।
ত্বৎপ্রসাদাম্মহাপাপাদ্বিমুক্তোঽহং ভবার্ণবাৎ ॥"

(গয়া-মা° ৭।২৬-২৯)

অর্থাৎ ঐ ব্রহ্মকূপ ও ব্রহ্মযূপমধ্যে শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ উদ্ধার হন। ইহারই নিকট (বুদ্ধগয়াস্থ) মহাবোধি নামক অশ্বত্থ

অমরাবতী তুল্য তাঁর সেই গ্রামখানি।
গোস্বামারে ধরণী ॥৪৫৪
তাঁরে প্রণাম করি বাসে করিলা প্রস্থান।
শীঘ্র আসি দধি-পেড়া কৈলা জলপান ॥ ৪৫৫
পরদিন ব্রহ্মসরে স্নান তর্পণ করি।
পিণ্ডদান কৈলা তথা বস্ত্যা সারি সারি ॥ ৪৫৬
কাকবলিতে পিণ্ডদান ভাঙ্গ্যা সরাকরা।
যাত্রী লয়্যা বাসে কর্ত্তা চলিলেন ত্বরা ॥ ৪৫৭

বৃক্ষ। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মেশ্বরকে নমস্কার করিয়া মহাবোধিতরুকে এই তিন মন্ত্রদ্বারা নমস্কার করিবে,—

"চলদ্দলায় বৃক্ষায় সর্ব্বদা স্থিতিহেতবে।
বোধিসত্ত্বায় যজ্ঞায় অশ্বত্থায় নমো নমঃ ॥ ১
একাদশোঽসি রুদ্রাণাং বসূনাং পাবকস্তথা।
নারায়ণোঽসি দেবানাং বৃক্ষরাজোঽসি পিপ্পল ॥ ২
অশ্বত্থ যস্মাত্বয়ি বৃক্ষরাজ নারায়ণস্তিষ্ঠতি সর্ব্বকালম্।
অতঃ শুভস্ত্বং সততং তরূণাং ধন্যোঽসি দুঃস্বপ্ন-
বিনাসনোঽসি ॥" ৩

তৎপরে (বুদ্ধগয়াস্থ) বিষ্ণুকে (বুদ্ধকে) এই বলিয়া নমস্কার করিবে,—

"অশ্বত্থরূপিণং দেবং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
নমামি পুণ্ডরীকাক্ষং বৃক্ষরূপধরং হরিম্ ॥"

প্রভাতে উঠিয়া বিষ্ণু-রুদ্রপদে[১২১] স্নান।
পার্ব্বণ করিয়া সবে কৈলা পিণ্ডদান ॥ ৪৫৮

১২১। বিষ্ণুপদ—গয়াসুরের মস্তকে বিষ্ণু পদ সন্নিবেশ করিলে যে পদচিহ্ন থাকিয়া যায়, তাহাই বিষ্ণুপদ নামে খ্যাত, ইহাই গয়ার সর্ব্বপ্রধান বৈষ্ণবস্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। এই বিষ্ণুপদ সম্বন্ধে গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"মুণ্ডপৃষ্ঠান্নগাধস্তাৎ সাক্ষাত্তৎ ফল্গুতীর্থকম্।
আস্তো গদাধরো দেবো ব্যক্তাব্যক্তাত্মনা স্থিতঃ।
বিষ্ণ্বাদিপদরূপেণ পিতৄণাং মুক্তিহেতবে ॥
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্।
স্পর্শনাৎ পূজনাদ্বাপি পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥
শ্রাদ্ধং সপিণ্ডকং কৃত্বা কুলসাহস্রমাত্মনা।
নয়েদ্বিষ্ণুপদং দিব্যমনন্তং শিবমব্যয়ম্ ॥
শ্রাদ্ধং কৃত্বা রুদ্রপদে নয়েৎ কুলশতং নরঃ।
সহাত্মনা শিবপুরং তথা ব্রহ্মপদে নরঃ ॥"
(গয়া-মা° ৭।৪৫-৪৮)

গয়ামাহাত্ম্য-মতে স্বয়ং ভীষ্মও এই বিষ্ণুপদে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন।

"ভীষ্মো বিষ্ণুপদে শ্রেষ্ঠে আহূয় পিতরং স্বকম্।
শ্রাদ্ধং কৃত্বোদ্যতো দাতুং পিত্রাদিভ্যশ্চ পিণ্ডকম্ ॥
পিতুর্বিনির্গতৌ হস্তৌ গয়াশিরশি শন্তনোঃ।
নাদাৎ পিণ্ডং করে ভীষ্মো দদৌ বিষ্ণুপদে ততঃ ॥"
(গয়া-মা° ৭।৬৯-৭০)

সে দিন ব্রাহ্মণ সব করাল্যা ভোজন।
হামরা থাকিল্যা মুন্সী লয়্যা কত জন ॥ ৪৫৯
দুই দিনে ষোলো বেদী পিণ্ডদান করি।
আনন্দে বাসায় গেলা দেখ্যা গয়েশ্বরী ॥ ৪৬০
১ ব্রহ্মপদ[১২২] ২ কার্ত্তিকপদ ৩ সত্যপদ আর।
৪ দক্ষিণাগ্নিপদ ৫ আহবনীয়পদ ৬ চন্দ্রপদ-সার ॥ ৪৬১
৭ দধীচিপদ ৮ গণেশপদ আর ৯ সূর্য্যপদ।
১০ মাতঙ্গপদে পিণ্ড দিলে না হয় আপদ ॥ ৪৬২
১১ করণপদ ১২ ক্রৌঞ্চপদ ১৩ পঞ্চ গণেশে।
১৪ কাশ্যপপদে পিণ্ড দিলা মনের হরিষে ॥ ৪৬৩
আবসথ্য ১৫ গার্হপত্য ১৬ অগস্ত্য অবধি।
কহেন ইহার নাম ষোলোবেদি[১২৩] ॥ ৪৬৪

১২২। গয়ামাহাত্ম্যে ব্রহ্মপদাদির এইরূপ প্রসঙ্গ আছে,—
বিষ্ণোঃ পদং রুদ্রপদং ব্রহ্মণঃ পদমুত্তমম্।
কশ্যপস্য পদং দিব্যং হস্তৌ যত্র বিনির্গতৌ ॥
পঞ্চাগ্নীনাং পদান্যত্র ইন্দ্রাগস্ত্যপদে পরে।
রবেশ্চ কার্ত্তিকেয়স্য ক্রৌঞ্চমাতঙ্গয়োরপি ॥”
(গয়া-মা° ৫।১৮-১৯)

১২৩। ৺যদুনাথ সর্ব্বাধিকারীর তীর্থভ্রমণে এইরূপ ষোলবেদী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ; যথা,—১ ব্রহ্মপদ, ২ রুদ্রপদ, ৩ দক্ষিণাগ্নিপদ, ৪ গার্হপত্যপদ, ৫ আহবনীয়পদ, ৬ সত্যপদ, ৭ আবসথ্যপদ, ৮ অর্কপদ, ৯ কার্ত্তিকেয়পদ, ১০ ইন্দ্রপদ, ১১ অগস্ত্যপদ, ১২ কাশ্যপ-

রামগয়া সীতাকুণ্ড গয়াশির আর।
গয়াকূপ মুণ্ডপিঠ আদি গয়া পর ॥ ৪৬৫
ধৌতপদ ভীমগয়া গোপ্রচার গদালোল।
ইহার নাম অষ্টতীর্থ[১২৪] আছে এই বোল ॥ ৪৬৬

পদ, ১৩ গজকর্ণপদ, ১৪ মাতঙ্গপদ, ১৫ রুদ্রপদ ও ১৬ দধীচিপদ। এই ষোলপদ বা বেদীর মধ্যে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সত্য ও আবসথ্য এই পাঁচটি পঞ্চাগ্নিপদ। বায়ুপুরাণীয় গয়া-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—ব্রহ্মা গয়াসুরের শরীরে যজ্ঞ করিবার জন্য যে সকল মানসপুত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অগ্নিশর্ম্মা একজন। এই অগ্নিশর্ম্মা তপঃপ্রভাবে মুখ হইতে দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য, আহবনীয়, সত্য ও আবসথ্য এই পঞ্চাগ্নি উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

"এতানন্যাংশ্চ বিপ্রেন্দ্রান্ বেধা লোকপিতামহঃ।
পরিকল্প্যাকরোদ্‌যাগং গয়াসুরশরীরকে ॥
অগ্নিশর্ম্মাপি পঞ্চাগ্নীন্ মুখাদেতানথাসৃজৎ।
দক্ষিণাগ্নিং গার্হপত্যাহবনীয়ৌ তপোহন্বয়ঃ ॥
সত্যাবসথ্যৌ দেবর্ষে যেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
যজ্ঞস্য চ প্রতিষ্ঠার্থং বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাং দদৌ ॥"
(গয়া-মা° ২।৪০-৪২)

১২৪। মতান্তরে অষ্টতীর্থ যথা,—১ রামগয়া, ২ সীতাকুণ্ড, ৩ গয়াশির, ৪ মুণ্ডপৃষ্ঠ, ৫ আদিগয়া, ৬ ধৌতপদ, ৭ গয়াকূপ ও ৮ ভীমগয়া। গয়ামাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"গয়াগয়ো গয়াদিত্যো গায়ত্রী চ গদাধরঃ।
গয়া গয়াসুরশ্চৈব ষড়্‌গয়া মুক্তিদায়িকাঃ ॥"
(গয়া-মা° ৮।৬০ তথা ত্রিস্থলীসেতু)

অষ্টস্থানে পিণ্ডদান কৈলা মহাশয়।
সীতাকুণ্ডে বালীর পিণ্ড আছয়ে নির্ণয় ॥ ৪৬৭

অর্থাৎ গয়রাজর্ষি, গয়া, গয়াদিত্য, গায়ত্রী, গদাধর ও গয়াসুর, এই ষড়্‌গয়াই মুক্তিদায়িকা। রামশিলায় রামগয়া (গয়ামাহাত্ম্যোক্ত রামতীর্থ), ফল্গুতীর্থের নিকট গয়াশির, যেখানে আদিগদাধর, সেই স্থানে আদিগয়া, সম্ভবতঃ এই আদিগয়াই গয়রাজের গয়া এবং যে স্থানে গদাধর অধিষ্ঠিত, তাহাই গয়াকূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ত্রিস্থলীসেতুকার নারায়ণভট্ট স্মৃতিরত্নাবলীর প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "তেঽপি ভূয়ো গয়াকূপে পিণ্ডং দত্ত্যবিধানতঃ। অত্র গয়ামাত্রোপলক্ষণং কূপগ্রহণম্।" কিন্তু তিনি গয়াসেতুর উপসংহারে যে বায়ু ও ব্রহ্মপুরাণের বচনদ্বয় গয়াকূপের পরিচয়স্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে গয়া হইতে গয়াকূপ স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হইবে। প্রবাদ, ভীম আসিয়া যেখানে পিতৃ-কার্য্য করেন, সেই স্থান ভীমগয়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। কিন্তু কোন পুরাণে বা গয়ামাহাত্ম্যে এই "ভীমগয়া"র সন্ধান পাওয়া গেল না। গয়ামাহাত্ম্যের মতে যুধিষ্ঠির গয়ায় আসিয়া পিতৃকার্য্য করিলে যেখানে তাঁহার পিতা পাণ্ডু তাঁহাকে দেখা দিয়া বর দিয়াছিলেন, সেই স্থান 'পাণ্ডুশিলা' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

"পাণ্ডুশিলা বৈ তত্রাস্তে শ্রাদ্ধং যত্রাক্ষয়ং ভবেৎ।
যুধিষ্ঠিরস্তু তস্যাং হি শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং যযৌ মুনে ॥
তত্র কালে পাণ্ডুনোক্তং মদ্ধস্তে দেহি পিণ্ডকম্।
হস্তং ত্যক্ত্বা শিলায়াঞ্চ পিণ্ডদানং চকার সঃ ॥

পরদিনে অক্ষয়বটে[১২৫] দানসাগর[১২৬] করি।
পার্ব্বণ পিণ্ডদান কৈলা বস্থা সারি সারি ॥ ৪৬৮

শিলায়াং পিণ্ডদানেন প্রহৃষ্টো ব্যাসনন্দনঃ।
বরং দদৌ স্বপুত্রায় রাজ্যং কুরু মহীতলে ॥
অকণ্টকন্তু সম্পূর্ণং ত্বং মে ত্রাতা হি পুত্রক ॥
স্বর্গং ব্রজ শরীরেণ ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্টিমাত্রেণ সম্পূতান্নরকস্থান্দিবং নয় ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ পাণ্ডুঃ শাশ্বতং পদমব্যয়ং।"

(গয়া-মা° ৮।৪৪-৪৮)

গয়া-মাহাত্ম্যে বা ত্রিস্থলীসেতুগ্রন্থে সীতাকুণ্ডের স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তবে "লক্ষ্মীঃ সীতাভিধানেন গৌরী চ মঙ্গলাহ্বয়া" (২।৫৮) ইত্যাদি শ্লোকে গয়ামধ্যে সীতা নামে লক্ষ্মীমূর্ত্তির অবস্থানের প্রমাণ পাওয়া যায়।

১২৫। অক্ষয়বট—প্রয়াগ, বক্রেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানে এক একটী বটবৃক্ষ রোপিত আছে। প্রবাদ এই, ঐ সকল বটবৃক্ষের মৃত্যু নাই। কতকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তবু ঝড়ে শাখা ভাঙ্গে না, রৌদ্রে একটী পাতাও শুকায় না। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ সকল বৃক্ষে জলসেক করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। গয়াক্ষেত্রেও একটী অক্ষয়বট আছে। পাণ্ডবেরা বনবাসে গিয়া লোমশমুনির উপদেশানুসারে এই বৃক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, রাজর্ষি গয়ের যজ্ঞকালে একটী বটবৃক্ষ চিরজীব হয়, তাহাই অক্ষয়বট। (দ্রোণপর্ব্ব ৬৬ অঃ)। গয়ামাহাত্ম্যের মতে এখানে পিতৃ-উদ্দেশে যাহা দত্ত হয়, তাহাতেই অক্ষয় ফললাভ হইয়া থাকে।

১২৬। দানসাগর—মহাদান-বিশেষ যাহাতে ষোড়শ-দান

কর্ত্তার গয়ালী হৈলা বস্তিরাম ঠাকুর।
সোণার গহনা তারে দিলেন প্রচুর ॥ ৪৬৯
দানা আস্তি কণ্ঠমালা দিলা।
পাঁচ শত টাকা হস্তী কবুল করিলা ॥ ৪৭০
দুই চারি বিষ আর।
জত জত যাত্রী দিলা এই মাত্র সার ॥ ৪৭১
জার জেই সাধ্য মাত্র সেই তাহা দিল।
বৃক্ষ করি সবে ফলত্যাগ কৈলা ॥ ৪৭২
অক্ষয়বটে যাত্রীগণের আদিঅক্ষর ধর্‍্যা।
ফলত্যাগ কৈলা সবে প্রতিজ্ঞা করিয়া ॥ ৪৭১
মহারাষ্ট্রিক দিয়া সেদিন রন্ধন হইল।
গয়ালী আসিয়া সব ভোজন করিল ॥ ৪৭৪
অক্ষয়বট সাঙ্গ করি কর্ত্তা মহাশয়।
মহা আনন্দিত হয়্যা গেলেন বাসায় ॥ ৪৭৫
পর দিন বিষ্ণুপদে পুনর্গয়া করি।
গদাধর[১২৭] পূজা কৈলা আর গয়েশ্বরী[১২৮] ॥ ৪৭৬

করিতে হয়। ভূমি, আসন প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থের প্রত্যেক বস্তু বিশেষ বিধানে দান।

১২৭। গদাধর—গয়াতীর্থস্থ দেবমূর্ত্তি-বিশেষ। গদাসুরের অস্থি নির্ম্মিত গদা ধারণ করায় বিষ্ণুর নাম গদাধর হইয়াছে। বিষ্ণুর গদাপ্রাপ্তির কথা বায়ুপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

মহারাষ্ট্রক দিয়া সে দিন করাল্যা রন্ধন।
চৌদ্দশত গয়ালী আসি করিলা ভোজন॥ ৪৭৭

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হেতিরক্ষ নামক ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মার আরাধনা করেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বিরিঞ্চি তাঁহাকে বর দিতে উপস্থিত হন। হেতি বলিল, "প্রভো! অধমের প্রতি কৃপা হইয়া থাকিলে এই বিধান করুন, যেন আমি ত্রিলোকে অজয় হইতে পারি। দেবাস্ত্র, অসুরাস্ত্র বা মনুষ্যাস্ত্রে যেন আমার জীবনের অনিষ্ট না হয়।" ব্রহ্মা তাহাই স্বীকার করিলেন। ব্রহ্মার বর পাইয়া দুর্দ্দান্ত হেতি মাতিয়া উঠিল। কএকদিন পরেই ইন্দ্রকে তাড়াইয়া স্বর্গের রাজত্ব অবধি অধিকার করিল। ক্রমে ক্রমে সকল দেবতাকেই পদচ্যুত করিয়া তাড়াইয়া দিতে লাগিল। হেতির অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দেবগণ মিলিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন এবং হেতির বিষম অত্যাচারের কথা জানাইলেন। দেবগণের ক্রন্দনে বিষ্ণুর দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন যে, তোমরা যদি আমাকে একটী মহাস্ত্র দিতে পার, তাহা হইলে হেতির বিনাশ সাধিত হয়। ইতোপূর্ব্বে গদাসুরের বজ্রকঠিন অস্থিতে একটী গদা নির্ম্মিত হইয়াছিল, দেবগণ সময় বুঝিয়া সেই গদা বিষ্ণুকে প্রদান করিলেন। তিনি গদার দৃঢ় আঘাতে হেতিকে বিনাশ করিলেন। গদাটী তাঁহার প্রিয় হইল। তিনি গদাটী আর ফিরাইয়া দিলেন না, স্বহস্তে ধারণ করিলেন, তদবধি তাঁহার নাম গদাধর হইল।

১২৮। গয়েশ্বরী—গয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বিষ্ণুপদ-মন্দিরের নিকট গয়েশ্বরী দেবীর প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

গদাধরের বাটীর মধ্যে এ সব কারখানা।
একে একে এক তঙ্কা করিলা দক্ষিণা॥ ৪৭৮
কর্ত্তাকে গয়ালী সব আশিষ করিয়া।
নিজ নিজ স্থানে সবে গেলেন চলিয়া॥ ৪৭৯
এইরূপে সবাকার সাঙ্গ হৈল কাজ।
গয়াশ্রাদ্ধ সংক্ষেপে রচিলা কবিরাজ॥ ৪৮০

গয়ার কর্ম্মচারী-নিয়োগ

শ্যামপাল বড়লোক নাহিক চাতুরী।
আরজবেগী[129] হৈলা আর   রি ॥ ৪৮১
ছোটলালে করি দিলা গয়ার ফৌজদার[130]।
কুশদহের চৌধুরীকে করিলা পেস্কার ॥ ৪৮২
প্রভাতে উঠিয়া তবে   ।
সবাকে কহিলা কাশী জাওন নিশ্চয় ॥ ৪৮৩
উট গাড়ী বোঝাই করি করিয়া বিদায়।
স্নান পূজা ভোজন যাত্রা করিলা ত্বরায় ॥ ৪৮৪
যাত্রা করি বাসা হৈতে কর্ত্তা গুণমণি।
বিষ্ণুপদ দরসনে চলিলা তখনী ॥ ৪৮৫
দেব প্রতি মহাশয়ের বড়ই ভকতি।
পদব্রজে চলি পদে করিলা প্রণতি ॥ ৪৮৬
আট তোলা সোণা দিলা পদের উপর।
তথা হৈতে আইলেন যথা গদাধর ॥ ৪৮৭
তাঁহে প্রণমিয়া গেলা যথা   ।
          কত কত দেব সারি সারি ॥ ৪৮৮

১২৯। আরজবেগী—(পারসী) যে কর্ম্মচারী আদালতে আরজা দাখিল করেন।

১৩০। ফৌজদার—(পারসী) শাসনকর্ত্তা।

গয়ার জতেক দেব পাথরনির্ম্মাণ।
সভাকে প্রণাম করি করিলা পয়ান ॥ ৪৮৯
নহবত বসাইয়া।
মহাতুষ্ট হৈলা লোক এবাক্য শুনিয়া ॥ ৪৯০
বিষ্ণুপদে আগমন কর্ত্তার শুনিয়া।
চৌদ্দশত গয়ালী আসিয়া ॥ ৪৯১
মনসারাম দয়ারাম আর আশারাম।
বস্তি গোকুল রঘুনাথ শিব ভায়্যা শ্যাম ॥ ৪৯২
গোপীনাথ ভোলানাথ বেণীমাধব।
ভায়্যা বক্সি গোবিন্দরাম আদি করি সব ॥ ৪৯৩
ক্ষেনেক গয়ালী লয়্যা কৈলা আদালত।
ফরিয়াদী আসি সব করে ছেলামত ॥ ৪৯৪
একবাক্যে সবাকারে করিলা নিরস্ত।
তুষ্ট হয়্যা আশীর্ব্বাদ করিলা সমস্ত ॥ ৪৯৫
মালাচন্দন তথাকারে প্রস্তুত আছিল।
তুষ্ট হয়্যা মনসারাম মহাশয়ে দিল ॥ ৪৯৬
সেইদিন টিকারি[১৩১] আসিবেন মহাশয়।
ফৌজদারে আনি কহিলা সকল বিষয় ॥ ৪৯৭

১৩১। টিকারী—গয়া জেলার অন্তর্গত একটী সহর। গয়া হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মুরহর নদীতটে অবস্থিত। এই স্থানের মাটীর গড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্রর আক্রমণ হইতে নগর

শুন শুন ছোটলাল আমার বচন।
সর্ব্বদা করিবা তুষ্ট গয়ালী ব্রাহ্মণ॥ ৪৯৮
এত বলি তথা হৈতে ঘোষাল নন্দন।
পালকীতে সোয়ারী হয়্যা করিলা গমন॥ ৪৯৯
টিকারী সম্মুখ করি জায়।
পাঁচালী প্রবন্ধে ভনে বিশারদ রায়॥ ৫০০

রক্ষা করিবার জন্য টিকারী-রাজ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নাদির শাহের আক্রমণের পর মোগল-শাসনের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে বর্ত্তমান রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ বীরসিংহ কর্ত্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাশীগমন ও শিবস্থাপন

গয়াতে আসিয়া যাত্রী স্থানে স্থানে ছিল।
সহস্র সহস্র যাত্রী আসিয়া মিলিল ॥ ৫০১
মহারাষ্ট্র কুরুক্ষেত্র উড়িষ্যা নগর।
ঢাকা আদি বঙ্গদেশের কত শত নর ॥ ৫০২
কর্ত্তার আশ্বাসে সঙ্গে করিল গমন।
আগেপাছে দুই সোয়ার যাত্রীর রক্ষণ ॥ ৫০৩
ঘোষালের চরিত্র বুঝি জত যাত্রীগণ।
তুষ্ট হয়্যা আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫০৪
আনন্দে চলিলা ঘোষাল যাত্রী চতুর্ভিত।
টিকারি আসিয়া সব হৈলা উপস্থিত ॥ ৫০৫
সেই স্থানে মহারাজ সুন্দর সার[১৩২] ঘর।
কারো নাহি ডর ॥ ৫০৬

১৩২। মহারাজ সুন্দর সা—(সুন্দর সিংহ) টিকারী-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহের পুত্র। ইনি নবাব আলীবর্দ্দীখাঁকে মহারাষ্ট্র-দিগের বিরুদ্ধে সাহায্য করায় এবং পাটনার বিদ্রোহ দমনে সফল-কাম হওয়ায় "রাজা" উপাধি লাভ করেন। ইনি একজন সাহসী বীর ছিলেন এবং নিজের সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন। ইঁহারই একজন জমাদারের হস্তে ইঁহার প্রাণ বিনাশ হয়। কবি লিখিতেছেন, কাসিমআলি তাঁহাকে জলে ডোবাইয়া

বাড়ী বেড়া কিল্লাখান এক ক্রোশ লয়্যা।
তারে মারিল কাশীমালী[১৩৩] জলে ডুবাইয়া॥ ৫০৭
নয়ন সেই রাজার ছিল।
সাহেবেরে টাকা দিয়া কতো জনে লৈল॥ ৫০৮
দেওয়ান মাধবরাম দক্ষিণদেশ ঘর।
তিন লক্ষের জমাদার উপর॥ ৫০৯
ব্রাহ্মণ ভকত বড় অপূর্ব্ব চরিত।
কর্ত্তার গোচর আসি হৈলা উপস্থিত॥ ৫১০

মারিয়াছিল, কিন্তু ইহা প্রকৃত নহে। তবে বনিয়াদসিংহ-প্রমুখ তাঁহার পুত্রদ্বয়কে যে মীরকাসিম হত্যা করিয়াছিলেন এ কথা সত্য।

১৩৩। কাশীমালী—(কাসিম আলি খাঁ) বাঙ্গালার শেষ সুবাদার ও নবাব। ইনি মীরকাসিম নামে আখ্যাত হইয়া থাকেন। মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার সুদক্ষ ও সাহসী জামাতা মীরকাসিমকে বাঙ্গালার নবাব করেন। কাসিম এই সময়ে নবাব নাসির-উল্-মুলক্ ইমতিয়াজ উদ্দৌলা মীরকাসিম আলি খাঁ নসরৎজঙ্গ নাম গ্রহণপূর্ব্বক বাঙ্গালার মসনদে বসিয়াছিলেন। পরে ইংরাজ কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইয়া ইনি মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ-বণিকগণকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে গিরিয়া, উদয়নালা এবং বক্সার প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে অকৃত-কার্য্য হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ ভাগে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ সহ্য করিয়া ইনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।

প্রণাম করিয়া লৈলা বাটীর মধ্যেতে।
নিজ যাত্রীগণ সব জায় সাতে সাতে ॥ ৫১১
বড় বড় বালাখানা দেখিতে স্থন্দর।
দুলিচা গালিচা পাতা তাহার ভিতর ॥ ৫১২
রৈলা কর্ত্তা মহাশয়।
মধ্যমলোক[১৩৪] রহিলেন মধ্যম-তালায় ॥ ৫১৩
সেফাই খনক আদি আর জত জন।
সবে হয়্যা হৃষ্টমন ॥ ৫১৪
দুইবেলার সিধা আর পেড়া জলপান।
তুষ্ট হয়্যা মাধবরাম দেন স্থান ॥ ৫১৫
আনন্দেতে যাত্রীগণ করিয়া ভোজন।
জয় হকু মাধবের বলে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৫১৬
সে রাত্রি বঞ্চিলা ঘোষাল আলাপকথনে।
প্রভাতে মাধব সঙ্গে করিলা গমনে ॥ ৫১৭
দুই জনের দুই পাল্‌কী অপূর্ব্ব রচন।
পশ্চাৎ চলিলা মাধব হয়্যা হৃষ্ট মন ॥ ৫১৮
কোচগ্রামের পূর্ব্বি মাঠে অতি মনোরমে।
পুখরি কাট্যাছে এক মাধব হুকুমে ॥ ৫১৯
সেই স্থান হৈতে মাধব হইলা বিদায়।
আশীস করিয়া ঘোষাল চলিলা ত্বরায় ॥ ৫২০

১৩৪। মধ্যমলোক—মধ্যবিত্তলোক, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ।

কোচগ্রামের মধ্য দিয়া চলিলা ত্বরিত।
ধরারার বাগিচায় হৈলা উপস্থিত ॥ ৫২১
বাগিচার সন্নিধানে অপূর্ব্ব ইন্দারা।
স্নান-ভোজন করি তথা চলিলেন ত্বরা ॥ ৫২২
বড়ই কুৎসিত দেশ বৃষ্টি নাহি হয়।
ইন্দারার জল খায়্যা প্রাণ কারো রয় ॥ ৫২৩
চারি জনে পাল্‌কী বহে সঙ্গে আটজন।
শীঘ্র পাল্‌কী জায় যেন রথের গমন ॥ ৫২৪
আদিগঙ্গা পুনঃপুনা[১৩৫] সম্মুখে দেখিয়া।
জলস্পর্শ করি যাত্রী জায় পার হয়্যা ॥ ৫২৫
সেই স্থানে মৈলে লোক স্বর্গবাসে জায়।
প্রণাম করিয়া যাত্রী উভরড়ে ধায় ॥ ৫২৬
এক তাড়াড়া সহর।
রাত্রে কর্ত্তা সেইস্থানে আইলা সত্বর ॥ ৫২৭

১৩৫। আদিগঙ্গা পুনঃপুনা—পুন্‌পুন্‌ নামে দুইটী নদী গঙ্গায় পড়িয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে একটী মাত্র পুন্‌পুন্‌ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নদীটী ফতোয়া সহরের নিকট গঙ্গায় পড়িতেছে, তাহার নাম ছোট পুনপুন বা আদি পুনপুন। অপর নদীটী পাটনার দিকে আরও কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গায় মিশিয়াছিল; ইহা সাধারণতঃ বড় পুনপুন নামে অভিহিত হইত। কবি ছোট পুনপুনকে আদিগঙ্গা বলিয়াছেন।

সেইস্থানে সে দিন থাকিয়া গুণমণি।
অতি শীঘ্র দাদু তখনী ॥ ৫২৮
অপূর্ব্ব বাগিচা তথা অপূর্ব্ব বন্দর।
সে দিন মোকাম হৈল বাগিচা ভিতর ॥ ৫২৯
ডুলিচা গালিচা আর শতরঞ্চি কত।
খরিদ করিতে আইল লোক শত শত ॥ ৫৩০
জার জেই ইচ্ছা ছিল লইলেন সব।
প্রভাতে উঠিয়া চলে বলি হরিরব ॥ ৫৩১
দুই ক্রোশ শোণনদী দেখিতে পাঁথার।
ক্রমে ক্রমে সর্ব্বলোক হইলেন পার ॥ ৫৩২
পার হয়্যা যাত্রীগণ স্নান পূজা করি।
করয়্যা জাত্রী জায় সারি সারি ॥ ৫৩৩
বড় বড় লোক সঙ্গে আর যাত্রীগণ।
সরসরা[১৩৬] সহরে রাত্রে উপস্থিত হন ॥ ৫৩৪

১৩৬। সরসরা সহর—(সাসেরাম বা সহস্রারাম) সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসেরাম নামক মহকুমার প্রধান নগর। আজকাল ই, আই, রেলের গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের উপর সাসেরাম ষ্টেশন অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন সহর। এই স্থানে পূর্ব্বে সহস্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল বলিয়া ইহার নাম সাসেরাম বা সহস্রারাম হইয়াছে; ইহার নিকট হইতে মহারাজ অশোকের অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিল্লীর পাঠান-সম্রাট্ সেরশার পিতা হুসেন খাঁ এইস্থানে

বামেতে থাকিল পর্ব্বত সামা নাহি তার।
হরিশ্চন্দ্র-বাটী[১৩৭] ছিল ভিতর তাহার ॥ ৫৩৫
বড়ই সহরখান গলি বড় বড়।
ভয়ে যাত্রীগণ কাঁপে হ'ল জড়সড় ॥ ৫৩৬
পশ্চিম দরোজাখান পাৎসার নির্ম্মিত।
অতি উচ্চ দেখি যাত্রী হয় একত্রিত ॥ ৫৩৭
তাহার নিকট দিয়া চলিলা ত্বরিত।
ডেরাতে আসিয়া ঘোষাল হৈলা উপস্থিত ॥ ৫৩৮
অতি বড় দিঘী তার নিকটে আছয়।
পাথরেতে বান্ধা পাড় দেখি লাগে ভয় ॥ ৫৩৯

বাস করিতেন এবং সের-শাহ এইস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সহরমধ্যে একটী বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড গম্বুজ-শোভিত সেরশাহের কবর বিদ্যমান আছে।

১৩৭। হরিশ্চন্দ্র-বাটী—ক্ষত্রিয়-প্রবর মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের নাম হইতে শোণ নদের উপরিস্থিত রোটাসগড় নামক পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। রোটাসগড় অর্থে রোহিতাশ্ব-গড়। কথিত আছে, রোটাসগড়ে রোহিতাশ্ব বাস করিতেন। এই পর্ব্বতশিখরে বহুতর হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং একটী প্রাচীন মন্দির আজিও বর্ত্তমান আছে। সাসেরাম হইতে এই পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। এই পর্ব্বতে হরিশ্চন্দ্রের বাটী ছিল বলিয়া কবি উল্লেখ করিতেছেন।

অরঙ্গ পাৎসার[১৩৮] গোর বাইশ শুভা লয়্যা।
অপূর্ব্ব নির্ম্মিত দেখি যাত্রী রয় চায়্যা ॥ ৫৪০
সেদিন মোকাম তথা বৃষ্টিতে ভিজিয়া।
চৌকী-ঘাটার চৌকীদার মিলিল আসিয়া ॥ ৫৪১
প্রণাম করি চৌকীদার জোড় হস্তে কয়।
এ বিষয় রূপেয়া দিতে হয় মহাশয় ॥ ৫৪২
এতেক শুনিয়া মুন্সী বিষয় বুঝিলা।
পরয়ানা[১৩৯] দেখায়্যা তারে নিরস্ত করিলা ॥ ৫৪৩
তথা হৈতে সেই ক্ষণে চলে মহাশয়।
কথোদূর আসি বৃষ্টি ততক্ষণে হয় ॥ ৫৪৪
ভিজিতে ভিজিতে যাত্রী করেন গমন।
কি করিলা কাশীনাথ করহ তারণ ॥ ৫৪৫
খরুমাবাজ ডাহিনে রাখি চলিলা ত্বরিত।
জাহনাবাজ[১৪০] প্রগতি হৈলা উপস্থিত ॥ ৫৪৬
কেহ ঘোড়া কৈলা কেহ পাঁচসিকা দিয়া।
কাশী নাগাদ চেলাদার[১৪১] রাখিবে আসিয়া ॥ ৫৪৭

১৩৮। অরঙ্গপাৎসা—দিল্লীর সম্রাট্ অরঙ্গজেব। এই কবর অরঙ্গজেবের নহে, পাঠান-সম্রাট্ সেরশাহের। কবির ভ্রম হইয়াছে।

১৩৯। পরয়ানা—(পারসী পরবানা) আদেশপত্র।

১৪০। জাহনাবাজ—(জাহানাবাদ) সাহাবাদ জেলার একটী নগর, ট্রাঙ্করোডের উপর অবস্থিত।

১৪১। চেলাদার—পাণ্ডার অধীনস্থ কর্ম্মচারী।

নয় ঘোড়া সাত ডুলী হইল তথায়।
দুই দিন থাকি চলে ঘোষাল তনয় ॥৫৪৮
ফাকড়াবাজের মধ্য দিয়া বামে রামকড়ি।
দুর্গতি হইয়া পার পাড়ে রড়ারড়ি ॥ ৫৪৯
মোহনিয়া সরাই অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
তাহার বাগিচার মধ্যে করিলা পয়াণ ॥ ৫৫০
সেদিন মোকাম হৈল বাগিচা ভিতরে।
প্রভাতে উঠিয়া কর্ত্তা চলিলা সত্বরে ॥ ৫৫১
যাত্রা লয়্যা মহাশয় শীঘ্রগতি আসি।
কর্ম্মনাশার[১৪২] তীরে সবে থাকিলেন বসি ॥ ৫৫২
কেহ এক কেহ দুই তিন পৈশা দিয়া।
স্কন্ধেতে হইলা পার হৃষ্টচিত্ত হয়্যা ॥ ৫৫৩

১৪২। কর্ম্মনাশা—এই নদী কাইমুর পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে এবং মীর্জাপুর ও সাহাবাদ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া চৌসার নিকট গঙ্গায় পড়িতেছে। এক্ষণে ইহা অতি শীর্ণ-কায়া ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। এই নদীর জলস্পর্শ করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, স্পর্শে সকল কর্ম্ম নাশ হয়। কিন্তু ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে, এই নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের সমান পুণ্য হয়, বিশেষতঃ লোকমুক্তিহেতু কর্ম্মনাশা গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছে।

"ভাগীরথ্যা সমং তত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সঙ্গতিং পুণ্যোদাং প্রাপ্তা লোকতারণহেতবে ॥"

(৫৮।৪০)

জনম অবধি জত কর‍্যা থাকে ধর্ম্ম।
কর্ম্মনাশার জলস্পর্শে নষ্ট হয় কর্ম্ম ॥ ৫৫৪
তথা হৈতে যাত্রী সব বল্যা রাম রাম।
বদরবাজে আসি সবে করিলা মোকাম ॥ ৫৫৫
পরদিন যাত্রী লয়্যা কর্ত্তা গুণবান্।
জগদীশ-সরাই দিয়া করিলা পয়ান ॥ ৫৫৬
দুই পাশে আম্রচারা চতুর্দিগে ঘাই।
মধ্য দিয়া চলে সবে মঙ্গলসরাই[১৪৩] ॥ ৫৫৭
তৃষ্ণান্বিত হয়্যা যাত্রী শীঘ্রগতি জায়।
বেণামাধবের ধ্বজা দেখিবারে পায় ॥ ৫৫৮
সম্মুখে তুলভীপুর বাগিচা ভিতর।
যাত্রী লয়্যা মহাশয় চলিলা সত্বর ॥ ৫৫৯
তথা হৈতে মহাশয় গঙ্গাস্নান করি।
বাগিচার মধ্যেতে আইলা ত্বরাত্বরি ॥৫৬০
সেই দিন সেই স্থানে মোকাম করিয়া।
প্রভাতে চলিলা সবে গঙ্গামুখ হয়্যা ॥ ৫৬১

১৪৩। মঙ্গলসরাই—(মোগলসরাই) যুক্ত-প্রদেশের বারাণসী জেলার প্রসিদ্ধ সহর। ই, আই, আর লাইনের উপর অবস্থিত। এইস্থান হইতে ভিন্ন লাইনে কাশী যাইতে হয়। মোগলসরাই হইতে কাশী ১০ মাইল।

সহস্র সহস্র যাত্রী লয়্যা মহাশয়।
মুহূর্ত্তেকে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়॥ ৫৬২
মহারাষ্ট্রক আদি করি জত যাত্রী ছিলা।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে পার করি দিলা॥৫৬৩
মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সঙ্গে ছিলা জত।
নৌকাতে তুলিয়া সঙ্গে নৈলা কত কত॥ ৫৬৪



কাশীর বিবরণ

কাশীর উত্তরভাগে বরণা[১৪৪] নামে নদী।
গঙ্গাতে মিশাল নদী তীর্থ তদবধি ॥ ৫৬৫
দক্ষিণভাগেতে আছেন নামে নদী অসি[১৪৪]।
কাশীর বসতি জেন অর্দ্ধচন্দ্র শশী ॥ ৫৬৬
বরণাতে স্নান তর্পণ কৈলা জনে জন।
তথা শিবপূজা করি করিলা গমন ॥ ৫৬৭
ত্বরাত্বরি খালী নৌকা মাজী বায়্যা দিল।
বাঙ্গালীঘাটায়[১৪৫] নৌকা শীঘ্র আসি রৈল ॥ ৫৬৮

১৪৪। বরণা—বরণা ও অসি কাশীর দুই প্রসিদ্ধ নদী। বামনপুরাণে লিখিত আছে—বিষ্ণুর দক্ষিণ পাদ হইতে বরণা এবং বামপদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গতা হইয়াছে, এইজন্য এই দুই নদীই পুণ্যবর্দ্ধিনী ও পাপনাশিনী। বরণা ও অসি নাম হইতে বারাণসী নামের উৎপত্তি। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—

"অসিশ্চ বরণা যত্র ক্ষেত্ররক্ষাকৃতৌ কৃতে ॥
বারাণসীতি বিখ্যাতা তদারভ্য মহামুনে।
অসেশ্চ বরণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা ॥"

(৩০।৬৯-৭০)

১৪৫। বাঙ্গালীঘাটা—কাশীস্থ বাঙ্গালীটোলার প্রসিদ্ধ ঘাট। এই স্থানে প্রসিদ্ধ কেদারেশ্বরের মন্দির।

শিব আদি যত দেব প্রণাম করিয়া।
কাশীনাথের পুরী গেলা যাত্রীগণ লয়্যা॥ ৫৬৯
সুবর্ণ রজত দিলা দেব বিশ্বেশ্বরে।
প্রণাম করিয়া গেলা অন্নদার[১৪৬] ঘরে॥ ৫৭০
অষ্টাঙ্গ লুটিয়া নতি করি অন্নদারে।
যাত্রী লয়্যা গেল ঘোষাল বাঙ্গালীটোলারে॥ ৫৭১
অপূর্ব্ব বাঙ্গালী স্থান দেখি মহাশয়।
কথদিন যাত্রী লয়্যা থাকলা তথায়॥ ৫৭২
মণিকর্ণিকা[১৪৭] আদি করি পঞ্চতীর্থ[১৪৮] স্থানে।
ক্রমে ক্রমে সবে গিয়া করিলা তর্পণে॥ ৫৭৩

১৪৬। অন্নদা—বারাণসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী অন্নপূর্ণা।

১৪৭। মণিকর্ণিকা—কাশীস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থ। শিবপুরাণে জ্ঞানসংহিতায় লিখিত আছে—

"ততশ্চ বিষ্ণুনা দৃষ্ট্বা অহো কিমেতদদ্ভুতম্।
ইত্যাশ্চর্য্যং তদা দৃষ্ট্বা শিরসঃ কম্পনং কৃতম্।
ততশ্চ পতিতঃ কর্ণান্মণিশ্চ পুরতো প্রভোঃ॥
যত্রাসৌ পতিতশ্চৈব তত্রাসীন্মণিকর্ণিকা।" (৪৯।১০-১৪)

তদনন্তর বিষ্ণু তাহা দেখিয়া মনে করিলেন, অহো! ইহা অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া তিনি শিরঃকম্পন করিলেন, তাহাতে তাঁহার কর্ণ হইতে মণিভূষণ প্রভুর অগ্রে পতিত হইল। যেস্থানে ঐ মণি পতিত হইল, সেই স্থানই মণিকর্ণিকা।

১৪৮। পঞ্চতীর্থ—পাঁচটী তীর্থ। এই পঞ্চতীর্থ স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকার। কাশীস্থিত পঞ্চতীর্থ যথা—

পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ কৈলা কর্ত্তা যাত্রীগণ লয়্যা।
বাসায় আইলা দেবে প্রণাম করিয়া ॥ ৫৭৪
কর্ত্তার সঙ্গেতে যত মহন্ত মহন্ত জন।
তাহা লয়্যা পরামর্শ করিলা তখন ॥ ৫৭৫
মন্দির হইতে গৌণ আছয়ে বিস্তর।
তাবত প্রয়াগ হৈতে আসিব সত্বর ॥ ৫৭৬
এতেক বলিয়া তবে ঘোষাল সন্ততি।
প্রয়াগে জাইতে উদ্যোগ কৈলা শীঘ্রগতি ॥ ৫৭৭
রামনাথ শীল নামে আছয়ে কাশীতে।
সামগ্রী রাখিলা তার কোঠার মধ্যেতে ॥ ৫৭৮
রামদেব মুকটী আর রামহরি সরকার।
দুহাকারে দিলা শিব স্থাপনের ভার ॥ ৫৭৯
শিব স্থাপনের ফর্দ্দ দিয়া কর্ত্তা মহামতি।
যাত্রীগণে বলে প্রয়াগ চলো শীঘ্রগতি ॥ ৫৮০

'জ্ঞানবাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততোহর্চ্চয়েৎ।
তারকেশং ততোহভ্যর্চ্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ।
ততঃ পুনর্দ্দণ্ডপাণিমিত্যেষা পঞ্চতীর্থিকা ॥'
(কাশীখ° ১০০।৩৯)

জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ, তারকেশ, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি এই পঞ্চতীর্থ।

মধ্যাহ্নে ভোজন করি ঘোষাল সন্ততি।
বিশ্বেশ্বরে প্রণমিয়া চলিলা ত্বরিতি ॥ ৫৮১
কাশী হইতে মহাশয় যাত্রীগণ লয়্যা।
প্রয়াগে চলিলা বেণীমাধব[১৪৯] স্মরিয়া ॥ ৫৮২



১৪৯। বেণীমাধব—প্রয়াগের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা প্রসিদ্ধ নারায়ণমূর্ত্তি। প্রয়াগে যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও অন্তঃসলিলা সরস্বতী মিলিত হইয়াছে, সেই ত্রিধারার সঙ্গমই ত্রিবেণী নামে পরিচিত। এই ত্রিবেণী তীর্থ বেণীঘাট নামে সাধারণতঃ পরিচিত। এই বেণীঘাটের উপর বেণীমাধব অধিষ্ঠিত। ত্রিস্থলীসেতুধৃত ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—যে এই মাধব সদৃশ আর দেবতা নাই। এখানকার গঙ্গাসদৃশ আর নদী নাই, আর এই তীর্থরাজ প্রয়াগসদৃশ পুণ্যক্ষেত্র ত্রিজগতে কোথাও নাই।

"ন মাধব সমো দেবো ন চ গঙ্গা সমা নদী।
ন তীর্থরাজসদৃশং ক্ষেত্রমস্তি জগত্রয়ে॥"

পঞ্চক্রোশে এক শিব দরশন করি ।
মোহন-সরাই গেলা অতি ত্বরাত্বরি ॥ ৫৮৩
তথা হৈতে মৃজামুরাদ হইল মোকাম ।
সে রাত্রি বঞ্চিলা যাত্রী বলি মাধবরাম ॥ ৫৮৪
প্রভাতে উঠিয়া তবে জত যাত্রীগণ ।
মাধব মাধব বলি করিলা গমন ॥ ৫৮৫
মহারাজগঞ্জ[১৫০] স্নান ভোজন করিয়া ।
মাধব-সরাই শীঘ্র গেলেন চলিয়া ॥ ৫৮৬
তথা হৈতে গোপীগঞ্জে[১৫১] গেলা শীঘ্রগতি ।
অপূর্ব্ব সহর সেই বিস্তর বসতি ॥ ৫৮৭
তাহার নিকট আছে বাগিচা সুন্দর ।
রাত্রিযোগে রহিলা গিয়া তাহার ভিতর ॥ ৫৮৮
গোপীগঞ্জে মোকাম হইল সেই দিন ।
প্রভাতে চলিলা ঘোষাল বড়ই প্রবীণ ॥ ৫৮৯

---

১৫০ । মহারাজগঞ্জ—যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলার একটী প্রসিদ্ধ নগর ।

১৫১ । গোপীগঞ্জ—কাশী হইতে প্রয়াগ যাইবার পথে ট্রাঙ্ক-রোডের উপর অবস্থিত একটী নগর ।

জগদীশ-সরাইখান বামেতে রাখিয়া।
পলাশবন দুই ক্রোশ তার মধ্য দিয়া ॥ ৫৯০
তৃষ্ণান্বিত হয়্যা সবে হইলা কাতর।
শীঘ্রগতি চলি গেলা ছাড়িয়া নগর ॥ ৫৯১
রাত্রিশেষে কুচ[১৫২] হয়্যা জত যাত্রীগণ।
নিদ্রায় কাতর হয়্যা করিলা গমন ॥ ৫৯২
সয়দাবাজের মধ্য দিয়া অতি শীঘ্র জায়।
অগ্রেতে পাঠায়্যা যাত্রী কর্ত্তা পিছে ধায় ॥ ৫৯৩
প্রয়াগের পূর্ব্বপার[১৫৩] ঝুঁচী নামে গ্রাম।
শীঘ্রগতি চলি গেলা নাহিক বিরাম ॥ ৫৯৪
গঙ্গার তীরেতে ছিল এক বালাখানা।
যাত্রী লয়্যা মহাশয় তাহে কৈলা থানা ॥ ৫৯৫
স্নান পূজা ভোজন করি বৈকাল যোগেতে।
যাত্রী লয়্যা গেল শিব দর্শন করিতে ॥ ৫৯৬

১৫২। কুচ—(পারসী) একত্র মিলিত।

১৫৩। ঝুঁচী—(ঝুসী) আলাহাবাদ নগরের পরপারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত অতি প্রাচীন গ্রাম। ইহাই পুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান নগর। প্রবাদ, পুরূরবাবংশীয় নৃপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। আকবরের রাজত্বকালে আলাহাবাদ-সুবার শাসনকর্ত্তা এই স্থানে থাকিয়া সুবা শাসন করিতেন।

গৌতম আশ্রম[১৫৪] স্থান সেই মুনির শিব।
তাঁহার দর্শনে জত তর‍্যা জায় জীব॥ ৫৯৭
সে লিঙ্গ দর্শন করি করিলা প্রণতি।
যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকুণ্ডে গেল শীঘ্রগতি॥ ৫৯৮
তথা হৈতে অতি ত্বরা চলিলা বাসাতে।
প্রণমিলা কত লিঙ্গ জিনী আছেন পথে॥ ৫৯৯
সেদিন মোকাম হৈল কোটার ভিতরে।
যাত্রী লয়্যা প্রভাতে চলিলা গঙ্গাতীরে॥ ৬০০
বিস্তর কষ্টেতে সে দিন গঙ্গা হৈলা পার।
শীঘ্র উত্তরিলা বেণীমাধবের দরবার॥ ৬০১
বেণীমাধব প্রণমিয়া কিছু দিয়া তাঁরে।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে ভনে বিজয় কবিরে॥ ৬০২

১৫৪। গৌতমাশ্রম—গৌতমের একটী নাম ভরদ্বাজ। রামায়ণে এই স্থান ভরদ্বাজাশ্রম নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"ভরদ্বাজাশ্রমশ্চৈব প্রয়াগমভিতঃ শিবঃ।
দৃশ্যতে দেবি গঙ্গৈষা নদী ত্রিপথগা শিবা॥"

(যুদ্ধকাণ্ড, ১২৫ শ্লোঃ)

প্রয়াগতীর্থ-বিবরণ

যমুনা-গঙ্গাতে সে দিন স্নান পূজা করি ।
পাল্‌কীতে চড়িয়া গেলা প্রয়াগ[১৫৫] বরাবরি ॥ ৬০৩
বেচারাম ঠাকুর এক প্রয়াগের ব্রাহ্মণ ।
অপূর্ব্ব বাগিচা তার অপূর্ব্ব রচন ॥ ৬০৪

১৫৫। প্রয়াগ—ভারতের অতি প্রাচীন পুণ্যতীর্থ, ইহার পরিমাণ ও সীমা সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—

"পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং প্রয়াগস্য তু মণ্ডলম্।...
উত্তরেণ প্রতিষ্ঠানাচ্ছদ্মনা ব্রহ্ম তিষ্ঠতি।
বেণীমাধবরূপী তু ভগবানং স্তত্র তিষ্ঠতি ॥
মাহেশ্বরো বটো ভূত্বা তিষ্ঠতে পরমেশ্বরঃ।
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ ॥
রক্ষন্তি মণ্ডলং নিত্যং পাপকর্ম্মনিবারণাৎ।
তস্মিন্ জুহ্বৎ স্বকং পাপং নরকঞ্চ ন পশ্যতি ॥
প্রজাপতেরিদং ক্ষেত্রং প্রয়াগমিতি বিশ্রুতম্।
এতৎ পুণ্যং পবিত্রঞ্চ প্রয়াগঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥" (১১১।৮-১৪)
"পশ্চিমাভিমুখী গঙ্গা কালিন্দ্যা যত্র সঙ্গতা।
দেবানাং দুর্লভং তত্র চেতরেষান্তু কিং পুনঃ ॥"

তথা ব্রহ্মপুরাণে—

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম পরব্রহ্মাভিধায়কম্।
তদেব বেণিঃ বিজ্ঞেয়া সর্ব্বসৌখ্য প্রদায়িনী ॥

খোলার ছায়নী চৌরী দেখিতে সুন্দর।
মহাশয়ের বাসা হৈল তাহার ভিতর ॥ ৬০৫
স্থানে স্থানে বাসা করি রহিলা সর্ব্বজন।
প্রত্যহ করেন গঙ্গা-যমুনায় তর্পণ ॥ ৬০৬
দুলাল চাটর্য্যা তথা বড়ই প্রতাপ।
অহোরাত্র তার সঙ্গে করেন আলাপ ॥ ৬০৭

অকারঃ শারদা প্রোক্তা প্রদ্যুম্ন স্তত্র জায়তে।
উকারো যমুনা প্রোক্তানিরুদ্ধস্তজ্জলাত্মকঃ ॥
মকারো জাহ্নবী গঙ্গা তত্র সঙ্কর্ষণো হরিঃ।
এবং ত্রিবেণী বিখ্যাতা বেদবীজে প্রকীর্ত্তিতা ॥
তথা—বেদমাতা তু সাবিত্রী ত্রিপদায়া চতুষ্পদা।
সএব তীর্থরাজেয়ং ত্রিবেণ্যা যত্র সঙ্গমঃ ॥"

(ত্রিস্থলীসেতুধৃত ব্রহ্মপুরাণ)

ভাবার্থ—এই ক্ষেত্র পঞ্চযোজন বিস্তৃত। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে ব্রহ্মা ছদ্মরূপে ও স্বয়ং মহেশ্বর বটরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহা প্রজাপতির ক্ষেত্র। এখানে গঙ্গা পশ্চিমাভিমুখী হইয়া যমুনার সহিত মিলত হইয়াছেন। ওঁকাররূপী একাক্ষর ব্রহ্মই এখানে বেণী নামে পরিচিতা। অকারই সাক্ষাৎ সরস্বতী, তথায় প্রদ্যুম্নের আবির্ভাব, উকারই সাক্ষাৎ যমুনা তথায় জলরূপে অনিরুদ্ধের আবির্ভাব এবং মকারই সাক্ষাৎ জাহ্নবী তথায় সঙ্কর্ষণ হরির আবির্ভাব। সুতরাং বেদবীজ ওঁকাররূপেই ত্রিবেণী প্রসিদ্ধ। এই ত্রিবেণীর যেখানে সঙ্গম, সেইস্থান তীর্থরাজ প্রয়াগ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রভাতে উঠিয়া কর্ত্তা যাত্রীগণ লয়্যা।
গঙ্গাযমুনার ধারে উত্তরিলা গিয়া ॥ ৬০৮
দিব্য সভা হৈল তাঁবু কানাত টাঙ্গাইয়া।
বসিলা প্রয়াগের ব্রাহ্মণ সারি সারি হইয়া ॥ ৬০৯
অপূর্ব্ব পুষ্পের মালা আর চন্দন পান।
পাইয়া প্রয়াগের ব্রাহ্মণ করেন বাখান ॥ ৬১০
দেওয়ান গোকুল ঘোষাল বাঙ্গালাকা খামেদ[১৫৬]।
উস্কো ভাই কেষন-চাঁদ নাহি ভেদাভেদ ॥ ৬১১
ঘোষালকা হউক জয় বেণীমাধবকা বরে।
এত বলি বিপ্রগণ গেলা নিজ ঘরে ॥ ৬১২
বেণীমাধব প্রণমিয়া গঙ্গাতীরে আসি।
দানোৎসর্গ পিণ্ডদান করেন তথা বসি ॥ ৬১৩
তিল তুলসী মোটক দিয়া পিণ্ড পাকাইয়া।
কর্ত্তার হস্তেতে পিণ্ড দিলেন তুলিয়া ॥ ৬১৪
এইরূপে বিদ্যাবাগীশ গয়া আদি করি।
কর্ত্তাকে করিয়া তুষ্ট নিজ কর্ম্ম সারি ॥ ৬১৫
পার্ব্বণ করিয়া মাথা করিলা মুণ্ডন।
না থাকিল কোন খানে লোমের সৃজন ॥ ৬১৬
রূপার কলস ধ্বজা করিয়া রচন।
মাধবে উৎসর্গ করি করিলা রোপণ ॥ ৬১৭

১৫৬। খামেদ—(পারসী খাদিম) অভিভাবক, উপরওয়ালা, কর্ত্তা।

বেণীমাধব[১৫৭] পূজা করি কিছু দিলা তাঁরে।
কত কত পৈসা দিলা বৈষ্ণব ফকিরে॥ ৬১৮
পঞ্চতীর্থে[১৫৮] স্নান সঙ্গে কত কত জন।
কিল্লার মধ্যেতে সবে উপস্থিত হন॥ ৬১৯

১৫৭। বেণীমাধব পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই মাধবদেব ত্রিবেণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়াই বেণীমাধব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, প্রয়াগ-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—

"গঙ্গাযমুনয়োর্যত্র সঙ্গমঃ পুণ্যসঙ্গমঃ।
তত্র মাধবদেবেঽসৌ বর্ত্ততে জগদীশ্বরঃ॥
যস্তু প্রয়াগতীর্থেষু স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ।
পূজয়েন্মাধবং দেবং স বৈকুণ্ঠে বসেৎ সদা॥" ত্রিস্থলীসেতুধৃত।

অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার যেখানে পুণ্যসঙ্গম, সেই স্থানে জগদীশ্বর মাধবদেব রূপে অবস্থান করিতেছেন। প্রয়াগতীর্থে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া এই মাধবদেবের পূজা করিলে তাঁহার সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ বাস হয়।

১৫৮। পঞ্চতীর্থ—পূর্ব্বকালে কোন্ কোন্ তীর্থ ধরিয়া পঞ্চতীর্থ গণিত হইত, তাহা বুঝা যায় না। ভট্টনারায়ণ তাঁহার ত্রিস্থলীসেতু গ্রন্থে নানা পুরাণ-প্রমাণসহ প্রয়াগের মধ্যে নিম্নলিখিত তীর্থগুলির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

যমুনার দক্ষিণকূলে ১ কম্বল ও ২ অশ্বতরনাগের তীর্থ, ইহার নিকট ৩ মহাদেবের স্থান, তৎপরে গঙ্গার পূর্ব্বপার্শ্বে ৪ অবট, ৫ সর্ব্বসামুদ্র ও ৬ প্রতিষ্ঠান। ভাগীরথীর পূর্ব্বে ও প্রতিষ্ঠানের উত্তরে ৭ হংসপ্রপতনতীর্থ, প্রয়াগের দক্ষিণাংশে ও যমুনার উত্তরে

আশ্চর্য্য প্রয়াগের কিল্লা অপূর্ব্ব-রচন।
কোন দেশে নাহি এমত কিল্লার সৃজন ॥ ৬২০

---

৮ ঋণমোচনতীর্থ, যমুনার দক্ষিণতটে ৯ অগ্নিতীর্থ, এবং যমুনার পশ্চিমে ১০ অনরক নামক ধর্ম্মরাজের তীর্থ, গঙ্গাতীরে ১১ সন্ধ্যাবট নামক ক্ষেত্র, এখানে দেবেশ্বর নামক মহাদেব ও তপোবন নামক তীর্থ আছে। তাহার নিকট ১২ ভোগবতী ও বাসুকিতীর্থ, বাসুকির উত্তরে ১৩ দশাশ্বমেধতীর্থ, গঙ্গার উত্তরকূলে ১৪ মানসতীর্থ, যমুনার উত্তরে ভগবান্ আদিত্যের ১৫ নিরুজক নামক তীর্থ, ১৬ উর্ব্বশী-রমণ, ১৭ কোটিতীর্থ, ১৮ তমোহীনতীর্থ, ১৯ গঙ্গাযামুন, ২০ বিকিরতীর্থ, গঙ্গার পশ্চিম তীরে ২২ ব্রহ্মকুণ্ড, (এখানে দশাশ্বমেধতীর্থ), ইহার কুড়ি হাত দূরে ২৩ শঙ্খতীর্থ, তাহার দক্ষিণে ২৪ গরুড়ধ্বজ, তাহার দক্ষিণে ২৫ চক্রতীর্থ, ২৬ গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের উপর মাধবদেব, দশাশ্বমেধের দক্ষিণে ২৭ লক্ষ্মীতীর্থ, তাহার দক্ষিণে ২৮ কাঞ্চণতীর্থ, তাহার সম্মুখে ২৯ পাপমোচনতীর্থ, তাহার কিছু দূরে ৩০ ইন্দিরেশ্বর মহাদেব ও কপিলতীর্থ, গঙ্গার পূর্ব্বভাগে ৩১ দেবগোষ্ঠ, দক্ষিণতীরে ৩২ অনন্ত মাধব, পশ্চিমে বিকির হইতে পূর্ব্বে সোমায়ন পর্য্যন্ত ৩৩ সুধারস বা সোমতীর্থ, ৩৪ সুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়বট ও ৩৫ বেণীতীর্থ বা ত্রিবেণীসঙ্গম। যদিও নানা পৌরাণিক প্রমাণানুসারে ত্রিস্থলীসেতুকার উক্ত ৩৫টী মুখ্যতীর্থের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ব্রহ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, পঞ্চক্রোশী প্রয়াগক্ষেত্রের মধ্যে, এমন কি এখানকার প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যেও অসংখ্য তীর্থ ও দেবতা বিদ্যমান। যথা—

কাহার শকতি কিম্বা বর্ণিবারে পারে।
তার মধ্যে অক্ষয়বট[১৫৯] পাতাল ভিতরে॥ ৬২১

"বংসেদং সংপ্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্য মহাত্মনঃ।
অসংখ্যাতানি তীর্থানি দৈবতানি শুভানি চ॥
পঞ্চক্রোশস্য সর্ব্বত্র যাবন্তঃ পরমাণবঃ।
একৈকস্মিন্ সদা সন্তি হ্যসংখ্যানি পৃথক্ পৃথক্॥
যথাপি কথয়িষ্যামি তীর্থপ্রাচুর্য্যতো ভৃশং।
বটকূলে তু হরিঃ সাক্ষাদ্বর্ত্ততে বিশ্বরূপধৃক্॥" (ব্রাহ্ম°)

মৎস্যপুরাণের মতে, কেবল যমুনার দক্ষিণতটেই সহস্র তীর্থ বিদ্যমান।

"এবং তীর্থসহস্রাণি যমুনা-দক্ষিণে তটে।"

এমন কি বরাহপুরাণে লিখিত আছে,—নৈমিষ, পুষ্কর, গোতীর্থ, সিন্ধুসাগর, গয়া, ধেনুকারণ্য বা গঙ্গাসাগর ইত্যাদি বহু তীর্থ এবং যত পুণ্য শৈলমালা আছে, ত্রিশকোটি দশসহস্র তীর্থ এই প্রয়াগে অবস্থিত রহিয়াছে—

"শৃণু রাজন্ প্রবক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং পুনরেব তু।
নৈমিষং পুষ্করং চৈব গোতীর্থং সিন্ধুসাগরম্॥
গয়া চ ধেনুকং চৈব গঙ্গাসাগরমেব চ।
এতে চান্যে চ বহবো যে চ পুণ্যা শিলোচ্চয়াঃ॥
দশতীর্থসহস্রাণি ত্রিংশৎকোট্যস্তথা পরাঃ।
প্রয়াগে সংস্থিতা নিত্যমেবমাহু মনীষিণঃ॥"

(মৎস্যপু° ১১০.১-৭)

১৫৯। অক্ষয়বট—প্রয়াগস্থ প্রসিদ্ধ বটবৃক্ষ। ইহা বর্ত্তমানকালে আলাহাবাদের কেল্লার ভিতরে অবস্থিত। পুরাণাদিতেও এই

তাহার নিকটে আছে কত কত জন।
তারে পৈসা দিয়া গেলা পাতালভুবন ॥ ৬২২

অক্ষয়বটের উল্লেখ আছে। চীন-পরিব্রাজক যুঅন্-চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে এই বট দেখিয়াছিলেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, ইহার মূলে প্রাণত্যাগ হইলে রুদ্রলোকপ্রাপ্তি হয়।

"বটমূলং সমাসাদ্য যস্তু প্রাণান্ পরিত্যজেৎ।
সর্ব্বলোকানতিক্রম্য রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥"

ব্রহ্মপুরাণের মতে, এই অক্ষয়বটই সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং স্বধা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সমস্ত শাস্ত্র ও তীর্থ এই অক্ষয়বটে বিদ্যমান।

"তত্র চাস্তে বটো দিব্য সর্ব্বদেবময়ো মহান্।
তস্য সংস্মরণাদেব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
মূলং বিষ্ণুঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বধা লক্ষ্মী স্বয়ং শুভা।
যত্রাণি ভারতী দেবি পুষ্পাণি বিবুধেশ্বরঃ ॥
ব্রহ্মা ফলানি সর্ব্বাধারো হরিঃ প্রভুঃ।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি দানতীর্থব্রতানি চ।
তানি সর্ব্বাণি বর্ত্ততে প্রয়াগবটকে শুভে।"

বরাহপুরাণের মতে, যখন সর্ব্বত্র জলপূর্ণ ও স্থাবর-জঙ্গম একবারে নষ্ট হইয়াছিল, তৎকালে এই বিষ্ণুমূল মহাবৃক্ষই একমাত্র বর্ত্তমান ছিল।

"তত্রৈবেকার্ণবে সর্ব্বে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
সর্ব্বত্র জলপূর্ণেতু ন প্রজায়েত কিংচন।

মশাল জ্বালিয়া জান সঙ্গেতে কতেক।
স্থানে স্থানে লিঙ্গমুরত আছয়ে অনেক॥ ৬২৩
ষোলোবেদীর আকার স্তম্ভ জেমত গয়ায়।
স্থানে স্থানে কত দেব আছেন তথায়॥ ৬২৪
প্রণাম করিয়া গেলা অক্ষয়বটের কাছে।
লোকের প্রত্যয় নাহি খুট্যা দেখে পাছে॥ ৬২৫
দুটী ডাল কাঁচা গাছ সকলে দেখিয়া।
বাহিরে আইলা সবে প্রণাম করিয়া॥ ৬২৬
দশাশ্বমেধে[১৬০] স্নান তর্পণ সর্ব্বজন করি।

এতদ্বটং মহাদেবি বিষ্ণুমূলং মহাক্রমম্।
মম প্রসাদাৎ সুশ্রোণি তদেকং তিষ্ঠতে তদা॥" (বরাহ)

ত্রিস্থলীসেতুধৃত মৎস্যপুরাণের মতে, যখন দ্বাদশাদিত্য রুদ্রের তপস্যায় নিরত ছিলেন এবং সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়াছিল, তৎকালে এই বটমূল দগ্ধ হয় নাই।

"যত্র তে দ্বাদশাদিত্যাস্তপন্তে রুদ্রমাশ্রিতাঃ।
নির্দহন্তি জগৎ সর্ব্বং বটমূলং ন দহ্যতে॥"

১৬০। দশাশ্বমেধ—পদ্মপুরাণের মতে, গঙ্গার পশ্চিমতীরে যেখানে ব্রহ্মকুণ্ড আছে, তথায় ব্রহ্মা দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই ত্রৈলোক্যপাবন দশাশ্বমেধ তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে।

"গঙ্গায়া পশ্চিমে তীরে ব্রহ্মকুণ্ডাস্তি শোভনঃ।
তত্রাহময়জং দেবমশ্বমেধৈর্দশোদ্মিতৈঃ।
দশাশ্বমেধিকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যপাবনম্।

ভরদ্বাজাশ্রমে[১৬১] গেলা অতি ত্বরাত্বরি ॥ ৬২৭
ভরদ্বাজের মূর্ত্তি তথা কত মূর্ত্তি আর।
কতস্থানে শিবলিঙ্গ আশেপাশে তার ॥ ৬২৮

তস্য সন্দর্শনাদেব মহাপাতককোটয়ঃ।
ভস্মীভবন্তি সর্ব্বেষামগ্নিনা তূলরাশিবৎ ॥"

১৬১। ভরদ্বাজাশ্রম—প্রয়াগক্ষেত্রস্থ প্রসিদ্ধ তীর্থ। এই স্থানে ভরদ্বাজঋষির মূর্ত্তি এবং অন্যান্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে—

"ধন্বিনৌ তৌ সুখং গত্বা লম্বমানে দিবাকরে।
গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধৌ প্রাপতুর্নিলয়ং মুনেঃ ॥
রামস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য ত্রাসয়ন্ মৃগপক্ষিণঃ।
গত্বা মুহূর্ত্তমধ্বানং ভরদ্বাজমুপাগমৎ ॥
ততস্ত্বাশ্রমমাসাদ্য মুনের্দর্শনকাঙ্ক্ষিণৌ।
সীতয়ানুগতৌ বীরৌ দূরাদেবাবতস্থতুঃ ॥" (৫৪।৮-১০)

'সূর্য্য যখন অস্তগমন করিতেছেন, সেই সময়ে (রাম ও লক্ষ্মণ) উভয় ধনুর্ধারী সুখে গিয়া গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম পাইলেন। রাম মুহূর্ত্ত পথ গিয়া ভরদ্বাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরে তাঁহার আশ্রম পাইয়া মুনিকে দেখিবার আশায় সীতার সহিত উভয় বীর কিছু দূরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।' রামায়ণের এই প্রমাণে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে বা বেণী-ঘাটের নিকটই ভরদ্বাজ-মুনির আশ্রম থাকিবার কথা, কিন্তু এখন সঙ্গমের নিকট ভরদ্বাজ আশ্রম বিদ্যমান নাই। এখন

দর্শন করিয়া আইলা গোদাবরী[১৬২] ধারে।
তথা স্নান করি গেলা সরস্বতীর তীরে ॥ ৬২৯
এইরূপে মহাশয় পঞ্চতীর্থ করি।
শীঘ্রগতি চলি গেলা বাসা বরাবরি ॥ ৬৩০
জলপান করিবেন প্রয়াগের ব্রাহ্মণ।
পরামর্শ করি কৈলা দ্রব্য আয়োজন ॥ ৬৩১
প্রস্তুত করিয়া দ্রব্য কৈলা নিমন্ত্রণ।
স্নান করি বিপ্রগণ করিলা গমন ॥ ৬৩২
সাতশত দ্বিজবর জেন সূর্য্য-আভা।
দাঁড়ায়্যা রহিলা সবে আলো করি সভা ॥ ৬৩৩
লুচি চিনী পেড়া দধি আম্র মতিচুর।
জলপানে বসিলেন জতেক ঠাকুর ॥ ৬৩৪
সবাকারে রুলির ফোঁটা এক খিলী পান।
জনাজাত হাতে এক টাকা দিয়া জান ॥ ৬৩৫
টাকা পায়্যা তুষ্ট হয়্যা কৈলা জলপান।
জয় হকু ঘোষালের করেন বাখান ॥ ৬৩৬

যেখানে ভরদ্বাজ আশ্রম দৃষ্ট হয়, তথা হইতে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দূরে সরিয়া গিয়াছে।

১৬২। গোদাবরী—কবি ভরদ্বাজাশ্রমের পর যে গোদাবরীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কল্পনা। বাস্তবিক ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে গোদাবরী বহুদূর। "গোদাবরী ধারে" স্থলে "যমুনার ধারে" হইবে।

কর্ত্তাকে ব্রাহ্মণগণ বলে ডাক দিয়া।
এরূপ না করে কেহ প্রয়াগে আসিয়া ॥ ৬৩৭
আশীষ করিয়া সবে করিলা গেলানী।
ফকির বৈষ্ণবের শেষে হইল উঠানী ॥ ৬৩৮
সবে কৈল ফলাহার হৃষ্টচিত্ত হয়্যা।
এক দুই পৈসা পায়্যা চলিল উঠিয়া ॥৬৩৯
আর দিন স্বদেশের জতেক ব্রাহ্মণ।
বৈদ্য আর শূদ্র আদি সঙ্গে জত জন ॥ ৬৪০
ঐরূপ সবাকার হৈল জলপান।
মুখশুদ্ধি করি সবে গেলা স্থানে স্থানে ॥ ৬৪১
চেষ্টা করি মাজী নৌকা ভাড়া নাহি পায়।
এইরূপে কথো যাত্রী করিলা বিদায় ॥ ৬৪২
প্রয়াগ হৈতে যাত্রা করি ঘোষাল তনয়।
যাত্রী লয়্যা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয় ॥ ৬৪৩
স্নান করিয়া কর্ত্তা করিলা তর্পণ।
সন্ধ্যা করিয়া কৈলা ইষ্ট প্রপূজন ॥ ৬৪৪
মনসারাম আদি করি চারিজন ব্রাহ্মণে।
এক শাল এক বনাত কৈলা বিতরণে ॥ ৬৪৫
এক মোহর গাই-বাছুর আর এক ঘোড়া।
বালক বলি মনসারামে দিলা এক জোড়া ॥ ৬৪৬
পঞ্চাস রূপৈয়া দিলা বস্ত্র কুড়িখান।
তুষ্ট হৈলা চারি দ্বিজ পায়্যা ঘোড়া দান ॥ ৬৪৭

বেচু ঠাকুরকে পাঁচ তঙ্কা দিলা মহাশয়।
অতি তুষ্ট হয়্যা বেচু গেলা নিজালয়॥ ৬৪৮
বস্ত্র তঙ্কা পায়্যা নাপিত করিল মুণ্ডন।
চাটর্য্যার ভৃত্ত্যে কিছু দিল ততক্ষণ॥ ৬৪৯
এইরূপে বিতরণ করিলা বিস্তর।
নমস্কার করি বিপ্রে গেলা তারপর॥ ৬৫০
শ্যামাপ্রিয়া আদি করি জত জত জনে।
দিয়া সবারে পাঠাল্যা বৃন্দাবনে॥ ৬৫১
তার সঙ্গে জত জনের রতি-প্রীত ছিল।
তাহার বিচ্ছেদে সবে কান্দিতে লাগিল॥ ৬৫২
পঞ্চমাস গর্ব্ভ প্রিয়া করিলা গমন।
বালক হইলে নাম হবে বৃন্দাবন॥ ৬৫৩
কর্ত্তার গমনে জত প্রয়াগের ব্রাহ্মণ।
অশ্রুপাত হয় চক্ষে বিমল বদন॥ ৬৫৪
বিমল বদনে সবে আশীর্ব্বাদ করি।
ফুকুর্য্যা ফুকুর্য্যা কান্দ্যা গেলা ঘরাঘরি॥ ৬৫৫
রচে বিজয় বিশারদ বৈদ্যকুলোৎপতি।
প্রয়াগ করিয়া ঘোষাল কাশী কৈলা গতি॥ ৬৫৬

প্রয়াগ-মাহাত্ম্য

বাহোরে বাহোরে নৌকা কাশী চলো যাই ॥ ধুয়া ॥

প্রয়াগখণ্ডে মুনিগণ কহিয়াছেন কথা।
প্রয়াগে মুণ্ডিয়া[১৬৩] মাথা মরুক যথাতথা ॥ ৬৫৭
প্রয়াগেতে মাঘ মাসে[১৬৪] যেবা করে স্থিতি।
অবশ্য হইবে তার নির্ব্বাণ-মুকতি ॥ ৬৫৮

১৬৩। মুণ্ডন—এ সম্বন্ধে শাস্ত্রবচন এইরূপ—

"প্রয়াগে বপনং কুর্য্যাদ্গয়ায়াং পিণ্ডপাতনম্।
দানং দত্থাৎ কুরুক্ষেত্রে বারাণস্যাং তনুং ত্যজেৎ ॥
কিং গয়া পিণ্ডদানেন কাশ্যাং বা মরণেন কিং।
কুরুক্ষেত্রে চ দানেন প্রয়াগে বপনং যদি ॥"
"কেশানাং যাবতি সংখ্যা ছিন্নানাং জাহ্নবীজলে।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥"

(ত্রিস্থলীসেতুধৃত পুরাণ-বচন)

অর্থাৎ প্রয়াগে মাথা মুড়াইবে, গয়ায় পিণ্ড ফেলিবে, কুরুক্ষেত্রে দান এবং কাশীতে দেহ ত্যাগ করিবে। কুরুক্ষেত্রে দান ও প্রয়াগে মুণ্ডন করিলে গয়ায় পিণ্ডদানের বা কাজ কি কাশীতে মরিয়াই বা কি হইবে? প্রয়াগে মাথা মুড়াইলে যত ছিন্নকেশ জলে পড়িবে, তত সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে সুখে বাস হইবে।

১৬৪। নারায়ণের ত্রিস্থলীসেতুগ্রন্থে প্রয়াগে মাঘমাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত আছে। এখানে দুই একটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে—

যথা,—

মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।
সুমেরু-সমতুল্য হিরণ্যদানে।
নহি তুল্য নহি তুল্য গোবিন্দনামে ॥ ৬৫৯

"কুরুক্ষেত্র সমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
তস্মাদ্দশগুণা প্রোক্তা যত্র বিন্ধ্যেন সঙ্গতা ॥
তস্মাচ্ছতগুণা প্রোক্তা কাশ্যামুত্তরবাহিনী।
কাশ্যাঃ শতগুণাঃ প্রোক্তা গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে ॥
সহস্রং গুণিতা সাপি ভবেৎ পশ্চিমবাহিনী।
পশ্চিমাভিমুখী গঙ্গা কালিন্দ্যা সহ সঙ্গতা ॥
হস্তি কল্পকৃতং পাপং সা মাঘে নৃপদুর্লভা।
অমৃতং কথ্যতে রাজন্ সা বেণী ভুবি দুর্লভা।
তস্যা মাঘে মুহূর্ত্তং তু দেবানামপি দুর্লভম্ ॥"
"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পূর্বঃ সন্তি স্বয়া পুনঃ।
স্নাতু মায়ান্তি তা বেণ্যাং মাঘে মাসি নরাধিপ ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকানুসারে—ভারতে যতগুলি প্রধান তীর্থ আছে, এবং সেই সকল তীর্থস্নানে যে ফল হয়, সেই সকল তীর্থ অপেক্ষা যমুনা ও পশ্চিমাভিমুখী গঙ্গাসঙ্গম বেণীতীর্থ শ্রেষ্ঠ ও সহস্রগুণ পুণ্যপ্রদ। বিশেষতঃ প্রয়াগের বেণীতীর্থ মাঘমাসে মুহূর্ত্তের জন্য দেবগণেরও দুর্লভ হইয়া থাকে। পৃথিবীর মধ্যে যত তীর্থ আছেন, মাঘমাসে এই বেণীতীর্থে স্নান করিতে আসেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে—

ত্রয়স্থলী-খণ্ড জেই ভক্তিভাবে শুনে।
রোগ হইতে মুক্ত সেই হবে সেইক্ষণে ॥ ৬৬০
সংক্রান্তি পক্ষের শেষে অবশ্য শুনিবে।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে সুখে জন্ম জাবে ॥ ৬৬১
যথা,—
পক্ষশেষে চ সংক্রান্ত্যাং শ্রুয়তে পঠ্যতে যদি।
দুঃখ-রোগাদ্বিনির্মুক্তশ্চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
অন্যত্র,—
কুম্ভপূর্ণেন্দুসংক্রান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি চাশ্বমেধফলং লভেৎ ॥
পুরাণে কহিয়াছেন ব্যাস ইহার বিধান।
ভক্তিতে শুনিলে সেই হবে পুত্রবান্ ॥ ৬৬২
অভক্তিতে জেই জন শুনিবেক পুথি।
নিস্তার নাহিক তার নাহি হয় গতি ॥ ৬৬৩
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে ভনে বিজয়রামে পুথি।
কাশীতে চলিয়া জান ঘোষাল সন্তুতি ॥ ৬৬৪

"সিতাসিতে তু যে স্নাতা মাঘমাসে যুধিষ্ঠির।
ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥"

মাঘমাসে শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ যে কোন সময়ে গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে স্নান করিলে শতকোটিকল্প আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

বিন্ধ্যগিরি দর্শনান্তর কাশীযাত্রা

এথায় নৌকায় চড়ি ঘোষাল তনয়।
বাহ বাহ বল্যা ইয়া দিলা নায় ॥ ৬৬৫
ডাহিনে বামে কত গ্রাম না জানি বিদিত।
উরই-সরাই নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ৬৬৬
সেই দিন সেই স্থানে মোকাম করিয়া।
হরিবোল বলিয়া মাজী দিলেক বাহিয়া ॥ ৬৬৭
দুই প্রহর বেলা জখন গগনে হইল।
বিন্ধ্যবাসিনীতে[১৬৫] নৌকা তখনী আইল ॥ ৬৬৮
বিন্ধ্যগিরি[১৬৬] হেতু নাম বিন্ধ্যবাসিনী।
সে পর্ব্বতের সীমা আছে কভু নাহি শুনি ॥ ৬৬৯

১৬৫। বিন্ধ্যবাসিনী—বিন্ধ্যপর্ব্বতস্থ প্রসিদ্ধ দেবী। ভগবতী দাক্ষায়ণীর দেহাংশ বিন্ধ্যাচলে পতিত হওয়ায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর উৎপত্তি।

“চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী।” (দেবীভা° ৭ম স্কন্ধ)

এক্ষণে দেবীর দুইটী প্রতিমা দুই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্ব্বতের নিম্নে সহরের মধ্যে ভোগমায়া এবং পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে স্থাপিতা যোগমায়া।

১৬৬। বিন্ধ্যগিরি—ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। ইহার যে অংশ মার্জাপুর জেলায় অবস্থিত, তাহার নাম বিন্ধ্যাচল। ই, আই রেলে বিন্ধ্যাচল ষ্টেশন হইতে বিন্ধ্যগিরি যাইতে হয়।

সেদিন নৌকার পর থাকি মহাশয়।
প্রভাতে পূজার সজ্জা কত রূপ হয়॥ ৬৭০
তথা হৈতে বিন্ধ্যবাসিনী দেড় ক্রোশ পথ।
চলিলেন মহাশয় সঙ্গে যাত্রী শত॥ ৬৭১
আনন্দে চলিলা সবে যথা ঠাকুরাণী।
পর্ব্বত-কোটর মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী॥ ৬৭২
বিবিধ প্রকারে পূজা তাঁহার করিয়া।
এথা ঠাকুরাণী বাটী আইলা চলিয়া॥ ৬৭৩
বিন্ধ্যবাসিনী প্রতিরূপ দেবী মহেশ্বরী।
উপহার বলিদানে তাঁরে পূজা করি॥ ৬৭৪
শীঘ্রগতি বজরাতে আস্যা গুণবর।
মাজীকে বলিলা নৌকা চালাও সত্বর॥ ৬৭৫
আজ্ঞা পায়্যা মাজীগণ নৌকা বাহি দিল।
মুহূর্ত্তেকে মৃজাপুর[১৬৭] উপস্থিত হৈলা॥ ৬৭৬
গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বড়ই সহর।
জাহা চাহে তাহা মিলে সামগ্রী বিস্তর॥ ৬৭৭

১৬৭। মৃজাপুর—(মীর্জাপুর) যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত জেলা এবং গঙ্গাতীরস্থ উক্ত জেলার প্রধান নগর। ইহা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই স্থান গালার ব্যবসায় এবং মাটীর ও পাথরের বাসন প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ। মীর্জাপুরের কার্পেট ও আসন জগৎবিখ্যাত। এরূপ উৎকৃষ্ট কার্পেট ভারতে অন্যত্র প্রস্তুত হয় না।

স্নানপূজা ভোজন করিয়া মহাশয়।
আনন্দে সামগ্রী লয়েন জাহা মনে লয়॥ ৬৭৮
চুলিচা গালিচা আদি শতরঞ্চি শীল।
নানাবর্ণে ছিট লয়েন হয়্যা হৃষ্ট দীল[১৬৮]॥ ৬৭৯
অল্প কর‍্যা দিব্য লৈল জার কিছু নাই।
শীল জাঁতা লয়্যা কৈল নৌকার বোঝাই॥ ৬৮০
সে দিন মোকাম করি রহিলা তথাতে।
রাত্রেতে কর্ত্তার জ্বর হৈল আচম্বিতে॥ ৬৮১
আজ্ঞা পায়্যা নৌকা মাজী চালাইয়া যায়।
বাতাসে না চলে বলে কি হবে উপায়॥ ৬৮২
দেখিয়া জলের ঢেউ ভয়।
ডুলী কাহার করিয়া চলিলা মহাশয়॥ ৬৮৩
হামরা হইয়া সঙ্গে চলে কতো জন।
অনেক কষ্টেতে চলি মাজী নৌকাগণ॥ ৬৮৪
একযোগে সবাই হইলা এক স্থানে।
ভোজন করিলা সবে করিয়া রন্ধনে॥ ৬৮৫
সন্ধ্যার সময় নৌকায় হইলা সোয়ারী।
দেখা নাহি জায় গ্রাম নৌকা চলে সারি॥ ৬৮৬

১৬৮। দীল—(পারসী) অন্তঃকরণ।

ডাহিনে চণ্ডালগড়[১৬৯] বড়ই সহর।
গঙ্গার ধারেতে কিল্লা দেখিতে সুন্দর ॥ ৬৮৭
দশদণ্ড রাত্রি যখন ঘোর অন্ধকার।
কাশীতে আইল নৌকা পাঁড়ের দুয়ার ॥ ৬৮৮
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে ভনে কবি শ্রীযুত।
উপস্থিত হৈলা কাশী ঘোষালের সুত ॥ ৬৮৯

১৬৯। চণ্ডালগড়—(চনার বা চুনার) চুনার মীর্জাপুর জেলার একটী নগর, গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থিত চুনারদুর্গ অতি প্রাচীন। এই দুর্গের প্রকৃত নাম চরণাদ্রিগড়, কিন্তু সাধারণতঃ ইহা চণ্ডালগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। দুর্গের অভ্যন্তরে বহু সংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ, উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরির বাসের নিমিত্ত এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।

কাশী আগমন ও শিবস্থাপন

আমারে শিবের দয়া হৈল হে নিকটে
আইলাম দয়া হৈল হে ॥ ধুয়া ॥

সে দিন থাকিলা সবে নৌকার ভিতরে।
কেহ উঠি থাকিলেক কোঠার ভিতরে ॥ ৬৯০
মহারাষ্ট্রের এক বাটী আছে তথাকারে।
বড় উচ্চ বালাখানা কত লোক ধরে ॥ ৬৯১
যাত্রী লয়্যা মহাশয় থাকিয়া তথায়।
রামদেব রামহরিকে আনিলা বাসায় ॥ ৬৯২
কাছে আনি দুই জনে করিলা জিজ্ঞাসা।
শিবস্থাপনের কি করিলা কহো মোরে ভাষা ॥ ৬৯৩
অদ্য আঠাস্যা মাস উনত্রিশ কালি হবে।
শিব-স্থাপন করো কালি জাহে প্রীত রবে ॥ ৬৯৪
শুনিয়া কহিলা হরি করি জোড়হাতে।
সামগ্রী হয়্যাছে প্রস্তুত তালিকের মতে ॥ ৬৯৫
কর্ত্তারে সন্তুষ্ট করি হইলা বিদায়।
জেখানে জে খরচ দ্রব্য রাখিলা তথায় ॥ ৬৯৬
কাশীতে আছেন জত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ।
সবাকারে মহাশয় কৈলা নিমন্ত্রণ ॥ ৬৯৭
অপটু কারণ কর্ত্তা লয়্যা শাস্ত্রবিধি।
পুরোহিত খুড়াকে দিলেন প্রতিনিধি ॥ ৬৯৮

ন্যায়ালঙ্কার বিদ্যাবাগীশ আর বাচস্পতি।
বরণে থাকিলা কর্ত্তার পায়্যা অনুমতি ॥ ৭৯৯
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আদি করি জত জত কার্য্য।
সর্ব্বকর্ম্মাধিকারি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥ ৭০০
চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া হৈল দ্রব্যসভা।
বসিলা বাঙ্গালী বিপ্র জেন সূর্য্যআভা ॥ ৭০১
স্মৃতি সাহিত্য ন্যায়শাস্ত্র বেদান্ত পুরাণ।
অপূর্ব্ব বিচারে সবে করেন বাখান ॥ ৭০২
বিচার করিয়া সবে মালা-চন্দন লয়্যা।
হৃষ্টচিত্ত নিজালয়ে গেলেন চলিয়া ॥ ৭০৩
শিবের স্থাপন করি কৃতী চারি জন।
আপনার নিজ বাসে করিলা গমন ॥ ৭০৪
পুরোহিত নির্ম্মাল্য লয়্যা কর্ত্তা-সন্নিধান।
বেদ উচ্চারিয়া কৈলা আশীর্ব্বাদ দান ॥ ৭০৫
বাঞ্ছারাম আদি করি জতেক ব্রাহ্মণ।
শিবালয়ে করাইলা ব্রাহ্মণভোজন ॥ ৭০৬
কন্দর্প ঘোষালের[১৭০] নামে শিবের স্থাপন।
কন্দর্পেশ্বর নাম শিবের এই সে কারণ ॥ ৭০৭
অপূর্ব্ব নির্ম্মল শিব অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
তাঁর কাছে কত দেব আদি হনুমান ॥ ৭০৮

১৭০। ৫ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

জলপান করিয়া জতেক দ্বিজবর।
জয় জয় শব্দ করে কাশীর ভিতর॥ ৭০৯
কাশীতে উপরী শূদ্র আছয়ে বাঙ্গালী।
ফকির বৈষ্ণব আর জতেক কাঙ্গালী॥ ৭১০
ভোজন করিয়া পইসা দিলা সবাকারে।
তুষ্ট হয়্যা গেলা সবে আপনার ঘরে॥ ৭১১
পাঁচ শত গঙ্গাপুত্র কাশীর ভিতরে।
জলপানে নিমন্ত্রণ করিলা সবারে॥ ৭১২
এক এক তঙ্কা পায়্যা গঙ্গাপুত্রগণ।
জলপান কর্য়্যা ঘরে গেলা সর্ব্বজন॥ ৭১৩
সাত শত বাঙ্গালী বিপ্র পায়্যা নিমন্ত্রণ।
অপূর্ব্ব সামগ্রী সবে করিলা ভোজন॥ ৭১৪
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য কতেক কুলীন।
বংশজ শ্রোত্রিয় আর কত কত দীন॥ ৭১৫
জার জে মর্য্যাদা বুঝি কর্ত্তা গুণমণি।
তঙ্কা দিয়া সবাকারে দিলেন মেলানী॥ ৭১৬
কেহ দুই তিন চারি কেহ তঙ্কা পাঁচ।
আশীর্ব্বাদ করি গেলা বাঙ্গালী সমাজ॥ ৭১৭
কাশীর মধ্যেতে আছেন বিধবা জতেক।
সবাকারে দিলা কর্ত্তা তঙ্কা এক এক॥ ৭১৮
শূদ্রের বিধবা পাইল একৈক আধুলী।
দিগম্বরে কিছু দিলা প্রিয়বাক্য বলি॥ ৭১৯

ফকির বৈষ্ণব পায়্যা বলে জয় জয়।
মহা আনন্দিত হৈলা ঘোষাল-তনয়॥ ৭২০
দুর্ব্বল কারণ কর্ত্তা কহিলা খুড়ারে।
বিশ্বেশ্বর আদি তোমার হবে পূজিবারে॥ ৭২১
এতবলি প্রতিনিধি করিয়া পূজার।
কতেক সামগ্রী কৈলা লেখা নাহি তার॥ ৭২২
কাশীনাথ অন্নপূর্ণা কালভৈরব আর।
এ তিনে করিলা পূজা তিন চারি বার॥ ৭২৩
কেদারেশ্বর বিশ্বেশ্বর তিল-ভাণ্ডেশ্বর।
ষোড়শোপচারে পূজা কৈলা সবাকার॥ ৭২৪
দেব-দেবী জত আছেন কাশীর[১৭১] ভিতরে।
প্রত্যেকে কাহার শক্তি পূজা করিবারে॥ ৭২৫
দুর্গাকুণ্ড আদি করি জত আছে কুণ্ড।
কথোগুলি হ্রদে কেহ ডুবাইল মুণ্ড॥ ৭২৬
এইরূপে মহাশয়ের তীর্থ হৈল সব।
বাসে আসি করে সবে কাশীনাথ রব॥ ৭২৭
একদিন বারাণসীর যতেক পণ্ডিত।
কর্ত্তার নিকটে আসি হৈলা উপস্থিত॥ ৭২৮
দুলিচা গালিচা পাতা প্রস্তুত আছিল।
বিচার করিতে সবে আসনে বসিল॥ ৭২৯

১৭১। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত কাশীপরিক্রমা ও তীর্থভ্রমণ গ্রন্থে কাশীস্থ দেবদেবীর বিবরণ দ্রষ্টব্য।

বড়ই পণ্ডিত সব জেন সূর্য্য আভা।
সারি সারি বসিলেন আগো করি সভা॥ ৭৩০
তথাকারে ন্যায়ালঙ্কার ন্যায়বেত্তা ছিলা।
এ জন্যেতে মহাশয় লজ্জা এড়াইলা॥ ৭৩১
প্রথমে প্রসঙ্গ হৈল তর্কের বিচারে।
ন্যায়ালঙ্কার পরাভব করিলা সবারে॥ ৭৩২
পরাভব হৈলা যদি কাশীর ব্রাহ্মণ।
হরিষে বিষাদে কর্ত্তা আনন্দিত মন॥ ৭৩৩
বেদান্ত পুরাণের যদি হইত বিচার।
বাঙ্গালি করিবে বিচার কিবা শক্তি তার॥ ৭৩৪
পশ্চাদ্ ভাবিয়া সবে গেলেন উঠিয়া।
বিশারদে রচে বিচার সংক্ষেপ করিয়া॥ ৭৩৫



কাশী-মাহাত্ম্য

জাবনা জাবনা দেশে বলে রে যাত্রীগণ বলে রে ॥ ধুয়া।

প্রস্তর-নির্ম্মাণ কাশী দেখিতে সুন্দর।
অতিবড় বালাখানা দেখি লাগে ডর ॥ ৭৩৬
স্থান নাহি পায়্যা লোক ঊর্দ্ধে বাড়ায় ঘর।
কোঠা দেখিতে ঘাড় ভাঙ্গে পড়ে মহীতল ॥ ৭৩৭
মহারাষ্ট্র গঙ্গাপুত্র দশহাজার ঘর।
আর কত কত লোক কাশীর ভিতর ॥ ৭৩৮
জনানা[১৭২] লোকের রূপ কহিতে না পারি।
বড়ই রূপসী জেন স্বর্গ-বিদ্যাধরী ॥ ৭৩৯
শুনহে ভকত লোক আছ জত জীব।
জনম অবধি ভজ কাশীনাথ শিব ॥ ৭৪০
অন্তিম কালেতে পাপী তর্য্যা জাবা সুখে।
কাশীনাথ কাশীনাথ বল সদা মুখে ॥ ৭৪১
দেশ ছাড়ি জেই জন কাশীতে রহিবে।
কাশী মৈলে মুক্তিপদ অবশ্য হইবে ॥ ৭৪২
পথে ঘাটে হাটে মাঠে জেখানে সেখানে।
পড়িয়া মরিলে মুক্তি হবে সেই ক্ষণে ॥ ৭৪৩

১৭২। জনানা—(পারসী) স্ত্রীলোক

কাশীনাথের পুরী মধ্যে জেইজন মরে।
তাহার গতির কথা কে বলিতে পারে[১৭৩] ॥ ৭৪৪
কাশীর কবিতা রচে কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে।
কবিরাজে দেওয়ানজী রাখিবা সমাবেশে ॥ ৭৪৫



১৭৩। সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত ৺কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র মহারাজ জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত কাশী-পরিক্রমায় কাশী-মাহাত্ম্য ও কাশীস্থ তীর্থ-বিবরণ দ্রষ্টব্য।

কাশীবাসীর পরিচয়

ত্রিপদী

কাশীর ব্রাহ্মণ জেন দেবগণ
বেদান্তে পণ্ডিতরাগ।
অপূর্ব্ব-বসন ভালেতে চন্দন
মধ্যেতে রুলির দাগ॥ ৭৪৬
উজ্জ্বল মূরতি দেবের আকৃতি
দেখিতে ভকতি হয়।
তথায় নাগরী জেন বিদ্যাধরী
গজেন্দ্রগামিনী কয়॥ ৭৪৭
কটাক্ষ-লাবণ্য সবে ঘোষে ধন্য
সিংহের জিনিয়া মাজা।
দ্রুতগতি জায় নাহি লজ্জা ভয়
আশ্চর্য্য তাহার ধ্বজা॥ ৭৪৮
মুখ জেন শশী মৃদু মন্দ হাসি
বিন্দু বিন্দু হয় ঘাম।
দেখিয়া বয়ান কেহ হতজ্ঞান
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাম[১৭৪]॥ ৭৪৯

১৭৪। ভাম—ভ্রম।

কাশীর কীরিতি কাহার শকতি
কেবা বর্ণিবারে পারে।
ভিষক্ বুঝিয়া নিরস্ত হইয়া
ক্ষমা দিলা অনুসারে ॥ ৭৫০
কাশীর সমান কোথা নাহি স্থান
নানা কুণ্ড নানা হ্রদ।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে বিশারদে ভাষে
শিবের ভাবিয়া পদ ॥ ৭৫১



তিলভাণ্ডেশ্বরের বিবরণ

পাঁচালী

কর্ত্তা বলেন বিদ্যাবাগীশ করো অবধানে।
তিলভাণ্ডেশ্বর[১৭৫] হৈলা কিসের কারণে ॥ ৭৫২
বিদ্যাবাগীশ বলেন শুন ঘোষাল-নন্দন।
তিলভাণ্ডেশ্বর কথা শুনহ কারণ ॥ ৭৫৩
কাশীর ভিতরে ছিলা দণ্ডী একজনে।
তিলভাণ্ড তাঁর নাম জানিবে ভুবনে ॥ ৭৫৪
মদমত্ত নামে তথা ছিল এক শুঁড়ি।
তিলভাণ্ড সর্ব্বদা জায়েন তার বাড়ী ॥ ৭৫৫
মদমত্তের স্ত্রী অতি রূপবতী ছিল।
যাতায়াতে তার সঙ্গে আসঙ্গ হইল ॥ ৭৫৬
এইরূপে দুঁহাকার কথোদিন জায়।
মদমত্ত সদা থাকে মদিরা-শালায় ॥ ৭৫৭

১৭৫। তিলভাণ্ডেশ্বর—কাশীর মান-সরোবরের নিকট মানেশ্বরের মন্দিরের পশ্চিমে তিলভাণ্ডেশ্বরের মন্দির। তিলভাণ্ডেশ্বরের মূর্ত্তি উচ্চে তিন হাত, কিন্তু প্রস্থে দশ হাত। সাধারণের বিশ্বাস, এই মূর্ত্তি প্রত্যহ তিল-পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাই ইঁহার নাম তিলভাণ্ডেশ্বর। তিলভাণ্ডেশ্বরের বিস্তৃত বিবরণ কাশী-পরিক্রমা ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

একদিন দণ্ডিদেব হয়্যা কামাতুর।
অহোরাত্র নাহি জ্ঞান থাকেন সে পুর॥ ৭৫৮
রতিতে আসক্ত হয়্যা ছিলা দুইজনে।
শৌণ্ডিক লইয়া মদ্য আইল ভবনে॥ ৭৫৯
শৌণ্ডিক আইল যদি শৌণ্ডিকা দেখিয়া।
জালার মধ্যেতে দণ্ডী রাখিল ঢাকিয়া॥ ৭৬০
হেনকালে মদমত্ত তথাকারে আসি।
সে জালায় ঢালিয়া মদ্য জাল দেন বসি॥ ৭৬১
শিবের ভকত বড় সেই দণ্ডীজন।
অগ্নির উত্তাপে শিব করিলা স্মরণ॥ ৭৬২
ভক্তের আপদ জানি দেব মহেশ্বর।
ভ্রমর হইয়া তথা আইলা সত্বর॥ ৭৬৩
দণ্ডীভক্তে মহাদেবের দয়া হৈল মনে।
ভাণ্ড মধ্যে গিয়া মন্ত্র দিলা তার কাণে॥ ৭৬৪
শিব বলেন তিলভাণ্ড শুন মন দিয়া।
কাশীর মধ্যেতে থাক শিবলিঙ্গ হয়্যা॥ ৭৬৫
অব্দে অব্দে এক তিল উচ্চ হবা তুমি।
সারোদ্ধার তোমাকে কহিয়া দিনু আমি॥ ৭৬৬
এত বলি বর দিয়া শিবের গমন।
শিবলিঙ্গ হয়্যা দণ্ডী উঠিলা তখন॥ ৭৬৭
বিষ্ণুপট্ট গৌরীপট্ট দেখা নাহি জায়।
প্রকাণ্ড মূর্ত্তিতে লিঙ্গ থাকিলা তথায়॥ ৭৬৮

শিবশঙ্কর বলেন শুনহ মহাশয়।
তিলভাণ্ডেশ্বর কথা কহিনু নির্ণয় ॥ ৭৬৯
ভট্টাচার্য্য কহিলেন কবিরাজে ভণে।
অনাদি হইলা তিনি এই সে কারণে ॥ ৭৭০



কাশীতে রাণী ভবানীর কীর্ত্তি

জত বড় লোক আসি কাশীর ভিতরে।
ভবানীর সম কীর্ত্তি কেহ নাহি করে॥ ৭৭১
রাণী ভবানীর যশঃ না যায় কথন।
কত স্থানে কত ছত্র কত বিতরণ॥ ৭৭২
প্রস্তরের বাটী কতো রচন করিয়া।
বৎসরের খরচ দিয়া দিলা বিলাইয়া॥ ৭৭৩
সদাব্রত স্থানে স্থানে কত দেবালয়।
যেবা যাহা চাহে তাহা ততক্ষণে পায়॥ ৭৭৪
স্থাপনা করিলা কালী তথা মহারাণী।
নিত্য পূজার ঘটা কত কি কহিব বাণী॥ ৭৭৫
কেহ পায় চালু ডালি কেহ ভাত খায়।
রাণী ভবানী পুণ্যশ্লোকা সর্ব্বলোকে গায়॥ ৭৭৬
কৃষ্ণচন্দ্র[১৭৬] কৃষ্ণদত্ত[১৭৭] রাজবল্লভ রাজা[১৭৮]।
চারিজন পুণ্যশ্লোক বলে কাশীর প্রজা॥ ৭৭৭

১৭৬। কৃষ্ণচন্দ্র—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।

১৭৭। কৃষ্ণদত্ত—কলিকাতা হাটখোলায় সুপ্রসিদ্ধ দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দশরণ দত্তের প্রপৌত্র এবং খ্যাতনামা মদনমোহন দত্তের পিতা। মহারাজ নবকৃষ্ণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এই কৃষ্ণচন্দ্র

সহস্র সহস্র দণ্ডী কাশীর ভিতর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মল মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর॥ ৭৭৮

দত্ত কলিকাতার দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ-সমাজের একজন নেতা বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার এবং তৎপুত্র মদনমোহনের বহুতর কীর্ত্তি কেবল কাশীধাম বলিয়া নহে, গয়া, কলিকাতা, আমুতা, মেদিনীপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়।

১৭৮। রাজা রাজবল্লভ—মহারাজ রাজবল্লভ বাহাদুর রায়-রায়ান, নিবাস কলিকাতা বাগ্‌বাজার, জাতিতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম মহারাজ দুর্ল্লভরাম ও পিতামহের নাম জানকীরাম। রাজা জানকীরাম ও দুর্ল্লভরাম মুসলমান-রাজত্বকালে পিতাপুত্রে যথাক্রমে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ও নবাব সিরাজ উদ্দৌলার অধীনে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে মহারাজ দুর্ল্লভরাম সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন। মহারাজ জানকীরাম বঙ্গদেশে চুঁচুড়ার সম্ভ্রান্ত সোমবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক পাটনার সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। ইনি ক্রমে 'রায়রায়ান্' (রাজস্ব-মন্ত্রী) উপাধিতে ভূষিত হন। দুর্ল্লভরাম মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার অধীন খালসা বিভাগে শীলরক্ষক ও জায়গীরদার ছিলেন। মহারাজ রাজবল্লভ ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার প্রথমাবস্থায় লর্ড ক্লাইবের অধীনে কোম্পানির প্রথম খালসা দেওয়ান হন। বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধের অবসানে "মহীন্দ্র" রাজবল্লভ কলিকাতায় আগমন করিয়া সুতানুটীর অন্তর্গত বাগ্‌বাজারে বাস করেন। এই সময়ে লর্ড ক্লাইব

একৈক খারুয়াবস্ত্র দিয়া জনে জন।
অপূর্ব্ব সামগ্রী ঘোষাল করাল্যা ভোজন॥ ৭৭৯
মাধবের ধ্বজা আছে জাহ্নবীর ধারে।
দুই শত হস্ত উচ্চ দেখিতে সুন্দরে॥ ৭৮০
পাকে পাকে সিঁড়ি তার পাকে পাকে পথ।
উঠিতে উঠিতে উঠে আকাশপর্ব্বত॥ ৭৮১
তাহার দারোগা আছে ফকির একজন।
এক এক পইশা তারে দিয়া যাত্রীগণ॥ ৭৮২
ক্রমে ক্রমে উঠে গিয়া ধ্বজার উপর।
তথা হৈতে পঞ্চক্রোশ হয়তো নজর॥ ৭৮৩
ধ্বজায় উঠিয়া দেখে সর্ব্বতীর্থ স্থান।
বালাখানা দেখা যায় কুটীর প্রমাণ॥ ৭৮৪

রাজবল্লভকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে বিশেষ যোগ্যতার সহিত কার্য্য করায় কোন মূল্যবান্ উপহার দিবার জন্য প্রস্তাব করেন, কিন্তু মহারাজ রাজবল্লভ তাঁহার পদগৌরবে স্ফীত হইয়া কোন পুরস্কার গ্রহণে অস্বীকৃত হন। তিনি কিছুকাল মাননীয় ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কাউন্সিলের অনরারি মেম্বর ছিলেন। তিনি বাগ্‌বাজারে ভাগীরথী-তীরে একটী স্নানের ঘাট প্রস্তুত করান। অদ্যাপিও বাগ্‌বাজারে "রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীট" নামে একটী ষ্ট্রীট বর্ত্তমান। তাঁহার সময় ইনি কলিকাতার হিন্দু-সমাজের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য ছিলেন, ইঁহার প্রভাব সম্বন্ধে "স্বর্গে ইন্দ্র মর্ত্ত্যে মহীন্দ্র" এইরূপ প্রবাদ আছে।

ধ্বজা হৈতে আইলা সবে আপন বাসায়।
স্বদেশে জাইতে কর্ত্তা করিলা ত্বরায় ॥ ৭৮৫
শিববাটীর মুকেদ আছিলা জেইজন।
বরাওদ্দ[১৭৯] করি তঙ্কা দিলা ততক্ষণ ॥ ৭৮৬
নানাবর্ণে বস্ত্র লৈলা বিবিধ গহনা।
বিদায় করিলা যাত্রী বুঝিয়া আপনা ॥ ৭৮৭
দুই দুই তঙ্কা ঘোষাল দিলা সবাকারে।
সেই তঙ্কা পায়্যা কথো চলিল দেশেরে ॥ ৭৮৮
সবাকার হৈতে লাগিল মসূরিকা[১৮০] রোগ।
দেখি কর্ত্তা দেশে জাইতে করিলা উদ্যোগ ॥ ৭৮৯
সুস্থ হয়্যা বিশারদে কহিলা ডাকিয়া।
তোমারে করিব তুষ্ট খিদিরপুর গিয়া ॥ ৭৯০
মোর খরচ যত টাকা ততো তোমার বড়ী।
যাত্রীস্থানে কবিরাজ না লইবা কড়ি ॥ ৭৯১
শুন শুন বিশারদ না ভাবিয় মনে।
বাবুজিরে সমর্পিয়া করিব পালনে ॥ ৭৯২
এত শুনি হর্ষ হয়্যা কবিরাজ হাসে।
আনন্দে পুলকিত তনু গদগদ ভাষে ॥ ৭৯৩
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে পুথি বিশারদে গায়।
ত্রয়স্থলী করি কর্ত্তা দেশে চলি যায় ॥ ৭৯৪

১৭৯। বরাওদ্দ—(পারসী—বরাঅর্দ) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্থিরকরণ।
১৮০। মসূরিকা—বসন্তরোগ।

রামনগর-রাজদর্শন

চলিল চলিল দেশে প্রদক্ষিণ করি দেবে
প্রদক্ষিণ করি রে ॥ ধুয়া ॥

আঠারক্রিও শ্রাবণে যাত্রা করি মহাশয়।
যাত্রী লয়্যা গেলা বিশ্বনাথের আলয় ॥ ৭৯৫
দুই মোহর দিয়া দেবে করিলা প্রণতি।
তথা হৈতে অন্নপূর্ণার গৃহে কৈলা গতি ॥৭৯৬
শতবার প্রদক্ষিণ করি অন্নদারে।
মুদ্রা স্বর্ণ দিয়া কর্ত্তা চলিলা সত্বরে ॥ ৭৯৭
একে একে সর্ব্বদেবে প্রণাম করিয়া।
পদব্রজে চলি গেলা অসী মুখ হয়্যা ॥ ৭৯৮
কন্দর্পেশ্বর মহাদেব নিজের স্থাপন।
তাহে প্রণমিয়া চলে ঘোষাল-নন্দন ॥ ৭৯৯
অসীর খালেতে ছিল দশ খান তরি।
যাত্রী সঙ্গে করি গিয়া হইলা সোয়ারী ॥ ৮০০
কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ[১৮১] ধনুর্দ্ধর।
আড়পার তাঁর বাটী শ্রীরামনগর ॥ ৮০১

১৮১। রাজা বলবন্তসিংহ—বারাণসীর রাজা মনসারামের পুত্র। ইনি ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃ-সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তৎকালে

অপূর্ব্ব রাজার বাটী অপূর্ব্ব সৃজন।
দেখিয়া জতেক লোক আনন্দিত মন॥ ৮০২
তাহার নিকট ঘাটে উত্তরিল তরি।
জয় হউক মহারাজার বল্যা বলে হরি॥ ৮০৩
সঙ্গে বিশ্বনাথ মুন্‌সি বুদ্ধেতে প্রখর।
যাতায়াতে খবরদার থাকে নিরন্তর॥ ৮০৪
সংবাদ জানাতে কর্ত্তা পাঠাইলা তাঁরে।
শুনি বলবন্ত রাজা হরিষ অন্তরে॥ ৮০৫

বারাণসী অযোধ্যা সুবার অন্তর্গত ছিল। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার করাল কবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য কাশীর পরপার রামনগরে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর শাহ আলম ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। পরে সুজাউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বারাণসী রাজ্য অযোধ্যার নবাবকে অর্পণ করেন। এই সময় হইতে বলবন্ত সিংহ বৃটীশরাজের মিত্ররাজ বলিয়া পরিচিত হন। মধ্যে সুজা-উদ্দৌলা বলবন্তসিংহকে হৃতসর্ব্বস্ব করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার স্বপক্ষে থাকায় নবাব কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে বলবন্তের মৃত্যু হয়। তৎপরে তাঁহার ক্ষত্রিয়া-মহিষীর গর্ভজাত পুত্র চেৎসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ইতিহাস-পাঠকের নিকট ওয়ারেণ হেষ্টিংসের নামের সহিত চেৎসিংহের নাম বিশেষভাবে পরিচিত।

অপটু কারণ রাজা আসিতে না পারে।
মহাশয়ে খবর দিলা আসিবার তরে ॥ ৮০৬
এত শুনি মহাশয় সসজ্জ হইলা।
সেফাই খনক আদি পালকীতে উঠিলা ॥ ৮০৭
সভাসদ চলিলেন বিপ্র চারিজন।
শীঘ্রগতি উত্তরিলা যথা বলবন্ ॥ ৮০৮
প্রস্তরনির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর।
কতেক বৈঠকখানা অতি মনোহর ॥ ৮০৯
অপূর্ব্ব আসনে রাজা রয়্যাছে বসিয়া।
মহাশয়ে স্তব রাজা করেন উঠিয়া ॥ ৮১০
আইস আইস মহারাজা ধরম-চরিত্র।
তোমার দর্শনে মোর শরীর পবিত্র ॥ ৮১১
দিন শুভক্ষণ মোর সার্থক জীবনে।
ব্যাধি হৈতে মুক্ত মুঞি হইনু এতদিনে ॥ ৮১২
এইরূপে কতো স্তুতি করেন রাজনে।
একত্র হইয়া সবে বসিলা আসনে ॥ ৮১৩
চারি দণ্ড রাত্রি তক আলাপ কথনে।
শাস্ত্রের বিচার কতো করিলা ব্রাহ্মণে ॥ ৮১৪
কর্ত্তার চরিত্র বুঝি হরিষ রাজন।
নানাবিধ বস্ত্র দিয়া করিলা পূজন ॥ ৮১৫
ন্যায়ালঙ্কার বিদ্যাবাগীশ আর বাচস্পতি।
দর্পনারায়ণ ব্রহ্মচারী তিন জনের সাতি ॥ ৮১৬

চারিজনে পাইলা চারি জরীর উড়ানী।
বিদায় হইয়া কর্ত্তা মাঙ্গিলা মেলানী ॥ ৮১৭
সঙ্গেতে আছেন মুন্সী দ্বিজ বিশ্বনাথ।
আরজবেগী রূপে খাড়া সদা থাকেন সাত ॥ ৮১৮
তাহার শিরপা[১৮২] হৈল দুইখান শালে।
ফক্কা[১৮৩] জনের কড়াকড়ি নহিল কপালে ॥ ৮১৯
পাল্‌কীতে উঠিয়া কর্ত্তা আইলা বজরাতে।
সঙ্গের জতেক লোক আইলা সাতে সাতে ॥ ৮২০
অহঙ্কার করে মুন্সী পায়্যা দুই শাল।
কবিরাজে দেখাইয়া সদা করে গাল ॥ ৮২১
কবিরাজ বলে মুন্সা কিবা করো ভূর।
খিদিরপুর গিয়া তোমার দর্প করিব চূর ॥ ৮২২
সমস্ত যাত্রীকে মুন্সী আমি দিলাম বড়া।
কর্ত্তার পুণ্যের হেতু না লইলাম কড়া ॥ ৮২৩
অবশ্য হইবে মোর তথা পুরস্কার।
দুই শাল কোন বস্তু দেয়ানজীর দরবার ॥ ৮২৪
কটাক্ষে দেওয়ান যদি হন অনুকূল।
অবশ্য হইবে তবে মোর সুপ্রতুল ॥ ৮২৫
পরিচয় দেহ যদি বাবুজীর সঙ্গে।
অনুকূল হয়্যা মোরে রাখিবেন সঙ্গে ॥ ৮২৬

১৮২। শিরপা—(পারসী) পুরস্কার।
১৮৩। ফক্কাজন—(দেশজ) নির্ধন, গরীব।

দেওয়ানজীর বড় ভাই সহায় আমার।
হইবে আমার সুখ শুন সারোদ্ধার ॥ ৮২৭
এতেক শুনিয়া মুন্‌সী নিঃশব্দ হইয়া।
বুঝিব বুঝিব বলি গেলেন চলিয়া ॥ ৮২৮
তীর্থমঙ্গল কথা যেই জন শুনে।
অন্তিমকাল স্বর্গ তার কবিরাজ ভণে ॥ ৮২৯

চলে রে ঘোষাল ঠাকুর দেশ করি মনে রে ॥ ধুয়া ॥

সেই দিন সেই স্থানে মোকাম করিয়া।
প্রভাতে বাহয়ে নৌকা জয় জয় দিয়া ॥ ৮৩০
একেতো বন্যার সময় আর ভাটো[১৮৪] জল।
বায়ুবেগে চলে নৌকা করি কল কল ॥ ৮৩১
এপারে ওপারে গ্রাম না জানি বিদিত।
জুড়া গ্রামে আস্যা নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ৮৩২
সেই স্থানে স্নান পূজা করিয়া ভোজন।
চালাইল নৌকা সব জত মাজীগণ ॥ ৮৩৩
ঝড়বৃষ্টি হৈল তথা সে দিন বৈকালে।
নৌকা লয়্যা মাজীগণ রহিল গিয়া খালে ॥ ৮৩৪
প্রভাতে চালায় নৌকা যমুনা ডাহিনে।
কত গ্রাম গঙ্গাতীরে কেবা নাম জানে ॥ ৮৩৫
ত্বরাত্বরি বাহে নৌকা বাহ বাহ বলি।
গাজীপুরে[১৮৫] নৌকাগণ আইল চলাচলি ॥ ৮৩৬

১৮৪। ভাটো—(ভাটা) একটানা স্রোত। নদীর স্বাভাবিক স্রোত।

১৮৫। গাজীপুর—যুক্তপ্রদেশের বারাণসী বিভাগের একটী জেলা। গাজিপুরের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত। ইহার উত্তরাংশ সরযু

তিন ক্রোশ সহর খান বিস্তর বসতি।
সেই স্থানে তরি সব আইল শীঘ্রগতি॥ ৮৩৭
সেই স্থানে স্নান পূজা ভোজন করিলা।
পাৎসার নির্ম্মিত বাটী দেখিতে চলিলা॥ ৮৩৮
চিত্র-বিচিত্র বাটী অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।
আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে করেন বাখান॥ ৮৩৯
মুহূর্ত্তেক সেই বাড়ী দেখি মহাশয়।
যাত্রীগণ লয়্যা শীঘ্র আইলা নৌকায়॥ ৮৪০
বাহ বাহ বলি ডাকে ঘোষাল-নন্দন।
বায়ুবেগে শীঘ্র চলে জত নৌকাগণ॥ ৮৪১
কথ দূর আসি নৌকা পড়িল খালেতে।
হরিষে চলিল নৌকা বাহিতে বাহিতে॥ ৮৪২
মুরদপুর আসি সেদিন মোকাম হইল।
প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা চালাইল॥ ৮৪৩

ও গোমতী নদীর মধ্যে অবস্থিত। প্রবাদ, এই স্থানে গাধি নামক কোন রাজার গাধিপুর নামে একটী দুর্গ ছিল, তিনিই এই নগর স্থাপন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান নামটী মুসলমান সময়ে প্রদত্ত হইয়াছে। কাহারও মতে, পূর্ব্বে এই স্থানের নাম 'গজপুর' ছিল। অধিবাসীরা এখনও এই স্থানকে 'গজিপুর' বলিয়া থাকে। যাহা হউক, গাজিপুর যে অতি প্রাচীন নগর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গাজিপুরের গোলাপ-জল ও আতর বিখ্যাত। এই স্থানে ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের মৃত্যু হয়।

গৌসপুর ডাহিনেতে বামে কর্ম্মনাশা।
রন্ধন করিল সবে বৃক্ষতলে বাসা ॥ ৮৪৪
সেইস্থানে আছেন লিঙ্গদেব রামেশ্বর।
শ্রীরামের নির্ম্মিত তিনি অতি ভয়ঙ্কর ॥ ৮৪৫
পূজার সামগ্রী লৈয়া কর্ত্তা গুণনিধি।
শীঘ্র পূজা কৈলা গিয়া যথা শাস্ত্রবিধি ॥ ৮৪৬
স্নান পূজা ভোজন করিলা সেই স্থানে।
শীঘ্র নৌকা বাহি দিল জত মাজীগণে ॥ ৮৪৭
উজিরা থাকিল বামে ডাইনে দুর্গানদা।
বায়ুবেগে চলে নৌকা সন্ধ্যা অবধি ॥ ৮৪৮
ভোজপুর‍্যার[১৮৬] অধিকার অর্জ্জুনপুর নাম।
সন্ধ্যার সময় তথা হইল মোকাম ॥ ৮৪৯
প্রভাতে চালায় নৌকা বাহ বাহ বলি।
মাজীঘাটে নৌকাগণ আইল চলাচলি ॥ ৮৫০
সেই স্থানে স্নান পূজা করিয়া ভোজন।
শীঘ্রগতি চালাইল জত নৌকাগণ ॥ ৮৫১

১৮৬। ভোজপুর—যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। উক্ত নগরবাসী লোকদিগকে ভোজপুরী বলে। ইহারা বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বলিয়া সাধারণ্যে প্রসিদ্ধ।

বামেতে থাকিল ঝিগড়া বড়ই সহর।
কত কত পাকা কুটী তাহার ভিতর ॥ ৮৫২
গঙ্গার তীরেতে গ্রাম বসতি অনেক।
খোলার ছায়নী ঘর বাগিচা কতেক ॥ ৮৫৩
প্রশংসা করিলা কর্ত্তা দেখিয়া দেখিয়া।
গঙ্গাতীরে রহিলা নৌকা বাছিয়া বাছিয়া ॥ ৮৫৪
বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে দিন মোকাম হইল।
জয়গঙ্গা বলি মাজী প্রভাতে বাহিল ॥ ৮৫৫
মেঘের কারণ দুদিন চিরালা মোকাম।
প্রভাতে বাহিল নৌকা বলি রাম রাম ॥ ৮৫৬
শোণ নদী বামে রাখি ডাহিনে দেবীগঙ্গা।
ইহার মধ্যে পাড়ী দিলেক চিত্তে করি শঙ্কা ॥ ৮৫৭
পাড়ী দিয়া দাঁড়ী মাজী হরিবোল বলে।
হুড় হুড় দুড় দুড় করি নৌকাগণ চলে ॥ ৮৫৮
সেরপুর ডাহিনে রাখি দানাপুর[১৮৭] আর।
তাহার মধ্যেতে কতো অপূর্ব্ব বাজার ॥ ৮৫৯
আশ্চর্য্য ইঙ্গরাজের কিল্লা হয়্যাছে রচন।
প্রশংসা করিলা দেখি জত যাত্রীগণ ॥ ৮৬০

১৮৭। দানাপুর—পাটনা জেলার বিখ্যাত সহর। সিপাহী-বিদ্রোহের জন্যও এ স্থান বিখ্যাত। দানাপুরে সৈন্যের ছাউনি আছে।

শীঘ্রগতি বাহে নৌকা তারা জেন ছোটে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল পাটনার ঘাটে ॥ ৮৬১
সেই স্থানে নৌকা রাখি রহে সর্ব্বজন।
হরকরা পাঠাল্যা সিংহ-রায়ের সদন ॥ ৮৬২
কহিলেক আইলেন কর্ত্তা মহাশয়।
শুনিয়া কহিলা বাসা সাবেক নিশ্চয় ॥ ৮৬৩
একথা কহিল যদি শান্তিরাম দেওয়ান।
শুনিয়া হরকরা শীঘ্র করিল পয়ান ॥ ৮৬৪
মহাশয়ে খবর দিল হর্ষযুক্ত হয়্যা।
শুনি কর্ত্তা নৌকা হইতে চলিলা উঠিয়া ॥ ৮৬৫
ভায়্যা বিষ্ণুসিংহের বাটী হৈলা উপনীত।
স্থানে স্থানে সর্ব্বজন হৈলা নিয়োজিত ॥ ৮৬৬
কথো কথো যাত্রীগণ সঙ্গেতে যে ছিলা।
দুই দুই তঙ্কা দিয়া বিদায় করিলা ॥ ৮৬৭
ভাড়ার নৌকা দুইখান আছিল সঙ্গেতে।
সবাকারে দিলেন বলি দেশেরে যাইতে ॥ ৮৬৮
এইরূপে সর্ব্বজন দেশে চলি গেলা।
কথো যাত্রী লৈয়া কর্ত্তা পাটনা রহিলা ॥ ৮৬৯
শান্তিরাম আদি করি বড় বড় জন।
বাসে আসি করে সবে আলাপ কথন ॥ ৮৭০
কত কত লোকে সগাত দিলা পাঠাইয়া।
কেহ কেহ আলাপ করে বাসায় আসিয়া ॥ ৮৭১

পাটনার কাণ্ড সব রচা নাহি যায়।
পুথি বাড়ে একারণ ক্ষমা দিলা রায়॥ ৮৭২
এইরূপে মহাশয় মাসেক থাকিলা।
আপনার কার্য্য সব সকলি সারিলা॥ ৮৭৩
ফরিআদি আসি ছিল যতেক গয়ালী।
বিদায় করিলা সবে প্রিয় বাক্য বলি॥ ৮৭৪
দ্বিজ বিশ্বনাথ হৈলা গয়ার ফৌজদার।
নন্দলালে করি দিলা তাহার পেস্কার॥ ৮৭৫
জমাদার আদি করি নিজ ।
গয়াতে পাঠায়্যা দিলা হরিষ হইয়া॥ ৮৭৬
বাসা হইতে যাত্রা করি কর্ত্তা মহাশয়।
তিন দিন রহিল আসি কেরাণির আলয়॥ ৮৭৭
রামকৃষ্ণ তার নাম খেতাব কেরাণি।
মজুত করিলা কর্ত্তা ন'খান তরণী॥ ৮৭৮
নিজ সঙ্গে চারি খান পাঁচ খান ভাড়া।
মাজীকে গছিয়া দিলা দিয়া এক তাড়া॥ ৮৭৯
পুনপুনা নদী গেল মাজী লৈয়া তরী।
পদব্রজে কেহ গেলা ফত্বা বরাবরি॥ ৮৮০
সাহেব-সুভা আদি করি বড় বড় জন।
সভাকার সঙ্গে কর্ত্তা কৈলা আলাপন॥ ৮৮১
লৌকতা পাইলা ঘোষাল মর্য্যাদা বুঝিয়া।
সেদিন বাসায় আস্যা রহিলা বসিয়া॥ ৮৮২

একত্রিশা ভাদ্রে দেশে গমন করিয়া।
ফতুয়া সহরে আইলা পাল্‌কীতে চড়িয়া ॥ ৮৮৩
ঘোষাল আদেশে রচে তীর্থ-মঙ্গল পুথি।
কবিরাজে অনুকূল ঘোষাল-সন্ততি ॥ ৮৮৪



ফতুয়া হইতে চৌকীঘাটা

লাচাড়ি

পাটনা হৈতে মহাশয়   চলিলা আনন্দময়
পালকীতে হইয়া সোয়ার ।
ফতুয়া সহরে আসি   দুদিন থাকিলা বসি
নৌকা দিয়া যাত্রী কৈলা পার ॥ ৮৮৫
শান্তিরামের বজরায়   মহাশয় চড়িলা তায়
সভাকারে দিলেন তরণী ।
মুন্‌সিকে বিদায় করি   ত্বরায় চড়িলা তরী
ভাসাইল দিয়া জয়ধ্বনি ॥ ৮৮৬
নৌকা চলে   বাহ বাহ সদা বলে
দাঁড়ী মাজী সদা গীত গায় ।
পাঁচ ক্রোশ মুহূর্ত্তেকে   নৌকা সব একে একে
পালু দিয়া দাঁড় বায়্যা জায় ॥ ৮৮৭
ডাহিনে বৈকুণ্ঠপুর   গঙ্গা ছাড়ি কথো দূর
গৌরীশঙ্কর আছেন তথায় ।
উদ্দিশে প্রণাম করি   চালাইয়া দিলা তরী
যেন বাতে চলে যত নায় ॥ ৮৮৮
ডাহিনে বামে কতো গ্রাম   কে জানে তাহার নাম
ছাড়িয়া রচিতে হৈল পুথি ।

যখন ডুপর বেলা তরণী চাপিয়া হেলা
আইলা কর্ত্তা বাড়ে শীঘ্রগতি ॥ ৮৮৯
স্নান পূজা সেই স্থলে ভোজন করিয়া চলে
আইলা কর্ত্তা চৌকীঘাটার ঘাটে।
ইয়া তথা তরী সবে বলে হরি হরি
উঠে সবে গাঙ্গিনীর তটে ॥ ৮৯০
রামকিশোর গুণবর তদনুজ
তাঁর ভাই বিজয় কবিরাজ।
তাঁহার কনিষ্ঠবর নীলকণ্ঠ যশোধর
সদা রহে রাজার সমাজ ॥ ৮৯১
কৃষ্ণচন্দ্র-পদ সেবি সেন বিশারদ কবি
রচে পুথি হরিষ হইয়া।
ঘোষালের সঙ্গে যত কবিরাজ অনুগত
সদা রহে ঘোষাল ভাবিয়া ॥ ৮৯২



বাড়ে সিপাহীসহ যাত্রিগণের যুদ্ধ

ত্রিপদী

চৌকীর সর্দ্দার বলে বারে বার
সব তরী।
হেনকালে ত্বরা সেফাই হরকরা
তথা আইল বরাবরি ॥ ৮৯৩
কর্ত্তার সেফাই আসিয়া তথাই
কহে জোরে।
জমিদার বলে মার মার
বলে তেরে ঘর কাঁহা অরে ॥ ৮৯৪
তাহার আজ্ঞায় সবে ধরে তায়
কেহ হাত ধর‍্যা টানে।
কেহ চুলে ধরে মারে
লয়্যা বেড়ায় স্থানে স্থানে ॥ ৮৯৫
বলে বংশীরায় কি হবে উপায়
ফির‍্যা নদী পানে চায়।
হেনকালে আইসে পাকে পাকে
বজ্বরা উপস্থিত হয় ॥ ৮৯৬
কর্ত্তাকে দেখিয়া উল্লাসিত হয়্যা
বলে শুন মহাশয়।

তোমার বিহনে প্রা টানে
ধর্য্যা ধর্য্যা লয়্যা যায় ॥ ৮৯৭
এ কথা শুনিয়া রোষযুক্ত হয়্যা
যেন হৈলা দাবানল।
পূর্ব্ব জত কথা মনে হৈল তথা
সবে ধর্য্যা দেও ফল ॥ ৮৯৮
শুনি শিবশঙ্কর বলে ধর ধর
মার্য্যা পাঠাও যমালয়।
তাঁহার আজ্ঞায় সবে রণে ধায়
সদা মার মার কয় ॥ ৮৯৯
ভট্টাচার্য্যের সেনা না যায় গণনা
ধর বল্যা চলে আগে।
দেওয়ানজীর জোরে তৃণ-বুদ্ধি করে
মুড়ি ধরে যেন বাগে ॥ ৯০০
শুনি পাল মারি এক ডাল
ধর্য্যা ধর্য্যা চড় মারে।
কিশোর শাসিয়া পড়ে লম্ফ দিয়া
গলা টিপি দিয়া ধরে ॥ ৯০১
দুর্ব্বল দেখিয়া
ধর্য্যা ধর্য্যা ফেলে ভূমি।
কবিরাজ ডরে থাকিয়া অন্তরে
হে দুর্গে তরাও তুমি ॥ ৯০২

বলে মার মার
সেফাই ধাইল রোষে।
বন্দুকের ঘায় ভূমে পড়্যা যায়
ভাসে॥ ৯০৩
খায়্যা কেহ চড় করে ধড় ফড়
মা মরি মরি বলে।
বাড় গ্রামবাসী আইসে শাসী শাসী
আস্যা পড়ে রণস্থলে॥ ৯০৪
শিবশঙ্কর অতি ধনুর্দ্ধর
মহা ভয়ঙ্কর তনু।
দশ পাঁচ ধরি লয়্যা ঘুরি ঘুরি
মারে বুকে দিয়া জানু॥ ৯০৫
ভাণ্ডারী ধরিয়া বয়ান
ঘাড় ধর্যা ধর্যা ঠাসে।
দেখি মহাশয় রাখ রাখ কয়
হরিষে বিষাদে হাসে॥ ৯০৬
রায়ে ডাকি
নিরস্ত করহ গিয়া।
শুনি জগত রায় ততক্ষণে যায়
ক্ষম বলে ডাক দিয়া॥ ৯০৭
উন্মত্ত হইয়া রণস্থলে গিয়া
কেবা কথা কার শুনে।

চাপড়ের ঘায় সত্বরে পলায়
ক্ষমা দিল সবে রণে ॥ ৯০৮
বাঙ্গালী হারাইয়া
ক্রোধেতে পদাতিগণে।
কতক্ষণ ব্যাজে প্যাদা সব সাজে
কত জন তার ॥ ৯০৯
তলোয়ার বলে মার মার
কে আসি জোর করে বাড়ে।
তলোয়ারে চোটাব মাংস টাস্যা খাব
গাল ভাঙ্গ্যা দিব চড়ে ॥ ৯১০
এতেক বলিয়া পড়িল আসিয়া
ঢালে মারে আস্যা ঘুনি।
তলোয়ার ঘুরায় ক্ষণে ধায়্যা জায়
ক্ষণে তলোয়ার হানি ॥ ৯১১
দেখি তলোয়ার কর্ত্তা বলে মার
জেবা জত শক্তি ধরে।
শুনি দাঁড়ী মাজী দাঁড় ধর‍্যা সাজি
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ॥ ৯১২
ভাঙ্গে তলোয়ার বলে মার মার
জামা-জোড়া ছিঁর‍্যা জায়।
জত হারামজাদা
পাছু ফিরা নাহি চায় ॥ ৯১৩

পলাল দেখিয়া নিরস্ত হইয়া
কর্ত্তা বলে ডাক দিয়া।
তরণী চাপিয়া
তরি দেহ সবে বায়্যা ॥ ৯১৪
কর্ত্তার আজ্ঞায় সবে উঠে নায়
বায়্যা মা রি।
রাম রাম কয় কর্ত্তা-মহাশয়
দাঁড়ি মাজী বলে হরি ॥ ৯১৫



মুঙ্গের হইতে পীরপৈঁতি যাত্রা

বাহিয়া তরণী আইল চিন্তামণি
সে দিন ।
ডাহিনে দর‍্যাপুর রাখিয়া ঠাকুর
সূর্য্যগড়া শীঘ্রগতি ॥ ৯১৬
তথায় আসিয়া স্নান পূজা কর‍্যা
কৈলা ।
তৃতীয় প্রহরে আইলা সত্বরে
মুগেরের সেই স্থান ॥ ৯১৭
দুদিন থাকিয়া শিলাজাত লয়্যা
বস্ত্র লয়্যা বহে ।
কর্ত্তার ছিলা জত জনা
মুগেরের মধ্যে থানা ॥ ৯১৮
প্রভাতে উঠিয়া যাত্রীগণ লয়্যা
চলি গেলা সীতাকুণ্ড ।
হরিষ হইয়া
সীতাকুণ্ডে দেয় পিণ্ড ॥ ৯১৯
শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ভরত-শত্রুঘ্ন
চারি জনে ।
কুণ্ডে কুণ্ডে গিয়া তর্পণ করিয়া
ডুবাইয়া সবে মাথা ॥ ৯২০

সীতাকুণ্ড-জল করে কল কল
অগ্নিবৎ সেই নীর।
কাহার শকতি স্পর্শন করিতি
ধূম উঠে ধীরে ধীর ॥ ৯২১
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া মুদ্রা কিছু দিয়া
মুগেরে চলিয়া গেলা।
প্রভাতে উঠিয়া সবাকে কহিয়া
সবে তরী বায়্যা দিলা ॥ ৯২২
জাঙ্গিরা বামেতে রাখিয়া তথাতে
সুলতানগঞ্জ[১৮৮] বরাবরি।
তথি তলোয়ার জেন খুরের ধার
কেহ কেহ লয় ছুরী ॥ ৯২৩
তথা বটেশ্বর পর্ব্বত উপর
গৌরীশঙ্কর সেই স্থানে।
স্নান পূজা করি খায়্যা ত্বরাত্বরি
প্রণমিলা সর্ব্বজনে ॥ ৯২৪

১৮৮। সুলতানগঞ্জ—ভাগলপুর জেলার গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এক্ষণে রেলওয়ে ষ্টেশন হওয়ায় এবং নৌকা-চলাচলের সুবিধা থাকায় একটী প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠিয়াছে। এখানে দুইটী গ্রে-নাইট পাথরের পাহাড় আছে। ইহাদের একটীর শীর্ষদেশে একটী মুসলমান মস্‌জিদ, অপরটীর শীর্ষদেশে গৈবীনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

সে দিন তথায় থাকিয়া চালায়
নৌকা চলে ।
নৌকা চলে ভাগলপুরের খালে
পড়িয়া চলিল তরী ॥ ৯২৫
ডাহিনে রাখিয়া চম্পানগর[১৮৯] দিয়া
আইলা ভাগলপুর ।
করি সর্ব্বজন
সিন্ধুক লয়্যা কলমদান ॥ ৯২৬
ডাহিনে সুজাগঞ্জ কত কত মঞ্চ
চলে খাল বরাবরি ।
ধামে হইলা মোকামে
কথদূরে আসি তরি ॥ ৯২৭
প্রভাতে উঠিয়া নৌকা চালাইয়া
গঙ্গায় পড়ি হৈল ভাটা ।
বামে কত কত প্রলয় পর্ব্বত
শীঘ্র আইল পাথরঘাটা ॥ ৯২৮

১৮৯। চম্পানগর—গঙ্গাতীরস্থিত প্রাচীন অঙ্গরাজ্যের রাজধানী। মহাভারতে ও পুরাণে চম্পা, চম্পাপুরী প্রভৃতি নামে ইহার উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান ভাগলপুরের নিকটেই এই নগর অবস্থিত। ভাগবতাদির মতে—হরিতপুত্র চম্প নিজ নামে চম্পানগরী নির্ম্মাণ করেন।

পর্ব্বত উপরে আছেন এক পীরে
আর আছেন সদাশিব।
তাঁহে প্রণমিয়া নৌকাতে উঠিয়া
জাহাতে বাঁচিবে জীব ॥ ৯২৯
জলের দেখিয়া পয়ান
সাহাবাজ সন্নিধানে।
নৌকা লাগাইয়া ভোজন করিয়া
চলে গণে ॥ ৯৩০
বাহ বাহ কয় কর্ত্তা মহাশয়
এথায় নাহিক কাজ।
চলিলা তরণী ভাবিয়া ভবানী
জাহা করুন দেবরাজ ॥ ৯৩১
আসি পিরপৈঁতি[১৯০] তথা হৈল স্থিতি
কেহ রইলো জলের কূলে।
প্রভাতে উঠিয়া দিলেক বাহিয়া
সবে চলে কুতূহলে ॥ ৯৩২

১৯০। পিরপৈঁতি—(পীরপৈঁতি) ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সমৃদ্ধিশালী স্থান। এই স্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী ষ্টেশন আছে। এখানে পাথর কাটিয়া বিক্রয়ের জন্য প্রস্তত হইয়া থাকে।

ডাহিনে রাখিয়া গঙ্গাপ্রসাদদিয়া
ছকুদত্ত মৈল জথা।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে বিজয়রামে ভাষে
রচিল অপূর্ব্ব গাথা॥ ৯৩

তেলিয়াগড়ী হইতে মুর্শিদাবাদ

চল রে চল রে দেশে চল চল চল।
আনন্দ-সাগরে সবে হরিবোল বল ॥ ধুয়া ॥

পাঁচালী

তেল্যাগড়ি ডাহিনে রাখি চলিল ত্বরিত।
সকরিগলি হইতে নৌকা স্থিত ॥ ৯৩৪
সেই স্থানে স্নান পূজা করি জলপান।
শীঘ্রগতি নৌকা বাহি করিলা পয়ান ॥ ৯৩৫
সেই স্থানে গঙ্গাদেবীর প্রভা বড় দেখি।
শক্ত করি বাহে নৌকা উড়ে যেন পাখি ॥ ৯৩৬
বজরা দুখান চলে বারোখান তরী।
গঙ্গা শোভা করি নৌকা চলে ত্বরাত্বরি ॥ ৯৩৭
ডাকাতির ভয় আর পথের জগাত।
নৌকা ভাড়া করি কত হইলেক সাত ॥ ৯৩৮
রাজমহল বায়্যা নৌকা আইল শীঘ্রগতি।
সেদিন হইল কর্ত্তার তথাকারে স্থিতি ॥ ৯৩৯
প্রভাতে ফৌজদার আসি ঘোষালের কাছে।
লৌকতা করিয়া কিছু প্রণমিলা পাছে ॥ ৯৪০
মুহূর্ত্তেক আলাপ করিলা আসি নায়।
ঘোষালে প্রণাম করি হইলা বিদায় ॥ ৯৪১

স্নান করি মহাশয় তর্পণ করিয়া।
দামামা বাজায়্যা নৌকা দিলেক বাহিয়া॥ ৯৪২
কথোদূর আসি সবে ।
জলের তুফান দেখি বড় পাইলা ভয়॥ ৯৪৩
কাশ্যা-বনে গিয়া নৌকা চাপান[১৯১] হইল।
উনান ॥ ৯৪৪
জেখানে বসিয়া পাক করে সর্ব্বলোকে।
সেই স্থানে জল উঠে ঝলকে ঝলকে॥ ৯৪৫
হাটু নাগাদ কাদা হয় ভ্রমণে ভ্রমণে।
বুঝিয়া নিরস্ত কেহ হইলা রন্ধনে॥ ৯৪৬
ব্যাঘ্র ডাকে একদিগে অতি বড় কাশ্যা।
হরিষে বিষাদে কেহ মরে হাস্যা হাস্যা॥ ৯৪৭
কর্ত্তার ডরেতে কেহ বড় নাহি হাসে।
রন্ধন ভোজন করে তরাসে তরাসে॥ ৯৪৮
রন্ধন ভোজন যদি হৈল সমাধান।
বাহ বল্যা তরী পর করিলা পয়ান॥ ৯৪৯
অতিবড় পরিসর সেই স্থানে গঙ্গা।
চতুর্দ্দিগে চায়্যা সবে পায় বড় শঙ্কা॥ ৯৫০
বাহিতে বাহিতে চলে কোথা নাহি রয়।
খাজুর্যা আসিয়া নৌকা উপনীত হয়॥ ৯৫১

১৯১। চাপান—নৌকাবন্ধন-করণ।

সেদিন মোকাম করি বাহিল প্রভাতে।
শোঁতি[১৯২]নৌকা আচম্বিতে ॥ ৯৫২
বামে থাকিল পদ্মাদেবী আইল জাহ্নবী।
কৃষ্ণপদ সেবি রচে বিজয়রাম কবি ॥ ৯৫৩



১৯২। শোতি—(সুতী নামে পরিচিত)। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায় জঙ্গীপুর মহকুমায়, অরঙ্গবাদ হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। মীরকাসিমের সহিত ইংরাজগণের যুদ্ধকালে এখানকার সুরক্ষিত গড়খাই হইতে অগ্রসর হইয়াই সেনানায়ক সমরু ও মর্কারের সুশিক্ষিত সৈন্যদল ইংরাজসৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল।

গঙ্গাদেবীর প্রভা পরিসর।
দক্ষিণমুখ হয়্যা নৌকা চলিল সত্বর ॥ ৯৫৪
ডাহিনে বামে কত গ্রাম কেবা নাম জানে।
স্রোতে শীঘ্র চলে নৌকা আরো দাঁড় টানে॥ ৯৫৫
কথোদূর আসি সবে ধুইলা হাত-মুখ।
অম্ল প্রভা দেখি সবের মনে হৈল সুখ ॥ ৯৫৬
বাহিতে বাহিতে নৌকা চলিল ত্বরিত।
সাহেবঘাটা আসি নৌকা হইল উপনীত ॥ ৯৫৭
পিরজাদা সাহেব[১৯৩] আছেন সেই স্থানে।
বড়ই বারগা[১৯৪] তাঁর সর্ব্বলোকে জানে ॥ ৯৫৮
সেই স্থানে স্নান পূজা করিয়া ভোজন।
বাহ বাহ বলি কর্ত্তা ডাকে ঘনে ঘন ॥ ৯৫৯
বাহ বাহ বলিলা যদি ঘোষাল ঠাকুর।
ত্বরায় আইল তরী নামে ফতুল্লাপুর[১৯৫] ॥ ৯৬০

১৯৩। পীরজাদা সাহেব—জঙ্গীপুর মহকুমার একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকীর, ইঁহার নামে স্থানীয় হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই মানত করিতে দেখা যায়।

১৯৪। বারগা—(পারসী) মাহাত্ম্য, মহিমা।

১৯৫। ফতুল্লাপুর—(ফতেউল্লাপুরের অপভ্রংশ)—এক্ষণে

সেই গ্রাম ডাহিনে রাখিয়া মহাশয়।
শীঘ্রগতি দুর্গাপুর উপস্থিত হয়॥ ৯৬১
ধারে ধারে নৌকা হইল চাপান।
আড়পার জঙ্গিপুর[১৯৬] বহুত দোকান॥ ৯৬২
সেদিন করিলা কর্ত্তা তথাকারে স্থিতি।
প্রভাতে উঠিয়া মাঝী বাহে শীঘ্রগতি॥ ৯৬৩
য়া ডাকেন মহাশয়।
বায়ুবেগে চলে নৌকা কোথা নাহি রয়॥ ৯৬৪
লক্ষীপুর[১৯৭] বামে রহে আর কত গ্রাম।
নাহি জানি নাম॥ ৯৬৫
দুই প্রহর বেলা জখন গগনে হইল।
মকুস্থদাবাজ[১৯৮] সহরেতে তরী বাহি আইল॥ ৯৬৬

'নিজ ফতেপুর' নামে পরিচিত, সুতী হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

১৯৬। জঙ্গিপুর—(জঙ্গীপুর) মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ একটী উপবিভাগ। জঙ্গীপুর 'জাঁহাঙ্গীরপুরের' অপভ্রংশ। প্রবাদ, এই সহর মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহরটী ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে। এখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক।

১৯৭। লক্ষীপুর—জঙ্গীপুর মহকুমায় অবস্থিত। এক্ষণে এই স্থানের অধিকাংশ ভাগীরথীর গর্ভশায়ী, যে টুকু আছে তাহা 'লক্ষীচর' নামে অভিহিত।

১৯৮। মকুস্থদাবাজ—মুর্শিদাবাদ। কোন কোন ঐতিহাসিক

সাধকবাগে[১৯৯] স্নান পূজা করি জলপানে।
ভোজন করিলা সবে করিয়া রন্ধনে ॥ ৯৬৭
পশ্চিমপার হিরাঝিল[২০০] শেঠের[২০১] বাগান।
সে ঘাটে যতেক নৌকা হইল চাপান ॥ ৯৬৮

বলেন, বাঙ্গালার দেওয়ান (পরে নবাব) মুর্শিদকুলী খাঁ মুখ্‌সুদাবাদকে স্বনামে মুর্শিদাবাদ আখ্যা প্রদান করেন। রিয়াজ্-উস্-সালাতিন-গ্রন্থকারের মতে মুখ্‌সুস্ খাঁ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী মুখসুসাবাদের স্থাপয়িতা। কিন্তু এই মুখসুস খাঁ কে, তিনি তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। টিফেনথেলার ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—মুর্শিদাবাদ নগর আকবর সাহেবের সময়ে নির্ম্মিত।

১৯৯। সাধকবাগ—মুসলমানী নাম সাদকবাগ, এক্ষণে ভাগীরথীর কুক্ষিগত।

২০০। হিরাঝিল—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ স্বীয় দৌহিত্র সিরাজ্‌উদ্দৌলার বাসস্থান জন্য ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে একটী সুন্দর স্থান নির্ব্বাচন করিয়া তৎসমীপবর্ত্তী সরোবরকে আরও বিস্তৃত করিয়া হীরাঝিল নামে অভিহিত করেন এবং তথায় গৌড় হইতে কারুকার্য্যখচিত বহুমূল্য প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। হীরাঝিলের প্রমোদভবনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ভাগীরথীর পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের কারণ এই প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া লইতে হইয়াছিল।

২০১। শেঠ—জগৎশেঠ। প্রকৃত নাম ফতেচাঁদ। ইনি ১৭২৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর বিশেষ সাহায্যে সম্রাট্ মহম্মদ শার নিকটে 'জগৎশেঠ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনিই প্রথম

সেদিন মোকাম করি প্রভাতে উঠিয়া।
পালকীতে সোয়ারি হয়্যা সেফাই লইয়া॥ ৯৬৯
কিরীটেশ্বরী[২০২] পূজা দিতে গেলা শীঘ্রগতি।
কথোগুলি যাত্রী গেলা কর্ত্তার সংহতি॥ ৯৭০

জগৎশেঠ। ইঁহার খুল্লতাত মাণিকচাঁদ শেঠ মাত্র ছিলেন। ফতেচাঁদ মুর্শিদকুলীর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন; নবাবেব ধনরক্ষক হইয়া জগৎশেঠ ধনে মানে ভারতের মধ্যে অন্ততম প্রধান ব্যক্তি হইয়া উঠেন, অনেক সময়ে জগৎশেঠের হুণ্ডী দ্বারা দিল্লীতে রাজকর প্রেরিত হইত।

২০২। কিরীটেশ্বরী—ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে একটী পুরাতন স্থান। মুর্শিদাবাদ সহর হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রকৃত নাম কিরীট-কোণা। রিয়াজুস্ সালাতীন গ্রন্থে ও রেনেলের কাশীমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে কিরীটকোণাকে 'তীরতকোণা' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিরীটকোণার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সাধারণতঃ কিরীটেশ্বরী নামে অভিহিত হন বলিয়া এই স্থানেরও সাধারণ নাম কিরীটেশ্বরী হইয়া উঠিয়াছে। এই কিরীটেশ্বরী বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ নগরের পর-পারস্থিত ডাহাপাড়া গ্রাম হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। বঙ্গীয় তান্ত্রিকমতে কিরীটেশ্বরী বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদ্যমান আছে বলিয়া উল্লিখিত হয়। দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণপরিত্যাগ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে যে স্থানে তাহাদের পতন হইয়াছিল, সেই সেই স্থান মহাপীঠ নামে চিরপূজিত হইয়া

মহাসরঞ্জাম সঙ্গে গিয়া কিরীটকোণা।
দেবীকে প্রণাম কৈল দিয়া কিছু সোণা ॥ ৯৭১
ষোড়শোপচারে পূজা কৈল ভগবানে।
দক্ষিণা করিলা কত কৈল বিতরণে ॥ ৯৭২
যাত্রীগণ কৈলা পূজা যেবা শক্তি যার।
প্রণাম করিয়া হৈলা পালকীতে সোয়ার ॥ ৯৭৩
কত কত বানরগণ সেই পূজার বাড়ী।
মনুষ্য দেখিলে বানর পাড়ে রড়ারড়ি ॥ ৯৭৪
লাফ দিয়া বলে ধরে বায়্যা উঠে গায়।
দ্রব্য হাতে করি কেহ পলাইয়া জায় ॥ ৯৭৫
ছড়া ছড়া কলা দিলা সেই বানরগণে।
গুটি কথো টাকা তথা কৈলা বিতরণে ॥ ৯৭৬
পালকীতে সোয়ারী হয়্যা ছড়াইলে কড়ি।
কড়ির গন্ধেতে লোক পাড়ে রড়ারড়ি ॥ ৯৭৭

আসিতেছে। তান্ত্রিকমতে ৫১ স্থান উক্ত মহাপীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিরীটকোণাও তাহাদের অন্যতম। তন্ত্রচূড়ামণির মতে, দেবীর কিরীটপাত হওয়ায় কিরীটকোণা মহাপীঠরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে। এস্থানে দেবী বিমলা ও ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে অভিহিত হন। যথা—

'ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা ॥'

তথা হৈতে মহাশয় চলিলা ত্বরিত।
বজরার মধ্যে আসি হৈলা উপস্থিত ॥ ৯৭৮
রামকিশোর সেন বৈদ্য গুপ্তিপাড়ায় ঘর।
দেওয়ানজীর উকীল তিনি থাকেন সহর ॥ ৯৭৯
জিয়াগঞ্জে[২০৩] বাসা তাঁর আসিয়া নৌকাতে।
যথোচিত কথা হৈল কর্ত্তার সঙ্গেতে ॥ ৯৮০
প্রণাম করিয়া সেন গেলেন বাসায়।
সেদিন মোকাম করি রহিলা তথায় ॥ ৯৮১
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে রচে বিজয়রামে পুথি।
বিশারদে মহাশয় না হবা বিস্মৃতি ॥ ৯৮২

২০৩। জিয়াগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। এই সহর ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে মুর্শিদাবাদের ৩ মাইল উত্তরে এবং আজিমগঞ্জ ষ্টেশনের ঠিক পর-পারে অবস্থিত। নবাবদিগের সময় এখানে বহু পরিমাণে তণ্ডুল, চিনি, কার্পাস, রেসম, সোরা প্রভৃতির ব্যবসা হইত।

জিয়াগঞ্জ হইতে নদীয়া-যাত্রা

বাহ বাহ বলে ঘোষাল মাজিকে ডাকিয়া।
আজ্ঞামাত্র মাজিগণ দিলেক বাহিয়া ॥ ৯৮৩
বামে থাকিল মঙ্গলটুলি[২০৪] নবাবের বাড়ী।
হরি বল্যা দাঁড়ি মাজী গায়্যা দিল সারি ॥ ৯৮৪
ডাহিনে ভাগে সাঁইকুলী আর ডাহাপাড়া[২০৫]।
বাহিতে বাহিতে চলে দামায় পড়ে সাড়া ॥ ৯৮৫
ডাহিনে বামে কতগ্রাম না জানি নির্ণীত।
কাশিমবাজার[২০৬] আস্যা নৌকা হৈল উপস্থিত॥ ৯৮৬

২০৪। মঙ্গলটুলী—(মুসলমানী নাম মোগলটুলী) প্রাচীন মুর্শিদাবাদ সহরের একাংশ।

২০৫। ডাহাপাড়া—মুর্শিদাবাদ ও কাসিমবাজারের মধ্য-পথে ভাগীরথীর অপর পারে অবস্থিত, বঙ্গাধিকারিগণের বাসস্থানের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

২০৬। কাশিমবাজার—মুসলমান রাজত্বকালে খৃষ্টীয় ১৭ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার অন্যতম প্রধান বাণিজ্য-স্থান। তৎকালে ভাগীরথী কাশিমবাজারের তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রবাহিত হইত। সপ্তগ্রাম ধ্বংসের পর কাশিমবাজারই নিম্ন-বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-স্থান হইয়া উঠে। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভ-কালে এস্থানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেশমের কুঠী ছিল, এক সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই কুঠি লুঠ করেন।

সেই স্থানে মহাশয় কিনিলা তৈজস।
স্নান পূজা করি সবে হইলা আপন বশ ॥ ৯৮৭
কাশিমবাজার সহরখান চারিক্রোশ জুড়ি।
বড় বড় মানুষ আছে তথাকারে বেড়ী ॥ ৯৮৮
সয়দাবাজ[২০৭] বামে রাখি ডাহিনে গ্রাম সড়া।
উপস্থিত হইল নৌকা যথায় ॥ ৯৮৯
সেই স্থানে সামগ্রী লইয়া সর্ব্বজন।
আড়-পার আসি কৈলা রন্ধন ভোজন ॥ ৯৯০
ভোজন করিয়া সবে রহিলেন বসি।
জলপান করিয়া কেহ কৈলা একাদশী ॥ ৯৯১
কত কত লোক তথা কত শত তরী।
কাছি দিয়া কতলোক বেড়ায় সারি সারি ॥ ৯৯২
সেইদিন সেই স্থানে মোকাম করিয়া।
শেষরাত্রে উঠি মাজী দিলেক বাহিয়া ॥ ৯৯৩

২০৭। সয়দাবাজ—(সৈয়দাবাদ), মুর্শিদাবাদ জেলাস্থ বর্ত্তমান বহরমপুরের খাগড়ার পার্শ্ববর্ত্তী প্রধান স্থান। এক সময়ে এখানে ফরাসী ও আর্ম্মাণী বণিকেরা কুঠী করিয়া বাস করিতেন। ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লে এখানে কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বাসবাটীর ভগ্ন প্রাচীর ও পুরাতন ধ্বজদণ্ড-সম্বলিত ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত 'ফরাসডাঙ্গা' নামে পরিচিত ছিল।

খিদিরপুর[২০৮] আসি সবে ধুইলা হাত-মুখ।
বিনাদাঁড়ে নৌকা চলে মাঝী পায় সুখ॥ ৯৯৪
চতুর্দ্দিকে বাক গঙ্গার জলের বড় ঝিগ।
ক্ষণে পূর্ব্বে ক্ষণে উত্তর কখনো পশ্চিম॥ ৯৯৫
বাঁকের কারণ নৌকা শীঘ্র নাহি জায়।
চুমরিগাছা[২০৯] আসি নৌকা উপস্থিত হয়॥ ৯৯৬
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের বাড়ী।
একদৃষ্টে চাহে সবে তরি'পর চড়ি॥ ৯৯৭
দেখিতে দেখিতে নৌকা চলিল সত্বর।
শীগ্রগতি আইল নৌকা শ্রীশ্যামনগর[২১০] ॥ ৯৯৮
মহতা[২১১] গ্রামেতে আইলা বাহিতে বাহিতে।
কানাত পড়িল কর্ত্তার রন্ধন করিতে॥ ৯৯৯

২০৮। খিদিরপুর—মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর সদর মহকুমার মধ্যে, গোরাবাজার হইতে দুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

২০৯। চুমরিগাছা—এখন চৌরিগাছা নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গার পশ্চিমকূলে গোরাবাজার হইতে ৪।০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

২১০। শ্যামনগর—সাটুই হইতে এক ক্রোশ এবং উপরিউক্ত চৌরিগাছা হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

২১১। মহতা—মুর্শিদাবাদ জেলায় ফতেসিংহ পরগণায়, পূর্ব্বোক্ত শ্যামনগর হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম।

সেই স্থানে স্নান পূজা করিয়া ভোজন।
অতিশীঘ্র বাহে নৌকা জত মাজীগণ॥ ১০০০
বাহিতে বাহিতে আইলা পলাশীর[২১২] থানা।
নবাবের বাগান তথা আর শিকারখানা॥ ১০০১
চাপান হইল নৌকা তাহা বামে করি।
মোকাম হইল তথা স্মরিয়া শ্রীহরি॥ ১০০২
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর অধিকার।
ইহার সম পরগণা তাঁর নাহি আর॥ ১০০৩
তথা হৈতে শেষ রাত্রে করিলা পয়ান।
ভাটো জলে নৌকা চলে করি হান্ হান॥ ১০০৪
বাহিতে বাহিতে নৌকা চলিল সত্বরে।
উপস্থিত হৈল ঘোষাল কাটোয়া সহরে॥ ১০০৫

২১২। পলাশী—মুর্শিদাবাদ (অধুনা নদীয়া) জেলাস্থ একটী প্রসিদ্ধ স্থান। ইহা পরগণা বলিয়া খ্যাত। ইং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরাজের যুদ্ধে সিরাজের সৌভাগ্যরবি চিরতরে অস্তমিত হন। কোন সময়ে পলাশী পরগণায় দস্যুর অত্যাচারের জন্য কৃষ্ণনগরের এক প্রধান কর্ম্মচারীর নবাব সরকারে প্রাণদণ্ড হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই কর্ম্মচারীর উত্তরাধিকারিগণকে পলাশী পরগণায় চৌদ্দ শত বিঘা জমি মহত্রাণ দান করেন। এই মহত্রাণভোগী রাঢ়ীয়-কায়স্থ মিত্রগণ অদ্যাপি দুগা (দুর্গা) গ্রামে বাস করিতেছেন।

অপূর্ব্ব সহরখান কতেক বাজারে।
ইহার সমান স্থান নাহি এথাকারে ॥ ১০০৬
পাথর কিনিলা সবে কোসাকুসি আর।
বাজার করিয়া হৈলা নৌকাতে সওয়ার ॥ ১০০৭
ছয়দণ্ড বেলা হৈল কাটোয়া সহরে[২১৩]।
বাহ বলি মাজীগণ চলিল সত্বরে ॥ ১০০৮

২১৩। কাঁটোয়াসহর—গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমে অবস্থিত অতি প্রাচীন সহর। দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান গঙ্গা-প্রবাহিত রাঢ় দেশের একটি প্রধান বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রীক-ঐতিহাসিক আরিয়ান Katadupa নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ এই স্থানকেই প্রাচীন গ্রীক-ভৌগোলিক-বর্ণিত Parthalis বা Portalis বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এখানে মহাপ্রভুর দীক্ষাস্থান, কেশসমাধি, কেশব ভারতীর স্থান, গদাধর দাস-প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভু-মূর্ত্তি, গদাধর দাসের সমাধি, মাধাই তলা, ফরুখ শিয়ারের মস্‌জিদ ও তাঁহার গড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি পুরাতন স্মৃতি বিদ্যমান আছে। এক সময়ে এই কাটোয়া সহরে সমুদ্রগামী বৃহৎ বৃহৎ পোতসমূহ নানা দেশজাত পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিত, এখন নদীর স্রোতপরিবর্ত্তন ও স্রোত রুদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বতন বাণিজ্য-সমৃদ্ধির কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ষার কএক মাস মাত্র এথনকার গঙ্গা ও অজয়ে মালবোঝাই নৌকা বা ষ্টিমার যাতায়াত করিতে পারে।

ডাহিনে থাকিল বারবাজার বামে মাটীয়ারি[২১৪]।
রঘুনন্দন মিত্রের[২১৫] শিব তথা সারি সারি ॥ ১০০৯
দ্বাদশ শিব মিত্র করেছেন স্থাপন।
তাহা প্রণমিয়া সবে করিলা গমন ॥ ১০১০
ডাহিনভাগে দাঁইহাট[২১৬] বুড়ারাণীর ঘাট।
মাণিকচন্দ্রের ঘাট তথা অতিবড় ঠাট ॥ ১০১১

২১৪। মাটিয়ারি—বর্ত্তমান দাঁইহাটের অপর পারে মাটিয়ারি বা মেটেরি নামক গণ্ড গ্রাম। এই স্থান রাম-সীতার মূর্ত্তির জন্য প্রসিদ্ধ।

২১৫। রঘুনন্দন মিত্র—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থবংশোদ্ভব। ইনি দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে যুদ্ধকার্য্যের ব্যয়-নির্ব্বাহ জন্য নজরানাস্বরূপ বার লক্ষ টাকা দিতে অসমর্থ হওয়ায় কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। দেওয়ান রঘুনন্দনের কর্ম্মকুশলতায় নজরানার টাকা প্রদত্ত হইলে মহারাজ মুক্তিলাভ করেন, কিন্তু রঘুনন্দন অনেকের বিদ্বেষভাজন হইয়া, শেষে দেওয়ান মাণিকচাঁদের কোপে পড়িয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী "দেওয়ানের বেড়" নামক গ্রামে রঘুনন্দনের বংশধরেরা এক্ষণে বাস করিতেছেন।

২১৬। দাঁইহাট—বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণার মধ্যে গঙ্গাতীরস্থ প্রসিদ্ধ-স্থান। এক সময়ে এই দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। অসংখ্য লোকের বাস ছিল। কবিবর কাশীরাম দাস এই স্থান সম্বন্ধেই লিখিয়া গিয়াছেন—

··· ন করিয়া তাহা চলিল ত্বরিত।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী ॥"

এখানে সাধারণে বলিয়া থাকেন—

"বার ঘাট তের হাট তিন চণ্ডী তিন ঈশ্বর।
এই যে বলিতে পারে তার ইন্দ্রাণীতে ঘর ॥"

'বার ঘাট' কাশীরাম 'দ্বাদশ তীর্থ' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। দাঁইহাট হইতে কাঁটোয়ার মধ্যে এখনও এই বারঘাট বা দ্বাদশ তীর্থের চিহ্ন বিদ্যমান। এখন গঙ্গা প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে সরিয়া গেলেও ঐ সকল বাঁধাঘাটের সম্মুখেই প্রাচীন গঙ্গার গর্ভ ও চারি-পার্শ্বে প্রাচীন বিশাল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলেই এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে দাঁইহাটে লক্ষাধিক লোকের বাস ছিল। এক কাংসকারের সংখ্যাই সহস্রাধিক ছিল। এখনও কএক ঘর কাংসকার পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষা করিতেছে। ভাস্করশিল্পের জন্য এই স্থান সমস্ত উত্তরভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার ৺নবীন ভাস্করের শিল্পনৈপুণ্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। এখনও নবীন ভাস্করের পুত্র বহুতর প্রস্তরের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বতন ভাস্করশিল্পের স্মৃতিরক্ষা করিতেছেন। এখানে পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গলী-শাহের গড়ের চিহ্ন এবং দেওয়ান-গঞ্জের হাটের নিকট বদরশার দরগা আছে। বদরশার দরগার মুখশালী ও দ্বারদেশ দেখিলেই মনে হইবে যে এখানে পূর্ব্বে যে প্রস্তরনির্ম্মিত দেবমন্দির ছিল,

অগ্রদ্বীপ[২১৭] আসি নৌকা হৈল উপস্থিত ॥ ১০১২
সেই স্থানে গোপীনাথ ঠাকুরের[২১৮] ঘর।
অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর ॥ ১০১৩

তাহারই মাল-মসলায় উক্ত দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দরগার বর্ত্তমান অধিকারী বলিয়া থাকেন যে, এই স্থান দেওয়ান মাণিকচাঁদ বদরশাহ আউলিয়াকে দান করিয়াছিলেম। "মাণিকচন্দ্রের ঘাট তথা অতিবড় ঠাট" কবির এই উক্তি হইতে মনে হয় তাঁহারা যে সময় এখানে আগমন করেন, তখনও এখানকার মাণিকচাঁদের কীর্ত্তি উজ্জ্বল ছিল। এখন সেই সমস্তই বিধ্বস্ত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার দুই একখানি খণ্ড-প্রস্তর এখন বদর শাহের দরগার নিকট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও জেলা-বোর্ডের রাস্তার সাঁকোর মধ্যে ব্যবহৃত দেখা যায়। মাণিকচাঁদ বর্দ্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ানগঞ্জের হাট তাঁহারই স্থাপিত। অল্প দিন হইল, এই হাট উঠিয়া গিয়া এখন দাঁইহাটের মধ্যে গিয়াছে।

২১৭। অগ্রদ্বীপ—বর্দ্ধমান জেলাস্থ প্রসিদ্ধ স্থান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের একটী তীর্থস্থান। এই স্থানে গোপীনাথ দেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। গোপীনাথ এখন যে মন্দির মধ্যে আছে, তাহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্ম্মিত। ভূমিকম্পের পর হইতে এই মন্দিরের অবস্থা ভগ্নপ্রায়, মূল-মন্দিরের দুই পার্শ্বে যে ভোগমন্দির ও নাটমন্দির ছিল, তাহা ধ্বংস প্রায়।

২১৮। গোপীনাথ—অগ্রদ্বীপের প্রসিদ্ধ বিষ্ণুবিগ্রহ, চৈতন্য-দেব কর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার পর ঘোষ-ঠাকুর বহুদিন জীবিত ছিলেন। ঐ

রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী[২১৯] আছেন গোপীনাথ।
দর্শন না পায়্যা যাত্রী মাথে মারে ঘাত ॥ ১০১৪

সময় তিনি বহু শিষ্য ও দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দণ্ড পূর্ব্বে তিনি শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "আমি চলিলাম, আজ আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। তোমরা যথারীতি প্রভুর সেবা করিও। মহাপ্রভুর আজ্ঞা, আমার প্রাণ বাহির হইলে যথাসময়ে গোপীনাথ যেন আমার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। আমার দেহ দাহ করিও না, দেব-প্রাঙ্গনের এক পার্শ্বে সমাধি দিও।" এই বলিয়া ভক্ত গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রবাদ এইরূপ, সেইদিন গোপীনাথের চক্ষেও বিন্দু বিন্দু জল দেখা গিয়াছিল। চৈত্র মাসে কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিতে গোপীনাথ শ্রাদ্ধীয় বাস, ও কুশাঙ্গুরি পরিয়া সেবকের পুত্ররূপে শ্রাদ্ধ করিলেন। এখনও প্রতি বর্ষে ঐ দিনে গোপীনাথ কর্ত্তৃক ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। গোপীনাথ বর্ত্তমান যে মন্দিরে অবস্থান করিতেছেন, এই মন্দির মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র-নির্ম্মিত, যে স্থানে গোপীনাথ প্রথম প্রকাশ হন, সেই স্থান বর্ত্তমান মন্দির হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে ছিল, এখন তাহা গঙ্গার গর্ভশায়ী।

২১৯। 'রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ী আছেন গোপীনাথ'—কবির এই উক্তি হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন তবে বুঝি অগ্রদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ গোপীনাথ-বিগ্রহ শোভাবাজারে মহারাজ নবকৃষ্ণের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। বাস্তবিক তাহা নহে। মহারাজ নবকৃষ্ণ "মহারাজা বাহাদুর" উপাধি লাভের পর নিজ প্রাসাদে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল

উদ্দেশে তাঁহার স্থানে প্রণাম করিয়া।
কথোদূরে আসি নৌকা দিলা চাপাইয়া॥ ১০১৫

বাঙ্গালায় যত বিষ্ণুবিগ্রহ আছে, তন্মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি ভাস্করশিল্পে ও মনোহারিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে। তৎকালে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ-বিগ্রহের যথেষ্ট নামডাক ছিল, বাস্তবিক এমন মনোহর মূর্ত্তি এদেশে আর কোথাও ছিল না। মহারাজ নবকৃষ্ণ এই অপূর্ব্ব-মূর্ত্তি আনিয়া নিজ প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তৎকালে মহারাজ নবকৃষ্ণের অতুল প্রভাব, তিনি অগ্রদ্বীপে লোক পাঠাইয়া ১১৭০ সালের শেষ ভাগে রাত্রিকালে গোপনে নৌকাযোগে গোপীনাথকে কলিকাতায় আনাই-লেন। তৎকালে গোপীনাথ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবকৃষ্ণের এই দুর্ব্যবহারের কথা বড়লাট ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্‌কে জানাইলেন নবকৃষ্ণও হেষ্টিংস্‌কে সংবাদ দিলেন যে ঐ মূর্ত্তি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত নহে, এক সন্ন্যাসীর ঠাকুর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পক্ষীয় গোপীনাথের সেবাইতগণ সাক্ষী দিলেন যে এ মূর্ত্তি অগ্রদ্বীপ ছাড়িয়া অপর কোন স্থানে থাকিতে পারেন না, অগ্রদ্বীপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার-ভুক্ত, সুতরাং গোপীনাথও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই। দুই বর্ষ পরে বড়লাটের বিচারে গোপীনাথ-বিগ্রহ ফিরাইয়া দিবার আদেশ হইল। এই আদেশ পাইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ অতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন। যাহা হউক তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর আনাইয়া গোপীনাথের অনুরূপ আর একটী বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে গোপীনাথ বিগ্রহ লইয়া যাইবার জন্য সংবাদ

সেই স্থানে সর্ব্বজন রন্ধন করিয়া।
ভোজন করিয়া নৌকা দিলা চাপাইয়া॥ ১০১৬

দিলেন। দুই গোপীনাথের কথা শুনিয়া নবদ্বীপাধিপতি কিছু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু তৎকালে অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের যিনি পূজক ছিলেন, তিনি জানাইলেন, "মহারাজ! কোন চিন্তা নাই। আমি আমার গোপীনাথকে ঠিক চিনিয়া আনিতে পারিব।" নবদ্বীপ-পতি সেই পূজককে কলিকাতায় পাঠাইলেন। পূজক মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রাসাদে এক প্রকার দুইটী মূর্ত্তি দেখিয়া বিচলিত হইলেন, আসল ও নকল বিগ্রহ ঠিক করিতে পারিলেন না। পর দিন তিনি কাতর হইয়া গোপীনাথের উদ্দেশ্যে বিলাপ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়েন এবং স্বপ্নে প্রত্যাদেশে জানিতে পারেন, পর দিন যে বিগ্রহের কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখিবে সেই বিগ্রহই আসল গোপীনাথ।' পরদিন পূজক সেই সঙ্কেত অনুসারে আপনার আরাধ্য দেবকে বাছিয়া লইলেন। তখন মহারাজ নবকৃষ্ণ ক্ষুণ্ণ মনে গোপীনাথকে প্রচুর হীরামুক্তার অলঙ্কার দিয়া বিদায় করিলেন। তীর্থমঙ্গলকার যে সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের সহিত অগ্রদ্বীপে আগমন করেন, তৎকালে গোপীনাথ কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যাগমনের পর ১১৭২ সালে গোপীনাথ অগ্রদ্বীপে ফিরিয়া আসেন, মহারাজ নবকৃষ্ণ যে গোপীনাথ-বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহা ১১৭৩ সালে বৈশাখ মাসে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই বিগ্রহ অদ্যাপি কলিকাতায় শোভাবাজার-রাজ বাটীতে বিরাজমান।

কাশীপুর ঘোড়াইক্ষেত্র[২২০] কন্যা গাজীপুর।
ডাহিনে রাখিয়া চলে ঘোষাল ঠাকুর ॥ ১০১৭
সন্ধ্যার সময় সবে আইলা গোটপাড়া[২২১]।
গুড় গুড় গুড় গুড় দামায় পড়ে সাড়া ॥ ১০১৮

২২০। কাশীপুর ও ঘোড়াইক্ষেত্র।—বর্ত্তমান অগ্রদ্বীপ হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে ঘোড়াইক্ষেত্র এবং অগ্রদ্বীপের ১ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে কাশীপুর। এখন ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছে। কবির সময়ে অর্থাৎ দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে এই ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিতেন। তৎকালে এই স্থান একটি সিদ্ধাশ্রম বলিয়া গণ্য হইত। বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্রের পশ্চিম-পার্শ্বে কালীতলা, এবং অপর পারে নোয়াসাগ্রামে কালু-রায়ের ঘাট ছিল; এখনও গঙ্গার সেই প্রাচীন গর্ভ দেখা যায়। এখানে যে নোয়াসার বিল আছে, তাহাই গঙ্গার প্রাচীন খাদের স্মৃতি চিহ্ন। এই বিল বরাবর গোটপাড়ায় আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। বর্ত্তমানে ঘোড়াইক্ষেত্র হইতে কাশীপুর দুই ক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী হইলেও দেড়শত বর্ষ পূর্ব্বে উভয় স্থানের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত থাকায় দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইত না।

২২১। গোটপাড়া—গ্রহবিপ্রগণের একটী প্রাচীন সমাজ-স্থান। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গার প্রাচীন খাদ নোয়াসার বিল এই গোটপাড়ার নিকট আসিয়া গঙ্গায় পড়িয়াছে।

সেই স্থানে কালুরায়[২২২] মহাশয়ের ঘর।
সোয়ারীতে কৃষ্ণচন্দ্র গেলা শীঘ্রতর ॥ ১০১৯
কেহ কেহ চলি গেল তাঁহার সঙ্গেতে।
উপস্থিত হৈল গিয়া রায়ের বাটীতে ॥ ১০২০
ঘোষালের সঙ্গে ছিলা জত জত জনে।
অপূর্ব্ব করিলা সবে তথা জলপানে ॥ ১০২১
মুখশুদ্ধি করি সবে আইলা নৌকায়।
সেদিন মোকাম কর্ত্তার হইল তথায় ॥ ১০২২
শেষ রাত্রে উঠিয়া ঘোষাল বাহ বলে।
হরিবোল বলিয়া মাজী নৌকা বায়্যা চলে ॥ ১০২৩
সিকিড়াগাছি বালডাঙ্গা থাকিল বামেতে।
মেড়তলা[২২৩] কাষ্ঠশালী রাখি ডানি ভিতে ॥ ১০২৪

২২২। কালুরায়—বর্ত্তমান ঘোড়াইক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী নোয়াসা গ্রামে এই কালুরায়ের দালান ছিল। এক্ষণে উক্ত গ্রামের পার্শ্বে 'কালুরায়ের ঘাট' কালুরায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। ২২০ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২২৩। মেড়তলা—গোটপাড়া হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম, এখানকার বারেন্দ্র শ্রেণির ভট্টাচার্য্য-বংশ তান্ত্রিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কবির বর্ণনায় মনে হয় যে তাঁহার সময়ে ঘোড়াইক্ষেত্র ও মেড়তলা গঙ্গার এক ধারে অবস্থিত ছিল, কিন্তু এখন গঙ্গার পশ্চিম ধারে মেড়তলা ও এক ক্রোশ পূর্ব্বে ঘোড়াই-ক্ষেত্র অবস্থিত।

বাতাস পাইয়া মাজী পালু দিয়া জায়।
অতিশীঘ্র চলে নৌকা কোথা নাহি রয় ॥ ১০২৫
নবদ্বীপ আইলা নৌকা বায়্যা ত্বরাত্বরি।
ঘাটে ঘাটে স্নান করে নবদ্বীপের নারী ॥ ১০২৬
অপূর্ব্ব সুন্দর সব নগ্থার রমণী।
দেখিতে দেখিতে মাজী বাহিল তরণী ॥ ১০২৭
শতেরো শত ব্রাহ্মণ আছে নগ্থার ভিতরে।
আর কত কত লোক কে বলিতে পারে ॥ ১০২৮
বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ আর বৈদিক-ব্রাহ্মণ।
অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য না জায় গণন ॥ ১০২৯
সভাসদ্ ভট্টাচার্য্য যেন সূর্য্য-আভা।
যেখানে বৈসেন তাঁরা আলো করে সভা ॥ ১০৩০
আশিজন ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রে বিশারদা।
রাজার সভায়[২২৪] তাঁরা থাকেন সর্ব্বদা ॥ ১০৩১
পঞ্জিকা করিতে গণক আছেন বিদ্যানিধি[২২৫]।
অব্যর্থ-গণনা তাঁর যথাশাস্ত্র-বিধি ॥ ১০৩২

২২৪। রাজার সভায়—এখানে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সভা।

২২৫। বিদ্যানিধি—নবদ্বীপ-নিবাসী বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ রামরুদ্র বিদ্যানিধি। পিতার নাম রামভদ্র বিদ্যার্ণব। বিদ্যানিধি মহাশয় নবদ্বীপ ও পঞ্চকোট উভয় রাজবংশের জ্যোতির্ব্বিদ্ ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যানিধির বংশধরেরা পুরুষানুক্রমে "নবদ্বীপ-

সুবর্ণ-বণিক কত শাঁখারি কাঁশারি।
বাজার শড়কে কতো মুদী সারি সারি ॥ ১০৩৩
লোচন কবিরাজ আর শ্যাম কবিরাজ।
বড়ই উত্তম দুঁহে স্থিতি নদ্যা-মাঝ ॥ ১০৩৪
সর্ব্বদা থাকেন তাঁরা রাজার নিকটে।
আর কত কত বৈদ্য স্থিতি খড়্যার ঘাটে ॥ ১০৩৫
বিস্তর লোকের বাস নদিয়া-সমাজ।
রচিতে না পায়্যা ক্ষমা দিলা কবিরাজ ॥ ১০৩৬

পঞ্জিকা"কার। তাঁহার রচিত "সারসংগ্রহ" নামে একখানি উৎকৃষ্ট জ্যোতিষ-গ্রন্থ আছে। কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যু হওয়ায় বিদ্যানিধির বংশলোপ ঘটিয়াছে।

নদীয়া হইতে খিদিরপুর

তেমুয়নী দিয়া নৌকা পড়ে খড়্যার জলে।
অর্দ্ধ-গঙ্গা অর্দ্ধ-খড়্যা স্রোতে নৌকা চলে ॥ ১০৩৭
নবদ্বীপের যত দেব প্রণাম করিয়া।
স্নান পূজা করি ঘোষাল চলিলা বাহিয়া ॥ ১০৩৮
সেদিন মোকাম হৈল হরিনদীর তটে।
... আইলা কেহ গোকুলগঞ্জের ঘাটে ॥ ১০৩৯
প্রভাতে বাহিয়া সবে আইলা গঞ্জেতে।
একত্র হইলা আসি যাত্রীর সহিতে ॥ ১০৪০
হাট-বাজার নিত্য হয় বহুত দোকান।
জিনিষ লইলা কিছু পুরী নৌকাখান ॥ ১০৪১
হাটের গোমাস্তা যত পাকি[২২৬] লোক জন।
বন্দবস্তো কর্য়া মাহিনা দিলা ততক্ষণ ॥ ১০৪২
তথায় আছেন এক দেবী মুক্তকেশী।
ষোড়শোপচারে ঘোষাল পূজা কৈল বসি ॥ ১০৪৩
অপূর্ব্বনির্ম্মিতা দেবী অপূর্ব্ব-বদনী।
ঘোষালের কৃতা তিনি ঘোররূপিনী ॥ ১০৪৪
শিবশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ বিদায় হইয়া।
আপনার নিজ গৃহে গেলেন চলিয়া ॥ ১০৪৫

২২৬। পাকি—(পাইক শব্দজ) পদাতিক।

শান্তিপুর তাঁর বাটী বড়ই প্রবীণ।
উত্তম বংশেতে জন্ম নিকষ-কুলীন ॥ ১০৪৬
গৃহে গিয়া ভট্টাচার্য্য পাঠাইল ভ্রাতা।
নিমন্ত্রণে আইলেন মহাশয় যথা ॥ ১০৪৭
কর্ত্তা নিমন্ত্রণ কৈলা দশ পাঁচ আর।
নিমন্ত্রণ কর‍্যা ভট্টাচার্য্য হৈলা পার ॥ ১০৪৮
এথাকারে মহাশয় স্নান পূজা করি।
জলপান কর‍্যা শীঘ্র চড়িলেন তরী ॥ ১০৪৯
কালুরায়[২২৭] রামদেব আর সর্ব্বেশ্বর।
কবিরাজ শিশুরাম চলিলা সত্বর ॥ ১০৫০
হাওয়ালদার চলে কতো লইয়া সেফাই।
ভাণ্ডারী চলিল আর বলরাম নাই[২২৮] ॥ ১০৫১
দাঁড়ী মাজী চলিলেক কতেক হরকরা।
পালকীতে চড়িয়া পার হইলেন ত্বরা ॥ ১০৫২
শান্তিপুর[২২৯] সমগ্রাম নাহি কোন দেশে।
উপস্থিত হৈলা ঘোষাল ভট্টাচার্য্যাবাসে ॥ ১০৫৩

২২৭। সে সময়ের একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১০১৯ শ্লোকে ইহার প্রসঙ্গ আছে। গোটপাড়ার অদূরে ঘোড়াইক্ষেত্রের আড় পারে নোহাসায় "কালুর ঘাট" এবং দেবগ্রামের উত্তরে "কালুর বাগ" এখনও এই মহাত্মার স্মৃতি বজায় রাখিয়াছে।

২২৮। নাই—নাপিত।

২২৯। শান্তিপুর—নদীয়া জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ প্রাচীন

দুলিচা গালিচা পাতা প্রস্তুত আছিল।
জনাজাতে স্থানে স্থানে সবাই বসিল ॥ ১০৫৪

নগর। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতে এই স্থান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গৌড়েশ্বর রাজা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশধরগণ এখানে আসিয়া বাস করায় এই স্থান ধনে জনে প্রথিত হইয়াছিল। এই বংশেই সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর জন্ম। অদ্যাপি শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট পুণ্যস্থান বলিয়া পরিচিত। চৈতন্য-চরিতামৃতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থে লিখিত আছে—মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য পূজ্যপাদ অদ্বৈত গোস্বামীকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়া কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হন। সেই কীর্ত্তনানন্দের স্মৃতি শান্তিপুরবাসী আজও বিস্মৃত হন নাই। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন ঘরে ঘরে রাসোৎসবে যে কীর্ত্তনানন্দ হয়, তাহাতে যেন সেই পূর্ব্ব স্মৃতিই অক্ষুণ্ন রহিয়াছে। রাসের সময় এখানে তিন দিবস-ব্যাপী মেলা হয়, তাহাতে বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে আসিয়া সম্মিলিত হন। বস্ত্র-বাণিজ্যের জন্য বহুদিন হইতে শান্তিপুর প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে নদীয়া জেলার প্রায় সকল স্থানেই শান্তিপুরে ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুত হইত, শান্তিপুরের হাটে বিক্রয় হইত। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী শান্তিপুরে কুঠী স্থাপন করিলে পর এই স্থান বস্ত্র-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়ে এবং নানা স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ তন্তুবায়গণ আসিয়া এখানে বস্ত্র বয়ন আরম্ভ করেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে শান্তিপুরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি অনেকটা হ্রাস হইয়াছে।

অপূর্ব্ব ছানার মণ্ডা আর গঙ্গাজল।
শাঁক করি দিলা কারো নারিকেল ফল ॥ ১০৫৫
জলপান কর‍্যা কর্ত্তা প্রবর্ত্তিলা পাকে।
ঐরূপে সবে জলপান করে একে একে ॥ ১০৫৬
রন্ধন করিয়া ঘোষাল করিলা ভোজন।
একত্র করিলা ভোজন বিপ্র চারিজন ॥ ১০৫৭
জার যে মর্য্যাদা বুঝি বসাইয়া দিলা।
অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনে সবে ভোজন করিলা ॥ ১০৫৮
ভোজন করিয়া কেহ কৈলা মুখশুদ্ধি।
ভট্টাচার্য্য বড় লোক সবের হৈল বুদ্ধি ॥ ১০৫৯
সবে ভট্টাচার্য্য জতো করিলা ভকতি।
ক্রমে ক্রমে রচিলে বাড়িয়া জায় পুথি ॥ ১০৬০
মুখশুদ্ধি কর‍্যা ঘোষাল বসিলা যখন।
একে একে ভট্টাচার্য্য আইলা তখন ॥ ১০৬১
ঘোষালে আশীষ কর‍্যা বস্যা একভিতে।
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ জত লাগিলা করিতে ॥ ১০৬২
ত্রিশ তঙ্কা তুষ্ট হয়্যা কৈলা কর্ত্তা দান।
পালকীতে সোয়ারী হয়্যা করিলা পয়ান ॥ ১০৬৩
সেই কালে বিদ্যাবাগীশ গিয়া ত্বরাত্বরি।
আশীষ করিলা পৈতা বস্ত্র আদি করি ॥ ১০৬৪
তুষ্ট হয়্যা যান কর্ত্তা সঙ্গে কত আর।
নৌকাতে সোয়ারী হয়্যা গঙ্গা হইলা পার ॥ ১০৬৫

দুই দিন থাকি তথা কর্ত্তা গুণমণি।
শেষ রাত্রে উঠি মাজী বাহিল তরণী ॥ ১০৬৬
বাহিবার কালেতে দামায় পড়ে সাড়া।
বামে থাকিল শান্তিপুর ডাহিনে
গুপ্তিপাড়া[২৩০] ॥ ১০৬৭
ফুল্যা-নবলা[২৩১] হরধাম[২৩২] বামেতে রাখিয়া।
পান্থা সোমড়া[২৩৩] ডাহিনে রাখি দিলেক
বাহিয়া ॥ ১০৬৮

২৩০। গুপ্তিপাড়া—৪৪ সংখ্যক টীকা দ্রষ্টব্য।

২৩১। ফুল্যা-নবলা—ফুলিয়া ও নবলা। নদীয়া জেলাস্থ রাণাঘাট মহকুমার সমীপস্থ পরস্পর-সংলগ্ন দুইটী বিখ্যাত গণ্ডগ্রাম। এই স্থান রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের একটী বিখ্যাত সমাজস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্থান হইতেই 'ফুলিয়া-মেলের' সৃষ্টি। রামায়ণকার বিখ্যাত কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান এবং পরম বৈষ্ণব ও সাধক হরিদাসের সাধনস্থান। বর্ত্তমান সময়ে উভয় স্থানই নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। লোকসংখ্যাও অতি অল্পমাত্র।

২৩২। হরধাম—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গঙ্গাবাসস্থান, ফুলিয়া-নবলা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বর্ত্তমান কালে হরধাম হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে গঙ্গা সরিয়া গিয়াছেন।

২৩৩। সোমড়া—রাঢ়ীয় বৈদ্যগণের একটী প্রধান সমাজ। এখানকার বৈদ্যরায়বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। বর্ত্তমান কালে সোমড়া হইতে গঙ্গা অনেকটা সরিয়া গিয়াছেন।

চাকদহ[২৩৪] বামে রাখি চলে নৌকাগণ।
জিরাট ডাহিনে রাখ্যা করিলা গমন ॥ ১০৬৯
কাঁচড়াপাড়া[২৩৫] হালিসহর[২৩৬] থাকে বামভিতে।

২৩৪। চাকদহ—নদীয়া জেলায় ভাগীরথী তীরস্থ একটী প্রাচীন নগর, কলিকাতা হইতে ৩৮৷৷০ মাইল দূরে তন্নামক রেল-ষ্টেসনের ধারে অবস্থিত। বহু পূর্ব্ব হইতে এই চক্রদ্বীপ একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত। পূর্ব্বকাল হইতে বহু যাত্রী এখানে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া থাকেন। এখানে 'প্রদ্যুম্নসর' নামে একটী অতি প্রাচীন সরোবরের নিদর্শন আছে। কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ব্বকালে এই চাকদহ ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থান লইয়া প্রাচীন 'প্রদ্যুম্ননগর' অবস্থিত ছিল। এখনও ইহার চারিদিকে পুরাকীর্ত্তির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রদ্যুম্ননগরের অপভ্রংশে এখন 'পাঁজনৌর' নাম হইয়াছে। চাকদহ এই পাঁজনৌর পরগণার অন্তর্গত।

২৩৫। কাঁচড়াপাড়া—২৪ পরগণার উত্তর প্রান্তে ও কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, পূর্ব্বে এই স্থান কুমারহট্ট বা হালিসহরের একটী পাড়া বা অংশ ছিল; মল্লিক সাহেবের কাটাখাল হওয়ার পর এই স্থান কুমারহট্ট হইতে পৃথক্ হইয়াছে। গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে চর পড়িয়া এই স্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী সেন শিবানন্দের পাট। রাঢ়ীয় বৈদ্য-গণের মধ্যে নরহট্ট নামক যে সমাজস্থানের নাম প্রচলিত আছে, কেহ কেহ মনে করেন যে, এই কাঞ্চনপল্লীরই প্রাচীন নাম

নরহট্ট। কালে সেই প্রাচীন স্থান গঙ্গার গর্ভশায়ী হয় এবং এখানকার লোকেরা ক্রমে তৎপূর্ব্বদিকে সরিয়া আসাতে কাঁচড়াপাড়ার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

শিবানন্দসেন নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই বিগ্রহ শ্রীনাথআচার্য্যের দৌহিত্র মহেশের বাটীতে থাকিতেন। কোন সময়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত-পুত্র যশোরজিৎ রায় (কচুরায়) কোন বিশেষ কারণে দিল্লী যাইবার সময় কাঁচড়াপাড়া হইয়া যাত্রাকালে কৃষ্ণরায়ের নিকট মানসিক করিয়া যান যে, "যদি আমি দরবারে কৃতকার্য্য হই, তাহা হইলে ঠাকুরের শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। তিনি কৃষ্ণরায়ের জন্য এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন এবং নিত্যসেবা নির্ব্বাহের জন্য "কৃষ্ণবাটী" নামে একখানি নিষ্কর তালুক প্রদান করেন। অদ্যাপি সেই তালুক বিগ্রহের সেবাইত অধিকারীদিগেরই দখলে আছে। কিন্তু যশোরজিৎ রায় যে মন্দির করিয়া যান, সে সমস্তই গঙ্গাগর্ভে গিয়াছে; সেই স্থানে অল্পদিন হইতে আবার নূতন চর উঠিতেছে। ঐ দেবালয় ধ্বংস হইবার পর কলিকাতাবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণরায়ের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১৭০৭ শকে শ্রীমন্দির সম্পূর্ণ হয়। এরূপ সুন্দর মন্দির এ অঞ্চলে আর নাই।

কাঁচড়াপাড়ায় বহু প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার জন্ম হইয়াছে। তন্মধ্যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত একজন। এখানকার প্রসিদ্ধ কবিরাজবংশ কবিকর্ণপূরের সন্তান বলিয়া পরিচিত।

২৩৬। হালিসহর—হাবেলীসহর শব্দের অপভ্রংশ। টোডরমলের বন্দোবস্তকালে হাবেলীসহর নামেই ইহা চিহ্নিত হইয়াছিল। ইহার প্রাচীন নাম কুমারহট্ট, পূর্ব্বোক্ত কাঁচড়াপাড়ার পার্শ্বে অবস্থিত। এই স্থানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের দীক্ষাগুরু মহাত্মা ঈশ্বরপুরী জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে—

"আপনে ঈশ্বর শ্রীচৈতন্য ভগবান্।
দেখিলেন শ্রীঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥
প্রভু বলে কুমারহট্টেরে নমস্কার।
শ্রীঈশ্বরপুরী যে গ্রামে অবতার ॥
কাঁদিলেন চৈতন্য বিস্তর সেই স্থানে।
আর কিছু নাই শব্দ ঈশ্বরপুরী বিনে ॥
সেই স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু তুলি।
লইলেন বহির্বাসে বেঁধে এক ঝুলি ॥
প্রভু বলে ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান।
এই মৃত্তিকা আমার জীবন ধন প্রাণ ॥"

সাধক কবি রামপ্রসাদ সেনও এই কুমারহট্টেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাড়ীর নিকট হাস্যরসোদ্দীপক কবি আজু গোঁসাই বাস করিতেন। এখানে বহু পণ্ডিত ও মহান্ত জন্মগ্রহণ করেন। এখানে গ্রাম মধ্যে মুখুর্য্যা পাড়ায় শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের পাট আছে। এই গ্রামের নিকটেই জগদ্দল নামে একটী প্রাচীন ও এখানকার অরণ্য মধ্যে 'রাজমহল' নামে প্রাচীন স্থান আছে। প্রবাদ, এখানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের গঙ্গা-বাসস্থলী ছিল। চাঁচড়ার রাজ-বংশেরও বাসস্থানের চিহ্ন দেখা যায়।

ত্রিবেণী[২৩৭] ডাহিনে নৌকা চলিল ত্বরিতে ॥ ১০৭০

হালিসহরের মধ্যে দুইটী শক্তি-মূর্ত্তি আছে। তন্মধ্যে একটী সাবর্ণ চৌধুরা-বংশের প্রতিষ্ঠিত বলদিয়াঘাটার সিদ্ধেশ্বরী এবং অপরটী অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী নামক এক তান্ত্রিক কুলাচারীর প্রতিষ্ঠিত খাসবাটীর শ্যামাসুন্দরী।

পূর্ব্বে এই কুমারহট্টের পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী বহিতেন, এখন অনেকটা সরিয়া গিয়াছেন।

২৩৭। ত্রিবেণী—প্রাচ্যভারতের একটী প্রাচীন ও প্রধান তীর্থ এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। এই গ্রামের সম্মুখে গঙ্গার গর্ভে একটা চর আছে, এই চরের দক্ষিণে অপর পারে যমুনার মোহানা, এদিকে গ্রামের উত্তর পার্শ্ব দিয়া সরস্বতী আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই তিন নদীর সঙ্গম-স্থান বলিয়া এই স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে প্রাচ্যভারতের মধ্যে ত্রিবেণী একটী প্রধান বন্দর বলিয়া পরিচিত ছিল। সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত ইহার প্রসার ছিল। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিকগণ এই বন্দরের কথা জানিতেন। প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, গোদাবরীর মোহানা হইতে যে সকল জাহাজ পাটনায় যাইত, তাহা এই ত্রিবেণী হইয়া যাইত। টলেমিও এই ত্রিবেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিবেণীর নীচে সরস্বতী-খালে এখনও মাটী খুঁড়িবার সময় অনেক মাস্তুল, ভাঙ্গা নৌকা ও মোটা শৃঙ্খলাদি বাহির হয়। গ্রামের মধ্যেও অনেক স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদির ভিত্তি পাওয়া যায়।

রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনাগতা।
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লক্ষ্যতে॥"

দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যা দক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ।"

অর্থাৎ প্রদ্যুম্ননগরের দক্ষিণে ও সরস্বতী নদীর উত্তরে দক্ষিণ-প্রয়াগ। এখানে গঙ্গা হইতে যমুনা বাহির হইয়া গিয়াছেন। এখানে স্নান করিলে প্রয়াগে স্নানের ন্যায় অক্ষয় পুণ্যলাভ হয়। (যুক্তপ্রদেশে প্রয়াগে বা আলাহাবাদে যুক্তবেণী অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছেন। কিন্তু) দক্ষিণ-প্রয়াগ—সপ্তগ্রামের নিকট উন্মুক্ত বেণীই ত্রিবেণী নামে খ্যাত, সুতরাং রঘুনন্দনের উক্তি হইতেও বেশ দেখা যাইতেছে যে, চারিশত বর্ষেরও বহু পূর্ব্ব হইতে এই স্থান প্রধান তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তৎপরে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলেও এই ত্রিবেণীর যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচয় পাই।

"বাম ভাগে হালিসহর দক্ষিণে ত্রিবেণী।
যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি॥
লক্ষ লক্ষ লোকে এককালে করে স্নান।
বাস হেম তিল ধেনু দ্বিজে দেয় দান॥" ইত্যাদি

অপর স্থানে—

"ত্রিবেণী তীর্থের চূড়ামণি।
আশ্রয় করিয়া তথি, স্নান করে ধনপতি
তরীপুরে নানা ধন কিনি॥"

স্নান-পূজা কৈলা সবে বাঁশবাড়্যা[২৩৮] আসি।
দাঁড় নাহি বাহে দাঁড়ী নৌকা চলে ভাসি ॥ ১০৭১

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, তীর্থমাহাত্ম্য ব্যতীত এই স্থান একটী মহা-সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থ হইতে আমরা বেশ প্রমাণ পাই যে, ঐ গ্রন্থ রচনাকালে তিনশত বর্ষ পূর্ব্বেও সপ্তগ্রাম হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত একটী প্রকাণ্ড সহর ছিল, লক্ষ লক্ষ অট্টালিকা ছিল, গৃহের ছাদে ছাদে সমস্ত সহর ঘোরা চলিত। এখন তাহার কিছুই নাই। সপ্তগ্রাম এখন গভীর জঙ্গলে পরিণত এবং ত্রিবেণী অল্প লোকের বাসভূমি, একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র।

ত্রিবেণীর দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত জাফরখার মস্‌জিদে উৎকীর্ণ খোদিত-লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ মস্‌জিদ্ ৬৯৮ হিজরায় (১২৯৪ খৃষ্টাব্দে) মহম্মদ জাফরখাঁ নির্ম্মাণ করেন। মস্‌জিদ্‌টী যে একটী সুপ্রাচীন হিন্দু দেবালয়ের উপকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে, মস্‌জিদের নানা স্থানে দেবদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত শিলাখণ্ড হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

সরস্বতীর মোহানার উত্তরে ত্রিবেণীর একটী সুপ্রশস্ত ঘাট আছে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে উৎকলাধিপ মুকুন্দদেব ঐ ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

এক সময় ত্রিবেণী নবদ্বীপের ন্যায় সংস্কৃত-চর্চ্চার কেন্দ্র ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বহু পণ্ডিত এই স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।

২৩৮। বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধ গ্রাম। সম্রাট্ শাহজাহানের আমলে এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রাঘবরায় পৈতৃক নিবাস পাটুলী পরিত্যাগ করিয়া

এখানে আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহারই যত্নে এখানে নগর প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা রাঘবের পুত্র রামেশ্বরদেব এখানে ৩৬০ ঘর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, কায়স্থ, বৈদ্য ও বহু জলাচরণীয় হিন্দু পরিবার এবং শতাধিক সমর-কুশল পাঠান আনাইয়া জমি দিয়া এখানে বাস করাইয়া ছিলেন। এখানকার রায়মহাশয়দিগের যত্নে বাঁশবেড়িয়া একটী বহু জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছিল। শুনা যায়, এক সময় এখানে ৪১টী টোল এবং অর্দ্ধ লক্ষ লোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে এখন ইহা শ্রীহীন। লোক-সংখ্যা আট হাজারও হইবে না।

বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটী, রাজা রামেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মন্দির এবং রাণীশঙ্করী-প্রতিষ্ঠিত হংসেশ্বরীর অপূর্ব্ব মন্দির এখনও এই স্থানের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অতীত স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে।

২৩৯। হুগলী—হুগলী জেলার অন্যতম প্রধান সহর, কলিকাতা হইতে ২৫ মাইল দূরে অবস্থিত। সপ্তগ্রামের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ বণিকদিগেব যত্নে হুগলী সহরের প্রতিষ্ঠা। পর্ত্তুগীজগণ ইহার নিকট ঘোলঘাটে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইতেই বর্ত্তমান হুগলী সহরের উদ্ভব। যখন শাহাজাদা খুরম্ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, তখন বঙ্গদেশে আসিয়া পর্ত্তুগীজদিগের সাহায্য চান, কিন্তু পর্ত্তুগীজগণ বিদ্রোহী সম্রাট্-পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন না। পরে খুরম্ শাহজাহান নাম ধারণপূর্ব্বক দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া সেই উদ্ধত পর্ত্তুগীজগণকে হুগলী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ইহার পরে

ফরাসডাঙ্গা[২৪১] আইলা সবে অতি সন্ধ্যাকালে ॥ ১০৭২

সপ্তগ্রামের স্থানে হুগলীই বাঙ্গালার একটী প্রধান বন্দর হইল। সম্রাটের ফরমান অনুসারে ইংরাজগণ হুগলীতেই প্রথম বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন। পরে তাঁহারা কলিকাতায় দুর্গ-নির্ম্মাণের অধিকার পান। হুগলীর ইমামবাড়া নামক সুবৃহৎ অট্টালিকা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মহম্মদ মহসীন নামক এক দানশীল মুসলমানের অর্থে এই ইমামবাড়া নির্ম্মিত হয়।

কলিকাতার উন্নতির সহিত হুগলীর বাণিজ্য-প্রভাব কমিয়া আসে। তথাপি এখনও এই স্থান জেলার একটী প্রধান নগর।

২৪০। চুঁচুড়া—হুগলী জেলার সদর সহর, হুগলী নগরের কিছু দক্ষিণে ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলে অবস্থিত। এই স্থান অতি প্রাচীন। প্রায় ৫ শত বর্ষ পূর্ব্বে এখানে সোমবংশ আসিয়া বাস করেন। এখানে ষাঁড়েশ্বর-তলায় একটী সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ৫।৬ শত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কর্জ্জনা ভাঙ্গিবার পর এখানে বহু সুবর্ণ-বণিক আসিয়া বাস করেন, তদবধি এই স্থান সুবর্ণবণিকদিগের একটী প্রধান সমাজ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ওলন্দাজ বণিকগণ এখানে আসিয়া কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল, ঐ বর্ষে ইংরাজ-হস্তে অর্পিত হয়। পূর্ব্বে এখানে আতুর-সেনানিবাস ও গোরাদিগের থাকিবার একটী আড্ডা ছিল এবং বহু লোকের বাস ছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে ক্রমেই এই স্থান হতশ্রী হইতেছে।

২৪১ ফরাসডাঙ্গা—চুঁচুড়ার পার্শ্বে হুগলী জেলাস্থ গঙ্গার

রন্ধন করিয়া সবে করিলা ভোজন।
সেদিন মোকাম করি রহিলা সর্ব্বজন ॥ ১০৭৩
প্রভাতে উঠিয়া মাজী নৌকা বাহি দিল।
গর্‌য়াটীর[২৪২] বাগান খান ডাহিনে থাকিল ॥ ১০৭৪

তীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন স্থান। ইহার প্রকৃত নাম চন্দননগর। বহুদিন হইতে এখানে বহু সম্ভ্রান্ত হিন্দুর বাস। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা চন্দননগর দখল করেন এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত হন। তদবধি এই স্থান ফরাসডাঙ্গা নামে পরিচিত হয়। ফরাসী-গবর্ণর ডুপ্লের শাসনাধীনে এই নগরের যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় এখানে দুই হাজারের অধিক ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে নৌ-সেনাপতি ওয়াট্‌সন্ সাহেব এই নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার গোলায় এখানকার দুর্গ ও গৃহাদি ধ্বংস হয়। তৎপরে এই নগর কখন ফরাসীর, কখন বা ইংরাজের অধিকারে আসে। অবশেষে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-অনুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ৪টা ডিসেম্বর ফরাসীরা ইংরাজরাজের নিকট হইতে এই স্থান পুনরায় প্রাপ্ত হন। চন্দননগরের আর সে পূর্ব্ব গৌরব নাই, এখন ফরাসী-শাসনাধীন একটী সামান্য নগর মধ্যে গণ্য। এখানে একজন ফরাসী-গবর্ণর ও কতকগুলি সৈন্য আছে। এক সময়ে এখানে বহু লোকের বাস ছিল, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অনেক লোক কমিয়া গিয়াছে।

২৪২। গর্‌য়াটী—ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। কেহ কেহ বলেন যে 'গড়হাটী' হইতে, আবার কাহারও মতে 'গৌরহাটী' হইতে গর্‌য়াটী নামকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে

নিমাইতীর্থ-ঘাটে[২৪৩] আসি উত্তরিল তরি।
জয় গঙ্গা বল্যা বল্যা সবে বলে হরি ॥ ১০৭৫
মুনিরামপুর[২৪৪] বামে দীঘাঙ্গ[২৪৫] ডাহিনে।
হুড় হুড় দুড় দুড় কর্য্যা চলে নৌকাগণে ॥ ১০৭৬

এখানে বহু সংখ্যক ভদ্রলোকের বাস ছিল। এখন এই স্থানের পূর্ব্বাবস্থার কিছুই নাই।

২৪৩। নিমাইতীর্থের ঘাট—ভাগীরথী-কূলস্থ একটী অতি প্রাচীন তীর্থ। তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে কবিকঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে লিখিয়াছেন—

"গরিফা ছাড়িয়া ডিঙ্গা চলে গোন্দলপাড়া।
জগদ্দল এড়াইয়া গেলেন নপাড়া ॥
ব্রহ্মপুত্র সন্ধ্যাবতী যেই ঘাটে মেলা।
ইচ্ছাপুর এড়াইল বাণিয়ার বালা ॥
উপনীত হৈল ডিঙ্গা নিমাইতীর্থের ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়পুষ্প ফোটে ॥"

বর্ত্তমান ইছাপুর-নবাবগঞ্জের কিছু দক্ষিণে নিমাইতীর্থেব ঘাটের চিহ্ন বিদ্যমান।

২৪৪। মুনিরামপুর—ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে বারাকপুরের পার্শ্বে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম, মণিরামপুর নামেও খ্যাত। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস, তন্মধ্যে বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের নাম প্রসিদ্ধ। এই বংশে স্বনামধন্য ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন।

২৪৫। দীঘাঙ্গ বা দীর্ঘাঙ্গ—হুগলী জেলায় ভাগীরথীর পশ্চিম-

মাহেশে[২৪৬] আছেন এক দেব জগন্নাথ।
উদ্দিশে প্রণাম কৈলা মাথে দিয়া হাত ॥ ১০৭৭
ডাহিনেতে কোন্নগর[২৪৭] বামে আগড়পাড়া[২৪৮]।

কূলে মাণরামপুরের অপর পারে অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থগণের ইহা একটী প্রাচীন সমাজ।

২৪৬। মাহেশ—হুগলী জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। পূর্ব্বে এখানে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস ছিল—এখন আর সে প্রাচীন সমৃদ্ধির কিছুই নাই বলিলেই হয়। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ। প্রতিবর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রা ও আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময় এখানে বড় মেলা হয়, তাহাতে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেব অষ্টাহকাল বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীর মন্দিরে আসিয়া অবস্থান করেন, সে সময় এখানে বৃহৎ মেলা হয় ও তাহাতে লক্ষাধিক লোক আসিয়া থাকে। দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম কমলাকর পিপ্পলাইর পাট এই মাহেশে।

২৪৭। কোন্নগর—হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম, কবিকঙ্কণ তিনশত বর্ষ পূর্ব্বে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—

"কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
কুচিনান ধনপতি দেখিবারে পায় ॥"

(কবিকঙ্কণ-চণ্ডী)

২৪৮। আগড়পাড়া—২৪ পরগণার একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে ১০ মাইল উত্তরে আঁড়িয়াদহের পার্শ্বে অবস্থিত।

সুকচরে[২৪৯] আসিয়া দামায় দিল সাড়া ॥ ১০৭৮
দেওয়ানজির গ্রাম সেই অপূর্ব্ব বসতি।
বালির[২৫০] ঘাটেতে নৌকা গেল শীঘ্রগতি ॥ ১০৭৯
বরানগর[২৫১] চিতপুর[২৫২] কলিকাতা সহর।

২৪৯। শুকচর—ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে আগড়পাড়া হইতে দেড় ক্রোশ উত্তরে সোদপুর রেলষ্টেসনের নিকট অবস্থিত গণ্ডগ্রাম। এখানে শোভাবাজার-রাজবংশের একটী সুন্দর বাগান ছিল। দেওয়ান গোকুল ঘোষাল এই গ্রামের মালিক ছিলেন। বহু লোকের বাস ছিল। সেই সুন্দর বাগানের আর পূর্ব্বাবস্থা কিছুই নাই; লোক-সংখ্যাও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

২৫০। বালি—ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে হুগলী জেলাস্থ একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও আচার্য্য-ব্রাহ্মণগণের একটী প্রাচীন সমাজ বলিয়া এই স্থান পরিচিত ছিল। এক সময় এই গ্রাম অতি বৃহৎ ছিল, ইহারই উত্তরাংশ লইয়া বর্ত্তমান 'উত্তরপাড়া' গ্রামের উৎপত্তি। পূর্ব্বে এখানে বহু লোকের বাস ছিল, পূর্ব্বের তুলনায় এখন কিছুই নাই বলিলেই হয়। তথাপি এখনও এখানে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাস।

২৫১। বরানগর বা বরাহনগর—২৪ পরগণার মধ্যে বালির অপর পারে ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। চারি পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে এই স্থানে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির একটী প্রাচীন সমাজস্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে সুন্দরানন্দ ঠাকুর ও ভাগবতাচার্য্যের পাটের জন্য

বামেতে রাখিয়া নৌকা চলিল সত্বর ॥ ১০৮০

বরাহনগর প্রসিদ্ধ। ইহারই দেড় ক্রোশ উত্তরে আঁড়িয়াদহ গ্রামে গদাধর দাস ও হরিদাস হোড়ের পাট আছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বরানগরে পদার্পণ করিয়া ভাগবতাচার্য্যকে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বাণিজ্যপ্রধান স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। এখানকার কাঁচি ধুতির ব্যবসা অতি বিস্তৃত ছিল। ওলন্দাজেরা এখানে কুঠী করিয়াছিলেন। চাঁচড়ায় আসিবার সময় তাঁহাদের সওদাগরী জাহাজ এখানে নঙ্গর করিয়া থাকিত। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ-গবমেণ্ট এই স্থান ইংরাজ-করে সমর্পণ করেন। বর্ত্তমান কালেও বরাহনগর একটী সমৃদ্ধ স্থান।

২৫২। চিৎপুর বা চিত্রপুর—ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অকবর বাদশাহের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্য তাঁহার "চণ্ডীর জাগরণ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ক্ষিরাইতন বাহি যায় সাধু ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি ॥
চিত্রপুর ঘাট সাধু বাহে সাবধানে।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা গেল কুচিয়ানে ॥"

এই স্থানে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ দেববংশের একটী প্রাচীন সমাজ ছিল। এখানকার চিত্রেশ্বরীদেবী ও তাঁহার মন্দির প্রাচীন। এখনও বহু দূরদেশ হইতে বহু লোক এই চিত্রেশ্বরীর পূজা দিতে আসেন। এখন এখানে নানা কলকারখানা ও বহু লোকের বাস।

কলিকাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি[২৫৩] দেখ্যা বিশারদ।
রচিতে না পার্য্যা বলে কি হৈল আপদ ॥ ১০৮১
খিদিরপুর[২৫৪] গঙ্গাদ্বারে[২৫৫] আইল বাহিয়া।
উভরড়ে ধায় লোক এ কথা শুনিয়া ॥ ১০৮২
কুটুম্ব-সাক্ষাৎ আর গোমাস্তা সকল।
জয় জয় কর্য্যা আইসে বাড়্যা যায় বল ॥ ১০৮৩

২৫৩। কলিকাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি—কবির সময়ে কলিকাতা নূতন সহর। অল্প দিন হইল মুর্শিদাবাদ হইতে এখানে বাঙ্গালার শাসনকেন্দ্র স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই সঙ্গে অল্প দিনের মধ্যেই এখানে বহু অট্টালিকা ও বহু লোকের বাস আরম্ভ হইয়াছে। অল্প দিনের মধ্যে কলিকাতার অপূর্ব্ব সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়াই কবি 'কলিকাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি' বলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

২৫৪। খিদিরপুর—৩ সংখ্যক পাদ-টীকায় সরকারী বিবরণী হইতে এই স্থানের নামকরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, জেনেরল কিড্ (General Kyd) সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের খিদিরপুর নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে ও বঙ্গের নানা স্থানে একাধিক খিদিরপুরের সন্ধানে এবং সমসাময়িক বিবরণী হইতে এখন বেশ জানা যাইতেছে যে, কিড্ সাহেবের অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হইতেই এই স্থান 'খিদিরপুর' নামেই পরিচিত ছিল। সুতরাং ৩য় সংখ্যক পাদটীকার এখানে ভ্রমসংশোধন করা হইল।

২৫৫। গঙ্গাদ্বার—খিদিরপুর যাইবার পথে বর্ত্তমান আলি-পুর সেতুর পূর্ব্ব দিয়া যে আদিগঙ্গার খাল গিয়াছে, এই স্থান হইতে গঙ্গাদ্বার আরম্ভ।

বাবুজী আইলা আর দেওয়ান মহাশয়।
তাঁর সঙ্গে কতো লোক আগুপাছু ধায় ॥ ১০৮৪
সেফাই হরকরা কতো সঙ্গে সঙ্গে চলে।
বড় মহাশয়[২৫৬] দেখি গিয়া কেহ কেহ বলে ॥ ১০৮৫
তাঁহাকে দেখিলে পাপ হবে বিমোচন।
এত বলি আইসে লোক করিতে দর্শন ॥ ১০৮৬
চিনিতে না পার্য্যা কেহ দাঁড়াইয়া রয়।
খাটোচুল দেখ্যা বলে ঐ মহাশয় ॥ ১০৮৭
স্ত্রীলোক যত ছিল দাঁড়াইয়া ঘাটে।
হুলাহুলি দিয়া বলে বড় মহাশয় বটে ॥ ১০৮৮
বজরাতে উঠিয়া বাবু দেওয়ান মহাশয়[২৫৭]।
মহা আনন্দিত হয়্যা কোলাকুলি হয় ॥ ১০৮৯
প্রণাম করিয়া দুঁহে বসিলা সম্মুখে।
একত্র বসিয়া কথা কহেন সুখে সুখে ॥ ১০৯০
বিভূতি রুলীর ফোটা দিলা সবাকারে।
প্রসাদ পাইয়া কেহ চলে নিজ ঘরে ॥ ১০৯১
অনেকের সঙ্গে হৈল আলাপ-কথন।
ক্রমে ক্রমে উঠি বাসে গেলা সর্ব্বজন ॥ ১০৯২

২৫৬। বড় মহাশয়—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল। দেওয়ান গোকুল ঘোষালের জ্যেষ্ঠ বলিয়া 'বড় মহাশয়' নামে পরিচিত।

২৫৭। দেওয়ান মহাশয়—দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল।

দেওয়ানজির স্থানে কর্ত্তা বিদায় হইয়া।
ইষ্ট প্রণমিতে গেলা বাবুকে[২৫৮] লইয়া ॥ ১০৯৩
পালকীতে চড়িয়া গেলা হয়্যা গঙ্গাপার।
তীর্থের সামগ্রী সঙ্গে চলে ভারে ভার ॥ ১০৯৪
শিবপুর[২৫৯] চলি যান হয়্যা আনন্দিত।
ইষ্টদেব সন্নিধানে হৈলা উপস্থিত ॥ ১০৯৫
ভূমিষ্ঠ হইয়া দুঁহে প্রণাম করিয়া।
আজ্ঞা হৈলে বসিবেন রহিলেন দাঁড়াইয়া ॥ ১০৯৬
গুরুদেবের আজ্ঞা হৈল আসনে বসিতে।
নতি করি বসিলেন হয়্যা একভিতে ॥ ১০৯৭

২৫৮। বাবু—কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষাল।

২৫৯। শিবপুর—হাওড়ার দক্ষিণ-উপকণ্ঠস্থিত একটী প্রাচীন নগর। বহুদিন হইতে এখানে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। এখনও সেই সকল প্রাচীন বাসের স্মৃতি কিছু কিছু বিদ্যমান। মধ্যে এই স্থানের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তৎপরে হাওড়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ বিস্তারের সহিত ক্রমশঃই এই স্থানের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে,—সামান্য গণ্ডগ্রাম হইতে এখন জনাকীর্ণ নগরে পরিণত হইয়াছে। ইহার নিকট নানা কল-কারখানা, রাজকীয় ভৈষজ্যোদ্যান (Royal Botanical Garden) ও বড় হাট আছে। এখানকার বোটানিকাল-গার্ডেনে যেরূপ বহু দেশের গাছগাছড়া আছে, জগতের আর কোথাও এরূপ একত্র দেখা যায় না।

তীর্থের সামগ্রী যত নজর করিয়া।
বাটীর ভিতরে সব দিলা পাঠাইয়া ॥ ১০৯৮
ত্রয়স্থলীর[২৬০] কথা জত নিবেদন করি।
প্রণাম করিয়া হৈলা পালকীতে সোয়ারী ॥ ১০৯৯
শীঘ্রগতি আসি কর্ত্তা গঙ্গা হৈল পার।
উপস্থিত হইলেন গঙ্গার দুয়ার ॥ ১১০০
তীর্থশ্রাদ্ধ করিবেন ঘোষাল-তনয়।
চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিব্য সভা হয় ॥ ১১০১
স্নান তর্পণ পূজা করি ঘোষাল-সন্ততি।
কানাতের মধ্যেতে আইলা শীঘ্রগতি ॥ ১১০২
দানোৎসর্গ কর‍্যা ঘোষাল করিলা পার্ব্বণ।
কর্ম্ম সাঙ্গ করি কতো কৈলা বিতরণ ॥ ১১০৩
মহাশয় চলি গেলা বাটীর ভিতর।
বিদায় হইয়া যাত্রী গেলা নিজ ঘর ॥ ১১০৪
শিবশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ সেন বিজয়রাম।
কেবল থাকিলা দুঁহে ভাব্যা পরিণাম ॥ ১১০৫
কৃষ্ণচন্দ্রে কাশীনাথের হয়্যা ছিল দয়া।
এই হেতু সবাকার হয়্যা গেল গয়া ॥ ১১০৬
গয়া আদি তিন তীর্থ হৈল সবাকারে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম কোন জনে করে ॥ ১১০৭

২৬০। ত্রয়স্থলী—২৬ সংখ্যক পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণচন্দ্রে কালীমাতা তুমি দিবা বর।
পুত্রে-পৌত্রে চিরজীবী রাখ্য নিরন্তর ॥ ১১০৮
দুর্গা দুর্গা দুর্গা মাতা তোমার দোহাই।
কৃষ্ণচন্দ্রে জয়যুক্ত রাখিবা সদাই ॥ ১১০৯
যেই কর্ম্ম কৃষ্ণচন্দ্রে করিলা সবার।
এই কর্ম্ম করে হেন শক্তি আছে কার ॥ ১১১০
যাত্রিগণের পিতৃ-গতি গয়ায় পিণ্ড দিয়া।
নিজের হইল গতি কাশী প্রয়াগ গিয়া ॥ ১১১১
টাকা দিয়া এই কর্ম্ম কৈল যেই জন।
অন্তিমকালে স্বর্গ তার বেদের লিখন ॥ ১১১২
গোকুলচন্দ্রে কালীমাতা তুমি বর দিবা।
বাঙ্গালার কর্ত্তা করি সদাই রাখিবা ॥ ১১১৩
দেওয়ানজীর সমো দাতা নাহি এই দেশে।
তাঁহার গুণের কথা দেশে দেশে ঘোষে ॥ ১১১৪
আঠারো শত দীনে করেন নিত্য চালু দান।
এ জন্যেতে দেওয়ানজীর সদাই খোসনাম ॥ ১১১৫
চাকর্যা লোকের দুঃখ নাহি তাঁর কাছে।
এই হেতু সর্ব্বজন ঘুরে পাছে পাছে ॥ ১১১৬
বৈশাখে সলিল দিয়া দেশ করেন মরু।
কবিরাজে তুষ্ট কৈলে হবেন কল্পতরু ॥ ১১১৭
জয়নারায়ণ বাবুকে চণ্ডী দিবা বর।
চিরজীবী পুত্র তাঁর হউক সত্বর ॥ ১১১৮

অল্প বয়েসে বাবুর অতি তীব্রবুদ্ধি।
যেই কর্ম্ম মনে করেন হয়্যা উঠে সিদ্ধি ॥ ১১১৯
গোষ্ঠী সমেত তাঁরে চণ্ডিকা বর দিবা।
জয়যুক্তে সবাকারে সর্ব্বদা রাখিবা ॥ ১১২০
ত্রয়স্থলীর খরচ হৈল একলক্ষ টাকা।
জার ইচ্ছা বুঝিয়া করিয়া লহো লেখা ॥ ১১২১
শুন শুন সর্ব্বজন যে আছো আসরে।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ কাশীনাথের বরে ॥ ১১২২
সাতাশুরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে।
বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে ॥ ১১২৩
শিবনিবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট ধাম।
কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম ॥ ১১২৪
শুন শুন মহাশয় বলি গো তোমারে।
মহাশয়ে আজ্ঞা দিলাম বিদায় করো মোরে ॥ ১১২৫

ইতি ২১ মাঘ রোজ শনিবার-ত্রয়োদশ্যাং
শকাব্দা ১৬৯২ শ্রীবিজয়রামসেনবিশারদেন
ইদং পুস্তকং লিখিতং।



বর্ণানুক্রমিক-সূচী

ভ